তাফহীমুস্ সুন্নাহ সিরিজ- ১

তাওহীদের মাসায়েল

প্রণেতাঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

অনুবাদঃ

মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী

মাকতাবা বায়তুস্সালাম, রিয়াদ।

سلسلة تفهيم السنة: ١

كتاب التوحيد

(باللغة البنغالية)

تأليف:

محمد إقبال كيلاني

ترجمه:

محمد هارون عزيزي ندوى

مكتبة بيت السلام - الرياض

كتاب التوحيد باللغة البنغالية

তাওহীদের মাসায়েল

রচনাঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

অনুবাদঃ

মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী

মাকতাবা বায়তুস্‌সালাম, রিয়াদ।

فهرس الموضوعات

সূচীপত্র

تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم

"হে বিশ্ববাসী! এসো এমন এক কালিমার দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান।"

* হে ইসরাঈলের পুত্রগণ! তোমরা বিশ্বাস কর যে, উযাইর (আঃ) আল্লাহর ছেলে এবং এটাও বিশ্বাস কর যে, তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহর সত্ত্বা চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক, তাহলে তাঁর ছেলের মধ্যেও তো সেই একই গুণাবলী থাকা দরকার ছিল। তা না হয়ে হযরত উযাইর (আঃ) মৃত্যু বরণ করলেন কেন? যাঁর মৃত্যু হয়ে যায়, সে কি আল্লাহর ছেলে হতে পারে? (কখনো না।)

* হে মরইয়াম তনয় ঈসা (আঃ) এর অনুসারীগণ! তোমরা বিশ্বাস কর যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর ছেলে এবং এটাও বিশ্বাস কর যে, ঈসা (আঃ) কে শুলে চড়ানো হয়েছে। তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ তো সর্ব শক্তিমান, তাহলে তাঁর পুত্র এত অসহায় হলেন কেন যে, তাঁকে শুলে চড়ানো হল? যাকে শুলে চড়ানো হয় সে কি আল্লাহর ছেলে হতে পারে ? (কখনো না।)

* হে হিন্দু ধর্মের ভক্তগণ! তোমরা বিশ্বাস কর যে, পৃথিবীতে তেত্রিশ কোটি প্রভূ রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি আলাদা প্রভূ রাখে, যেন প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তার আলাদা প্রভু রয়েছে, যে তার প্রয়োজন মিটাবে এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ করবে। আর বাকী বত্রিশ কোটি নিরানববই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয় শত নিরানব্বই জন প্রভূ যেন তার উপকার করতে অক্ষম ও অসহায়। তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে, যখন বত্রিশ কোটি নিরানববই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয় শত নিরানব্বই জন অক্ষম ও অসহায় হল, তা হলে তাদের মধ্য থেকে একজন কি করে উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারবে বা প্রয়োজন মেটাতে পারবে ? (কখনো না।)

* হে বৌদ্ধ ধর্মের ভক্তগণ! তোমরা বিশ্বাস কর যে, গৌতম বুদ্ধ মহা সত্যের সন্ধানের জন্য বছরের পর বছর জঙ্গল, ময়দান এবং মরুভুমিতে ঘোরা ফেরা করেছেন। তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে, যে ব্যক্তি নিজে মহা সত্যের সন্ধানে বছরের পর বছর ঘোরে বেড়াল, সে নিজে আবার মহা সত্য হয় কি করে ? (কখনো না।)

* হে নিস্পাপ ইমামগণের ভক্তগণ! তোমরা বিশ্বাস কর যে, পৃথিবীতে ছোট বড় সব কিছু ইমামের আদেশের করতলগত, আর এটাও তোমরা দাবী কর যে, 'আহলে বায়ত' এর উপর যা মুছীবত ও দুঃখ-দুর্দশা এসেছে তা সব আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর কারণেই এসেছে। তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে, পৃথিবীর সব কিছু যাদের আয়ত্বে থাকে তাদের উপর দুঃখ দুর্দশা আসে কি করে? আর যার উপর দুঃখ-দুর্দশা আসে, সে আবার পৃথিবীর সব কিছুর উপর আদেশদাতা কিংবা শক্তিমান হয় কি করে? (কখনো না।)

* হে আওলিয়া ও বুজুর্গদের ভক্তগণ! তোমরা বিশ্বাস কর যে, আলী হাজওয়েরী (রাহঃ) মানুষকে ভান্ডার দিয়ে থাকেন, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাহঃ) তুফান থেকে মুক্তি দান করে থাকেন। আব্দুল কাদের জীলানী (রাহঃ) বালা-মুছীবত দুর করে থাকেন। ইমাম বরী (রাহঃ) হতভাগাকে ভাগ্যবান করে দেন এবং সুলতান বাহু (রহঃ) ছেলে সন্তান দান করে

থাকেন। তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছো? যখন আলী হাজওয়েরী (রহঃ) ছিলেন না, তখন ভান্ডার কে দান করত? যখন মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) ছিলেন না তখন তুফান থেকে মুক্তি কে দিত? যখন আব্দুলকাদের জীলানী (রহঃ) ছিলেন না তখন বালা-মুছীবত কে দুর করত? যখন ইমাম বরী(রহঃ) ছিলেন না তখন হতভাগাকে ভাগ্যবান কে করত? যখন সুলতান বাহু (রহঃ) ছিলেন না তখন সন্তান কে দান করত? (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ না।)

* হে পৃথিবীবাসী! আমার কথাগুলি ভালভাবে শুনোন। আল্লাহর অবতরণকৃত শিক্ষায় কখনো পরস্পর বিরোধীতা থাকে না। কিন্তু তোমাদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় বিদ্যমান স্ববিরোধীতা একথার প্রমাণ বহন করে যে, এসকল আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-ধারা আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত নয়।
তাহলে হে পৃথিবী বাসী! আপনারা সবাই আসুন। এমন এক কালিমার দিকে
০ যার শিক্ষায় কোন স্ববিরোধীতা নেই।
০ যা মানব সন্তানদের আত্মাকে প্রশান্তি ও শরীরকে স্বাধীনতা দেয়।
০ যা মানব সন্তানদেরকে মান-সম্মান ও মহত্ত্ব দান করে।
০ যা মানব সন্তানদেরকে নিরাপত্তা, শান্তি, ন্যায়-ইনছাফ, সাম্য ও মুক্তি, ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা ইত্যাদি উচ্চমানের মানবীয় গুণাবলীর নিশ্চয়তা দেয়।
০ যা মানব সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে মুক্তি দেয়
সেই একটি মাত্র কালিমা হল ঃ-

لا إلــه إلا اللّٰه

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) মাবুদ নেই"।

بسم الله الرحمن الرحيم

أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار

(٣٩:١٢)

"পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ?"

(সূরা ইউসূফঃ ৩৯)

হাদীসের পরিভাষাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হাদীসঃ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায়, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন ও তাঁর অবস্থার বিবরণ।

মারফুঃ কোন ছাহাবী রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম নিয়ে হাদীস বর্ণনা করলে তাকে হাদীসে 'মারফু' বলে।

মাওকুফঃ কোন ছাহাবী রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম না নিয়ে হাদীস বর্ণনা করলে কিংবা ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করলে তাকে হাদীসে 'মাওকুফ' বলে।

আহাদঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীসের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয়, তাকে 'আহাদ' বলে। আহাদ তিন প্রকার। যথাঃ মাশহুর, আযীয ও গরীব।

মাশহুরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়।

আযীযঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে দু'য়ে দাঁড়ায়।

গরীবঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে একে দাঁড়ায়।

মুতাওয়াতিরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সকল স্তরে এত বেশী যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস রচনা অসম্ভব মনে হয়, এরূপ হাদীসকে হাদীসে 'মুতাওয়াতির' বলে।

মাক্বুলঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সততা, তাকওয়া এবং আদালত সর্বজন স্বীকৃত হয়, তাকে 'মাক্বুল' বলে। হাদীসে মাক্বুল দুই প্রকার। যথাঃ সহীহ ও হাসান।

সহীহঃ যে হাদীস ধারাবাহিকভাবে সঠিক সংরক্ষন দ্বারা নির্ভরযোগ্য সনদে (সুত্র) বর্ণিত আছে এবং যাতে বিরল ও ক্রটিযুক্ত বর্ণনাকারী নেই, তাকে 'সহীহ' বলে।

হাসানঃ হাদীসে সহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমানিত হয়, তাহলে সেই হাদীসকে 'হাসান' বলে।

হাদীসে সহীহের স্তরসমূহঃ সহীহ হাদীসের সাতটি স্তর আছে।

প্রথমঃ যে হাদীসকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থঃ যে হাদীস বুখারী মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমঃ যে হাদীস শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠঃ যে হাদীস শুধু ইমাম মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমঃ যে হাদীসকে বুখারী-মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস সহীহ মনে করেন।

গায়রে মাক্বুল তথা যয়ীফঃ যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকে হাদীসে 'যয়ীফ' বলে।

মুআ'ল্লাকঃ যে হাদীসের এক বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায়, তাকে 'মুআল্লাক' বলে।

মুনক্বাতিঃ যে হাদীসের এক বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে, তাকে 'মুনক্বাতি' বলে।

মুরসালঃ যে হাদীসের রাবী সনদের শেষ ভাগ থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ তাবেয়ীর পরে ছাহাবীর নাম নেই, তাকে 'মুরসাল' বলে।

মু'দ্বালঃ যে হাদীসের দুই অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে মু'দ্বাল বলে।

মাওযুঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'মাওযু'(জ্বাল) বলে।

মাতরুকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তাকে 'মাতরুক' বলে।

মুনকারঃ যে হাদীসের রাবী ফাসেক, বেদাতপন্থী ইত্যাদি সেই হাদীসকে 'মুনকার' বলে।

হাদীস গ্রন্থ সমূহের শ্রেণীবিভাগ

আস্‌সিত্তাহঃ বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজা এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে 'কুতুবে সিত্তা' বলে।

জামিঃ যে হাদীস গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কীয় সকল বিষয় যথাঃ আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম, তাফসীর, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির বর্ণনা থাকে তাকে 'জামি' বলা হয়। যেমনঃ 'জামি তিরমিযী'।

সুনানঃ যে হাদীসগ্রন্থে শুধু শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করা হয়, তাকে 'সুনান' বলা হয়। যেমনঃ সুনানু আবু দাউদ।

মুস্‌নাদঃ যে হাদীস গ্রন্থে ছাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয় তাকে 'মুসনাদ' বলা হয়। যেমনঃ মুসনাদু ইমাম আহমদ।

মুস্‌তাখরাজঃ যে হাদীস গ্রন্থে কোন এক কিতাবের হাদীসসমূহ অন্যসুত্রে বর্ণনা করা হয়, তাকে 'মুস্তাখরাজ' বলা হয়। যেমনঃ মুস্তাখরাজুল ইসমাঈলী আলাল বুখারী।

মুস্‌তাদরাকঃ যে হাদীস গ্রন্থে কোন মুহাদ্দিসের অনুসৃত শর্ত মোতাবেক সে সব হাদীস একত্রিত করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে বাদ পড়ে গেছে, তাকে 'মুসতাদরাক' বলা হয়। যেমনঃ মুসতাদরাকে হাকেম।

আরবায়ীনঃ যে হাদীস গ্রন্থে চল্লিশটি হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। যেমনঃ আরবায়ীনে নববী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক মানব জাতির শিক্ষক ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং তাঁর পরিবার ও ছাহাবীগণের উপরও।

কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করলে বুঝে আসে যে, কিয়ামতের দিন মানুষের মুক্তি সঠিক ঈমান ও সৎ আমলের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। ঈমানের শাখা প্রশাখা সত্তুরের অধিক। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' অর্থাৎ ঈমানের ভিত্তি হল কালিমায়ে তাওহীদ। এই কালিমার দুটি অংশ রয়েছে। যথাঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'। প্রথম অংশের সারমর্ম হল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। এর চাহিদা হল, নির্ভেজাল তাওহীদ। যতক্ষণ মানুষ কুফর এবং শিরক মুক্ত হবে না ততক্ষণ নির্ভেজাল তাওহীদবাদী হতে পারবে না। অথচ তাওহীদই হল, মুক্তির জন্য প্রথম শর্ত। আর তাওহীদ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য তার তিন অংশ যথাঃ সত্ত্বাগত তাওহীদ, গুণাবলীর তাওহীদ এবং ইবাদতের তাওহীদ সব পাওয়া যেতে হবে। বিশেষ করে ইবাদতের তাওহীদ না হলে, তা কখনো গ্রহন যোগ্য হবে না। তাওহীদ তথা ঈমানের পরেই হল, সৎআমলের মর্যাদা। যদিও আখেরাতে মুক্তির জন্য নেক আমলের গুরুত্ব অনেক বেশী। তথাপি আকীদায়ে তাওহীদই হবে মুক্তির আসল মেরুদন্ড। কাজেই 'তাওহীদ' থাকলে হয়ত আমলের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা হয়ে যাবে। কিন্তু তাওহীদ না থেকে তার পরিবর্তে শিরকী আকীদা থাকলে, আসমান-জমিন সমান নেক আমলও কোন উপকারে আসবে না। বরং তার সব আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাকে কষ্টদায়ক শাস্তিও দেয়া হবে, আর কেউ তার জন্য সাহায্য বা সুপারিশও করতে পারবে না। এমনকি শিরক নিষ্পাপ নবীগণের আমলও ধ্বংস করে দিবে। রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার কর না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয়, কিংবা জালিয়ে দেয়া হয়। (মুসনাদু আহমদ।) অন্য হাদীসে তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ তাআ'লা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার পাপ ক্ষমা করেন যতক্ষণ বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যে পর্দা না হয়। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! পর্দা হওয়ার অর্থ কি? বললেনঃ পর্দার অর্থ হল, মৃত্যু পর্যন্ত শিরকে নিমজ্জিত থাকা। [মুসনাদু আহমদ।] তা হলে বুঝা গেল যে, শিরক এমন একটি পাপ যার পরিণতিতে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য।

তাওহীদ তথা একত্ববাদ এবং শিরক তথা অংশীদারিত্ব সম্পর্কে যথাযত জ্ঞান না থাকার কারণে আমাদের দেশের অনেক লোকেরা জেনে না জেনে প্রতিনিয়ত শিরকী কাজে লিপ্ত হচ্ছে। তারা ধারণা করছে যে, অনেক পূণ্যের আমল করছে, কিন্তু শিরকী আকীদা-বিশ্বাস ও পৌত্তলিক চিন্তা-ধারার কারণে তাদের সব আমল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

সৌদি আরব, রিয়াদে অবস্থিত বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী সাহেব কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহের আলোকে 'কিতাবুত্ তাওহীদ' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাতে তাওহীদের ফযীলত ও গুরুত্ব, তাওহীদের ব্যাখ্যা, আকীদায়ে তাওহীদের উপকারিতা, তাওহীদের প্রকারভেদ, কুরআন-সুন্নাহের দৃষ্টিতে তাওহীদ, শিরকের সংজ্ঞা ও পরিচয়, শিরকের কারণসমুহ, মুশরিকদের প্রমাণাদি ও তার পর্যালোচনা, শিরকের প্রকারভেদ এবং কুরআন-সুন্নাহের দৃষ্টিতে শিরক ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়া পুস্তকের প্রারম্ভে তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং শিরক সম্পর্কে তিনটি মুল্যবান পরিশিষ্ট যুগ করে পুস্তকের গুরুত্ব ও উপকারিতাকে অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পাঠ করা সকল বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে মনে করে লেখকের অনুরোধে বইটি বাংলা ভাষায় অনুদিত হল। আশা করি, সবাই এই পুস্তক দ্বারা উপকৃত হবেন। ইনশা আল্লাহ।

বাহরাইনে অবস্থানরত অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন জনাব ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ শাহজাহান সাহেব পুস্তকটির অনুবাদ, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন এবং পুস্তকে উল্লেখিত হাদীসসমূহের তাহকীক তথা শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই বাঁছাই করার জন্য গভীর প্রেরণা যুগিয়েছেন এবং অর্থায়নের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে উত্তম বদলা দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহ তাআ'লার দরবারে প্রার্থনা করি যেন পুস্তকটিকে লেখক, অনুবাদক, পাঠক, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আর্থিক সহযোগী ও প্রচারকারী সকলের জন্য দুনিয়াতে মঙ্গল ও আখেরাতে নাজাতের উসীলা করুন। আমীন।

বাহরাইন ঃ
১১/০৫/১৪২৬ হিজরী
১৮/০৬/২০০৫ ইংরেজী

বিনীত
কুরআন ও সুন্নাহের খাদেমঃ
মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী
ইমাম ও খতীব মসজিদ আলী
পোষ্ট বক্স নং 128, মানামা, বাহরাইন।
ফোন নং ঃ +973 39805926,

লেখকের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْاَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ، اَمَّا بَعْدُ !

সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি হলেন সারা বিশ্বের প্রতিপালক। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক আমানতদার রসূলের প্রতি। আর পরকালের সব পূণ্য পরহেযগার ব্যক্তিদের জন্য। *আম্মা বাদ!*

কিয়ামতের দিন মানুষের মুক্তি দু'টি বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। (১) ঈমান ও (২) সৎ আমল। ঈমান অর্থাৎ, আল্লাহর জাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ফেরেশতা ও কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। রসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ''ঈমানের শাখা প্রশাখা সত্তুরের অধিক। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'' [সহীহ বুখারী] অর্থাৎ ঈমানের ভিত্তি হল কালিমায়ে তাওহীদ। সৎআমল অর্থাৎ সে সকল আমল, যা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক হয়। নিসন্দেহে আখেরাতে মুক্তির জন্য সৎকাজ সমূহের গুরুত্ব অনেক বেশী। কিন্তু আকীদায়ে তাওহীদ ও সৎকাজসমূহ এতদুভয়ের মধ্যে আক্বীদায়ে তাওহীদের গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী।

কিয়ামতের দিন 'তাওহীদ' তথা ঈমান থাকার শর্তে আমলের ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি সমূহ ক্ষমা হতে পারে। কিন্তু যদি আকীদার মধ্যে কোন ভেজাল [বিশেষ করে শিরকযুক্ত আকীদা] থাকে, তাহলে আসমান ও জমিন সমান নেক আমলও কোন উপকারে আসবে না। সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ কাফেররা যদি পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ ছদকা করে তাও ঈমান আনা ব্যতীত আল্লাহর কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তাআ'লা ইরাশাদ করেছেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّ لَوِ افْتَدٰى بِهٖ اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّ مَالَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝ ﴾ (91:3)

''যদি পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তাওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহায্যকারী নেই। (সুরা আলে ঈমারানঃ ৯১।)

অর্থাৎ শুধু যে তাদের নেক আমল ধ্বংস হবে তা নয়, বরং কুফরী আকীদার কারণে তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তিও দেয়া হবে, আর কেউ তাদের জন্য সাহায্য বা সুপারিশও করতে পারবে না। সূরা আনআ'মে নবীগণের পবিত্র দল হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ) হযরত ইয়াকূব (আঃ), হযরত নূহ (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারুন (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত আল ইয়াসা (আঃ) হযরত ইউনূস (আঃ) এবং হযরত লূত (আঃ) এর কথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴾ وَ لَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ O﴿(88:6)

''যদি তাঁরাও শিরক্ করে তা হলে তাঁদের সব নেক আমলও নষ্ট হয়ে যাবে।'' [সূরা আনআ'মঃ ৮৮।]

শিরকরে নিন্দায় কুরআন মজীদের আরো কতিপয় আয়াত পড়ুনঃ

﴾ وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ O ﴿(65:39)

''আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক সাথে কাউকে শরীক করেন তবে আপনার কর্ম নিস্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের একজন হবেন। [সূরা ঝুমারঃ ৬৫]

﴾ فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ O﴿(213:26)

''অতএব আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকবেন না, নতুবা আপনাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।'' [সূরা শোআ'রাঃ২ ১৩]

উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় প্রিয় নবী সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সম্বোধন করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেনঃ আপনিও যদি শিরক করেন তাহলে আপনার সকল নেক আমলও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং অন্যান্যদের সাথে আপনাকেও শাস্তি দেয়া হবে।

সূরা মায়েদায় আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

﴾ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰهُ النَّارُ O ﴿(72:5)

''নিশ্চই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে তার উপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। [সূরা মায়েদাঃ ৭২।]

সূরা নিসার এক আয়াতে বলেছেনঃ

﴾ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ O ﴿ (116:4)

"নিশ্চই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে তার সাথে কাউকে শরীক করে, এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" [সূরা নিসাঃ ১১৬।]

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শিরক্ আল্লাহর কাছে অমার্জনীয় অপরাধ। শিরক ব্যতীত অন্য কোন পাপ এমন নেই যাকে আল্লাহ তাআ'লা অমার্জনীয় বলেছেন, বা যা করলে জান্নাত হারাম হবে বলেছেন।

সুরা তাওবাতে আল্লাহ তাআ'লা শিরক অবস্থায় যাদের মৃত্যু হয় তাদের জন্য ক্ষমার দুআ' করতে পর্যন্ত নিষেধ করেছেনঃ

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْا اُوْلِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○﴾(113:9)

"নবী ও মুমীনের উচিত নয় মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক, একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামী। [সূরা তাওবাঃ ১১৩।]

এখন শিরকের নিন্দা সম্পর্কীত কতিপয় হাদীস পেশ করছিঃ

১ - রাসুল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআ'য (রাঃ)কে দশটি উপদেশ দিয়েছিলেন। যার মধ্যে শীর্ষ উপদেশ ছিল এই যে, لاتشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার কর না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হোক কিংবা জালিয়ে দেয়া হোক।" (মুসনাদু আহমদ।)

২ - রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক। (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা। (২) জাদু করা। (৩) অন্যায়ভাবে হত্যা করা (৪) এতীমের মাল খাওয়া। (৫) সুদ খাওয়া (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৭) সাদাসিদে ঈমানদার নারীদের উপর অপবাদ দেয়া। -সহীহ মুসলিম।

৩ - রসুল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআ'লা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার পাপ ক্ষমা করেন যতক্ষণ বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যে পর্দা না হয়ে যায়। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! পর্দা হওয়ার অর্থ কি? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ পর্দার অর্থ হল, মৃত্যু পর্যন্ত শিরকে নিমজ্জিত থাকা। [মুসনাদু আহমদ।]

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা এই কথা অনুমান করা দুস্কর হয় না যে, শিরকই এমন একটি পাপ যার পরিণতিতে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য।

নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলঃ

১ - কিয়ামতের দিন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা আযরের জন্য সুপারিশ করবেন। তখন উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ إني حرمت الجنة على الكافرين

''আমি কাফেরদের জন্য জান্নাতকে হারাম করেছি। - (বুখারী।) - একথা বলে ইব্রাহীম (আঃ) এর সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হবে।

২ - রসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবুতালেবের কথা কারো অজানা নয়, তিনি নবীজীর নবুওয়াত লাভের পর থেকে প্রত্যেকটি সমস্যায় অত্যন্ত বীরত্ব ও স্থিরতার সহিত রাসুলুল্লাহর সহোযোগিতা করেছেন। মক্কার কুরাইশদের জুলুম অত্যাচার এবং সীমাহীন চাপের মুখে লৌহ প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আবুতালিবের ঘাঁটিতে বন্দী অবস্থায় ও রাসূলুল্লাহর পুরোপুরি সহযোগীতা করে গেছেন। আবুজাহল ও অন্যান্যরা যখন রাসুলুল্লাহকে হত্যা করার ইচ্ছা করল, তখন হাশেম গোত্র ও মুত্তালিব গোত্রের যুবকদেরকে একত্রিত করে হারাম শরীফে নিয়ে গেলেন এবং আবু জাহলকে খোলাখোলিভাবে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি সারা জীবন এমনিভাবে রাসুলুল্লাহর সহযোগীতা করেছেন। যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন সেই বছরকে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমুল হুযন' অর্থাৎ চিন্তার বৎসর আখ্যা দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক থাকা এবং ধর্মীয় বিষয়ে পুরোপুরি সহযোগীতা করা সত্ত্বেও শুধু ঈমান না আনার কারণে আবুতালেব জাহান্নামে চলে যাবে। -মুসলিম।

৩ - আব্দুল্লাহ ইবনু জুদআ'ন নামক এক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তিনি তো আত্মীয়তা রক্ষাকারী এবং মানুষদেরকে অন্ন দানকারী ব্যক্তি ছিলেন। তার এসকল নেক আমল কি কিয়ামতের দিন তার উপকারে আসবে? উত্তরে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না। কারণ সে জীবনে একবারও একথা বলে নি - ﴿رَبِّ اغْفِرْلِي خَطِيْئَتِي يَوْمَ الدِّيْنِ﴾। হে আমার প্রভূ! কিয়ামতের দিন আমার পাপ ক্ষমা করে দিন। মুসলিম। - অর্থাৎ আল্লাহর উপর তার ঈমান ছিল না এবং আখেরাতের উপরও ঈমান ছিল না। ফলে তার নেক আমলসমূহ কোন উপকারে আসে নি।

উক্ত বাস্তব ঘটনাগুলো থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'আকীদায়ে তাওহীদ' ব্যতীত নেক আমলসমূহ আল্লাহর কাছে সামান্যতম প্রতিদানের উপযোগীও হবে না।

পক্ষান্তরে 'আকীদায়ে তাওহীদ' কিয়ামতের দিন পাপ মার্জনা ও আল্লাহর ক্ষমার কারণ হবে। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কে স্বীকার করবে এবং তার উপর তার মৃত্যু হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, যদি সে ব্যভিচার ও চুরিতে লিপ্ত হয়? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদিও সে ব্যভিচার করে বা চুরিতে লিপ্ত হয়। (মুসলিম)। একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ হে আদম সন্তান! যদি তুমি জমিন

পরিমাণ পাপও করে আস কিন্তু এমন অবস্থায় আস যে, আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার কর না, তা হলে আমি তোমাকে পৃথিবী সমান ক্ষমা দিয়ে দিব। (তিরমিযী।)

কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে উপস্থিহ হবে। তার নিরান্নব্বইটি দফতর পাপে পূর্ণ থাকবে। সে স্বীয় পাপের কারণে নিরাশ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ আজকে কারো উপর কোন অন্যায় হবে না। তোমার একটি নেকী আমার কাছে আছে সুতরাং তুমি 'মীযানের' স্থানে যাও। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তার পাপসমূহ এক পাল্লায় রাখা হবে এং নেকীটি অন্য পাল্লায় রাখা হবে। অতঃপর তার সেই একটি নেকী সকল পাপের উপর ভারী হবে। সেই নেকী টি হলঃ أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله (তিরমিযী।)

এক বৃদ্ধ লোক রসূল করীম রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সারা জীবন পাপে কেটেছে, এমন কোন পাপ নেই যা আমি করি নি। যদি আমার পাপ পৃথিবী বাসীকে ভাগ করে দেয়া হয় তা হলে সবাইকে ডুবিয়ে ফেলবে। আমার জন্য তাওবার কোন উপায় আছে কি? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছো? সে বললঃ أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যাও আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পাপকে পূণ্যে পরিবর্তনকারী, সে আরয করল, আমার কি সকল পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ তোমার সকল পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে। [ইবনু কাছীর।]

চিন্তা করুন, এদিকে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আপন চাচা, যিনি সারা জীবন তাঁর সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও আকীদায়ে তাওহীদের উপর ঈমান না থাকার কারণে জাহান্নামবাসী হল, অন্য দিকে একজন অপরিচিত ব্যক্তি, যার সাথে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, আবার সে পাপী হওয়ার কথাও স্বীকার করছে, তদুপরি সে আকীদায়ে তাওহীদের উপর ঈমান রাখার কারণে জান্নাতবাসী হল। এসকল কথা থেকে স্পষ্ট হয় যে, কিয়ামতের দিন মুক্তির আসল মেরূদন্ড হবে আকীদা। যদি আকীদা কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক নির্ভেজাল তাওহীদের উপর ভিত্তি হয়, তা হলে সকল নেক আমল প্রতিদানের উপযোগী হবে। কিন্তু যদি আকীদায়ে তাওহীদের স্তরে শিরকের উপর ভিত্তি হয়, তা হলে পৃথিবী সমান নেক আমলও অগ্রাহ্য হবে।

আকীদায়ে তাওহীদের ব্যাখ্যা

'তাওহীদ' শব্দটি "وحد" থেকে উৎপত্তি। وحدة বা وحد এর অর্থ হল একত্ব ও অসাদৃশ্য। 'ওয়াহীদ' কিংবা 'ওহাদ' সেই সত্ত্বাকে বলা হয়, যিনি স্বীয় সত্ত্বা ও গুণাবলীতে একক ও অসাদৃশ। وحد শব্দে و এর পরিবর্তে الف রাখা হয়েছে। ফলে

"احـد" হয়েছে। এই শব্দটি সূরা ইখলাছে আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে একক ও অসাদৃশ এবং অন্য কেউ তার শরীক নেই।

তাওহীদের প্রকারভেদঃ

তাওহীদ তিন প্রকার। যথাঃ (১) তাওহীদে যাত তথা সত্ত্বাগত তাওহীদ (২) তাওহীদে ইবাদত তথা ইবাদতের তাওহীদ (৩) তাওহীদে ছিফাত তথা গুণাবলীর তাওহীদ।

নিম্নে তিন প্রকারের তাওহীদের আলাদা ভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হলঃ

(১) তাওহীদে যাত তথা সত্ত্বাগত তাওহীদ

তাওহীদে যাত তথা সত্ত্বাগত তাওহীদ হল, আল্লাহ তাআ'লাকে তাঁর সত্ত্বার মধ্যে একক, অসাদৃশ ও অদ্বিতীয় বলে মানা। তাঁর স্ত্রী নেই সন্তান নেই, মাতা-পিতা নেই, কেউ তাঁর অংশ নয় এবং তিনিও কারো অংশ নন।

ইহুদীরা হযরত উযাইর (আঃ) কে আল্লাহর ছেলে মনে করত আর খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর ছেলে মনে করে। আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মজীদে উভয় সম্প্রদায়ের বাতিল বিশ্বাসকে খন্ডন করেছেন এভাবে-

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصَارٰى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○﴾(30:9)

ইহুদীরা বলে ওযাইর আল্লার পুত্র এবং খৃষ্টানরা বলে মসীহ (ঈসা) আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। এরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে। [সূরা তাওবাঃ ৩০।]

মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে মনে করত। আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মজীদে তাদের এই বাতিল আকীদাকেও খন্ডন করেছেন এবং বলেছেনঃ

﴿ وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوْا لَهُ بَنِيْنَ وَ بَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ○﴾(100:6)

''তারা আল্লাহর জ্বিনদেরকে অংশীদার স্থির করে অথচ তাদেরকের তিনি সৃষ্টি করেছেন। তারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর জন্যে পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি তাদের এহেন বর্ণনা থেকে পবিত্র ও সমুন্নত। [সূরা আনআমঃ ১০০।]

কোন কোন মুশরিক আল্লাহর সৃষ্টি যথাঃ ফেরেশতা, জ্বিন অথবা মানুষদের মধ্যে আল্লাহর সত্ত্বাকে বিদ্যমান মনে করে (এরূপ আকীদাকে আকীদায়ে হুলুল বলে) আবার

অন্য কেউ সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আল্লাহকে বিদ্যমান মনে করে (এটাকে সর্বেশ্বরবাদ বলে)। আল্লাহ তাআ'লা এ সকল বাতিল আকীদাকে নিম্ন আয়াতে খন্ডন করেছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

﴿ وَجَعَلُوْا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ○ ﴾(15:43)

''তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহর অংশ স্থির করেছে। বাস্তবিক মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। (যুখরুফঃ ১৫)।

এসকল আয়াত থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআ'লার কোন বংশ-পরিবার নেই। তার স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, পিতা নেই, মাতা নেই, আল্লাহর সত্ত্বা সৃষ্টির কোন (প্রাণী-অপ্রাণী) বস্তুতে বিদ্যমানও নয়। আবার কোন বস্তুর অংশও নন। আবার সৃষ্টি জগতের কোন বস্তুও আল্লাহর মধ্যে নেই কিংবা আল্লাহর অংশও নয়। আল্লাহর নূর দ্বারা কাউকে সৃষ্টি করা হয়নি বা তাঁর নূরের অংশও নয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার মুশরিকদেরকে এক অদ্বিতীয় সত্ত্বার প্রতি আহবান করলেন তখন তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনি যে সত্ত্বার প্রতি আহবান করছেন তার বংশ পরিচয় কি? তিনি কি দিয়ে সৃষ্টি? কি খান? কি পান করেন? তিনি কার থেকে উত্তরাধিকার পেলেন? তাঁর উত্তরাধিকারী কে? এসকল প্রশ্নের উত্তরে সূরা ইখলাছ অবতীর্ণ হলঃ

﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ○ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○ ﴾

(4-1:112)

''বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। [সূরা ইখলাসঃ ১-৪।]

তাওহীদে যাত সম্পর্কে এটাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর যাত আরশে মুআ'ল্লাতে আছে। যা কুরআন মজীদ ও হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত। তাঁর শক্তি ও জ্ঞান সব কিছুকে আয়ত্ত্ব করে আছে। এই আকীদার বিপরীতে কাউকে আল্লাহর ছেলে কিংবা মেয়ে মনে করা। অথবা কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর যাতের অংশ মনে করা এবং আল্লাহর যাতকে প্রত্যেক স্থানে ও প্রত্যেক বস্তুতে মনে করা শিরক ফিয্ যাত তথা আল্লাহর সত্ত্বার মধ্যে কাউকে শরীক করা হয়ে যাবে।

২- তাওহীদে ইবাদত

তাওহীদে ইবাদত হল, সব রকমের ইবাদতকে শুধু আল্লাহর জন্য বিশেষ করে দেয়া আর অন্য কাউকে তাতে শরীক না করা। কুরআন মজীদে 'ইবাদত' শব্দটি দুটি ভিন্ন অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথমঃ উপাসনা করা। যেমন নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছেঃ

﴿ لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ ﴾ (38:41)

''সূর্য ও চন্দ্রকে সেজদা কর না। বরং তাঁকেই সেজদা কর যিনি এ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপাসনাকারী হয়ে থাক।'' [সূরা হামীম, সাজদাঃ ৩৭।]

দ্বিতীয়ঃ আনুগত্য ও অনুসরন করা। যেমন নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছেঃ

﴿ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِىْ آدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ ﴾ (60:36)

''হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে হিদায়েত করি নি যে, শয়তানের ইবাদত কর না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [সূরা ইয়াসীনঃ ৬০।]

প্রথম অর্থ অর্থাৎ উপাসনা হিসেবে তাওহীদে ইবাদতের অর্থ হল, প্রত্যেক ইবাদত যেমন ছালাত, ছালাতের মত দন্ডায়মান হওয়া, রুকু করা, সাজদা করা, মান্নত করা, ছাদকা-খায়রাত করা, কুরবানী করা, তাওয়াফ করা, ই'তিকাফ করা, দুআ' করা, অদৃশ্যকে ডাকা, ফরিয়াদ করা, সাহায্য প্রার্থনা করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা, সন্তুষ্টি কামনা করা, ভরসা করা, ভয় করা এবং ভালবাসা ইত্যাদি। ([১]) -এসব কিছুকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য খালেছ করে দেয়া। ইবাদতের এসকল বিষয়ে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। এগুলোর কোন একটিও যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্যে করা হয়, তা হলে শিরক ফিল ইবাদত অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে অংশীদার করা হবে।

দ্বিতীয় অর্থ, অর্থাৎ আনুগত্য হিসেবে তাওহীদে ইবাদতের অর্থ হবে জীবনের সকল ব্যাপারে শুধুমাত্র আল্লাহর বিধানাবলীরই আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহর আদেশ ও বিধান ছেড়ে অন্য কারো আনুগত্য করা যথাঃ স্বয়ং নিজে, বাপ-দাদা, ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা, শয়তান এবং তাগুত ইত্যাদির আনুগত্য করাকে শিরক ফিল ইবাদত বলে। যেমন আল্লাহর উপাসনার ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরীক করা শিরক। সূরা ফুরকানে ইরশাদ হয়েছেঃ (43:25)﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ ۝ ﴾ 'তোমরা কি সেই লোকের অবস্থা বিনস্ত করে দেখেছ যে স্বীয় মনস্কামনাকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে।

---

[১] আল্লাহ তাআ'লার মহব্বত ব্যতীত অনেক কিছুর ভালবাসা অন্তরে থাকা স্বাভাবিক। যেমন, পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্নীয় স্বজন, ধন-সম্পদ, পদ মর্যাদা ইত্যাদি। এখানে উদ্দেশ্য হল, এ সকল বস্তুর ভালবাসা যেন আল্লাহর প্রতি ভালবাসার চেয়ে বেশী না হয়। তদ্রূপ আর আল্লাহর ভয় ব্যতীত আরো অনেক ভয় অন্তরে হওয়া স্বাভাবিক। যেমনঃ রোগ, মৃত্যু, কাজ-কারবার, শত্রু ইত্যাদি। কিন্তু যেহেতু এসকল ভয়ের কারণ বাহিক, তাই এতে পতিত হওয়া শিরক হবে না। তবে বাহিক কোন কারণ ব্যতীত আল্লাহর পরিবর্তে কোন দেবী, দেবতা ভূত, প্রেত, জ্বিন অথবা মৃত বুজুর্গদের ভয় মানুষকে মুশরিকে পরিণত করে।

[সূরা ফুরকানঃ ৪৩।] এই আয়াতে স্পষ্টভাবে নফসের আনুগত্য করাকে 'ইলাহ' বানান বলা হয়েছে যা হল শিরক। ([1])

(২) সূরা আনআ'মের এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেনঃ

﴿ وَ اِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَ اِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۝ ﴾

(121:6)

''নিসন্দেহে শয়তান তার সাথীদের অন্তরে সংশয় ও সন্দেহের সৃষ্টি করে থাকে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করে। যদি তোমরা তাদের অনুগত্য কর তাহলে তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হবে। [সূরা আনআ'মঃ ১২১]

উক্ত আয়াতে শয়তানের আনুগত্যকে স্পষ্ট ভাষায় শিরক বলা হল। সূরা মায়েদাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ ﴾ (44:5)

''যারা আল্লাহর নাযিল কৃত বিধানমতে মীমাংসা করবে না তারা কাফের। [সূরা মায়েদাঃ ৪৪।]

সূরা মায়েদার আয়াত নং ৪৫, এবং ৪৭ এর মধ্যে আল্লাহ তাআ'লার বিধান মোতাবেক যারা ফয়সালা করে না তাদেরকে যালিম ও ফাসিক বলা হয়েছে। যেন আল্লাহর বিধান মতে যারা মীমাংসা করে না তারা মুশরিক, কাফির, ফাসিক এবং যালিম।

ইবাদতের উভয় অর্থ সামনে রাখলে, তাওহীদে ইবাদতের অর্থ এই দাড়াঁয় যে, প্রত্যেক রকমের ইবাদতের নিয়ম যথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ছদক্বা, রুকু সাজদা, মান্নত, তাওয়াফ ইতিকাফ, দুআ' ও প্রার্থনা, সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ, আনুগত্য ও দাসত্ব এবং আদেশ পালন ইত্যাদি শুধু মাত্র আল্লাহরই জন্যে, এ সকল বিষয়ের কোন একটিতেও আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা হবে 'শিরক ফিল্ ইবাদত'।

৩ - তাওহীদে ছিফাত

তাওহীদে ছিফাত অর্থাৎ গুণাবলীর তাওহীদ হল, আল্লাহর যে সকল গুণাবলী কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত আছে সে গুলোকে স্বীকার করা এবং সে গুলোতে তাঁকে একক ও লা শরীক মনে করা। আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী এত অগণিত যে, মানুষের জন্য তা গণনা করা অসম্ভবই নয় বরং কল্পনার বাইরে।

---

[1] মনে রাখবেন, মানব চাহিদার বশবর্তী হয়ে পাপ করাকে শিরক বলা হয় না বরং 'ফিসক' বলা হয়। যা নেক আমল কিংবা তাওবা করার কারণে মাফ হয়ে যায়।

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

﴿ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ ﴾ (109:18)

''হে নবী, আপনি বলুন, যদি সমুদ্র আমার প্রতিপালকের কালেমাত লেখার জন্য কালি হয়ে যায়, তা সব শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার প্রতিপালকের কালেমাত শেষ হবে না, বরং এরূপ আরো কালি নিয়ে আসলেও শেষ হবে না। [সূরা কাহাফঃ ১০৯।]

সুরা লুকমানে ইরশাদ হয়েছেঃ

﴿ وَ لَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ ۝ ﴾ (27:31)

'জমিতে যত গাছ-পালা রয়েছে যদি তা সব কলমে পরিণত হয় এবং সমুদ্র কালি হয়ে যায় আর যদি তাকে সাত সমুদ্রের পানি দ্বারা সহযোগিতা করা হয়, তা হলেও আল্লাহর কালেমাত শেষ হবে না। [সূরা লুকমানঃ ২৭।]

উক্ত দুই আয়াতে 'কালিমাতুল্লাহ' এর অর্থ হল, আল্লাহর গুণাবলী। এ সকল আয়াতের ব্যাপারে আশ্চার্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই যে, সত্যি কি আল্লাহর গুণাবলী এতই বেশী যে পৃথিবীর সকল গাছ-পালা কলম হয়ে গেলে এবং সকল সমুদ্র কালি হলেও আল্লাহর গুণাবলী লিখে শেষ করা যাবে না।

আমরা এখানে উদাহরণ স্বরূপ একটি মাত্র গুণের কথা বলব, এর উপর অন্য সব গুণকে আন্দাজ করে বুঝতে পারবেন যে, কুরআনের ভাষ্যগুলি কতইনা বাস্তব। আল্লাহ আআ'লার একটি গুণ হল 'سميع' 'সামিউন' অর্থাৎ সর্বদা শ্রবণকারী। একটু চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তাআ'লা শুধু কয়েক দিন, কয়েক মাস এবং কয়েক বৎসর ধরে যে শুনতে পাচ্ছেন তা নয় বরং সহস্র বছর ধরে একই সময়ে হাজার নয়, লক্ষ নয়, বরং কোটি কোটি অগণিত মানুষের প্রার্থনা, ফরিয়াদ এবং মোনাজাত ও কথোপকথন শুনছেন। বান্দাদের দুআ' ও প্রার্থনা শুনা এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন মীমাংসা দেয়ার বেলায় আল্লাহ তাআ'লাকে কোন রকমের কোন অসুবিধা পোহাতে হয় নি, কোন দিন ক্লেশ ও ভোগ করতে হয় নি। হজ্জের মৌসুমে আরাফার ময়দানের দৃশ্যটা একটু ভেবে দেখুন, যেখানে একই সময় ১৫ থেকে বিশ লক্ষ লোক প্রতিনিয়ত স্বীয় সৃষ্টি কর্তার কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ এবং কান্না ও আহাযারীতে মগ্ন থাকে, আর আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেকের ফরিয়াদ শুনেন, প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব থেকেই জ্ঞাত থাকেন এবং প্রত্যেকের অন্তরের ভেদ জানেন তার পর স্বীয় প্রজ্ঞা ও সুবিধানুসারে প্রত্যেকের ব্যাপারে পৃথক পৃথক মীমাংসা দিয়ে থাকেন। এতে কোন রকমের ভুল-ত্রুটি হয় না বা কারো সাথে অন্যায় অত্যাচারও হয় না এবং কোন অসুবিধা বা

দুস্কর পরিস্থিতির সম্মুখীনও হতে হয় না। আবার একই সময়ে আল্লাহ তাআ'লা ময়দানে আরাফাতে অবস্থানরত হাজী ব্যতীত পৃথিবীর সর্বস্থানের অগণিত মানুষের ফরিয়াদ ও শুনতে থাকেন। এসব কিছু তো শুধু মানুষ সম্পর্কে বললাম। এরূপ অবস্থা জীনদের সাথেও হয়। জিনেরা ও মানুষের ন্যায় আল্লাহর ইবাদতের জন্য আদিষ্ট হয়ে থাকে। না জানি কত জ্বিন একই সাথে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদে রত থাকেন, যাদের সবাইর ফরিয়াদ আল্লাহ তাআ'লা শুনেন এবং তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন। মানব ও জ্বীন ব্যতীত আল্লাহর আর এক সৃষ্টি হল 'মালায়িকা' তথা ফেরেশতা। এরা সদা সর্বদা আল্লাহর তাসবীহ, তাহলীল ও প্রশংসার কাজে মগ্ন থাকেন। তাও আল্লাহ তাআ'লা শুনেন।

জীন মানব ও ফেরেশতা ব্যতীত স্থলভাগে বসবাসকারী এমন হাজারো আল্লাহর সৃষ্টি রয়েছে যাদের সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। তারা সবাই আল্লাহর তাসবীহ-তাহলীল ও প্রশংসাবাদে সদা মত্ত থাকে। এসব কিছু আল্লাহ তাআ'লা শুনতে থাকেন। এমনিভাবে সমুদ্রে বসবাসকারী এবং আকাশে উড়ন্ত অগণিত সৃষ্টি তাঁর প্রশংসায় মশগুল থাকে। আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র সত্ত্বা এসব কিছুর ফরিয়াদ ও প্রার্থনাও শুনেন।

জীবিত সৃষ্টি ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য বস্তু যথাঃ পাথর, গাছ, সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্র, জমিন ও আসমান এবং পাহাড়-পর্বত এমনকি বিশ্বের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর তাসবীহ, তাহলীল ও প্রশংসাবাদে মত্ত থাকে। যা সব আল্লাহ তাআ'লা শুনেন। বলা হয় যে, আমাদের এই পৃথিবী ব্যতীত বিশ্বে আরো অনেক পৃথিবী রয়েছে তাতেও বসবাস করে আল্লাহর অগণিত সৃষ্টি। যদি এটি সত্য হয়, তাহলে আল্লাহ তাআ'লা তাদের কথা-বার্তা ও শুনছেন।

একটু চিন্তা করুন, এত অগণিত জীব ও জড় সৃষ্টির দুআ', ফরিয়াদ, তাসবীহ-তাহমীদ ও পবিত্র বর্ণনা আল্লাহ তাআ'লা একই সাথে শুনেন। আবার এই শুনা তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না এবং অন্যান্য কাজ থেকে গাফেল ও রাখতে পারে না। এমনিভাবে বিশ্ব পরিচালনা নীতিতেও কেনা বিঘ্ন ঘটে না।

سبحان الله وبحمد وسبحان الله العظيم

মোদ্দা কথা হল, আল্লাহ তাআ'লার একটি গুণ 'সামিউন' এর অই অবস্থা যে, তাকে যথাযথ বুঝা তো দুরের কথা তা ধারণা করাও অসম্ভব। এই একটি গুণের উপর আল্লাহ তাআ'লার অন্যান্য গুণাবলীকে আন্দাজ করা যেতে পারে। যেমন, মালিকুল মুলক, খালিক, রাযেক, মুসাওয়ির, আযীয, মুতাকাব্বির, বসীর, খবীর, আ'লীম, হাকীম, রাহীম, কারীম, আযীম, ক্বাইয়ুম, গাফুর, রাহমান, কাবীর, ক্বাওয়ী, মুজীব, রাক্বীব, হামীদ, ছামাদ, ক্বাদির, আওয়ালু, আখির, তাওয়াব, রাউফ, গানী, যুলজালালি ওয়াল ইকরাম

ইত্যাদি। তারপর সূরা কাহাফ এবং সুরা লুকমানের উপরোল্লেখিত আয়াত দু'টি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন যে, আল্লাহ তাআ'লা কি সত্য কথাটি বলেছেন। আল্লাহ তাআ'লার এসকল গুণের যে কোন একটিতে অন্য কাউকে শরীক মনে করাকে 'শিরক ফিছ্ ছিফাত' বলা হয়।

আক্বীদায়ে তাওহীদ মানুষের জন্য সব চেয়ে বড় রহমত

কুরআন মজীদে কালিমায়ে ত্বায়্যেবার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে এমন এক বৃক্ষের সাথে যার মূলসমূহ জমিনের গভীরে এবং শাখা প্রশাখা আসমানের উপরে । আর যে গাছ অনবরত ফল-ফুল দিতে থাকে। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

﴿ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ○ تُؤْتِىْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ﴾(25-24:14)

''আপনি কি লক্ষ্য করেন না আল্লাহ কেমন উপমা বর্ণণা করেছেন। পবিত্র বাক্য হল পবিত্র বৃক্ষের মত, তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। [সূরা ঈব্রাহীমঃ ২৪ ও ২৫।]

কালিমায়ে ত্বায়্যেবার দৃষ্টান্ত থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হলঃ

(১) এই বৃক্ষের মুল খুব শক্ত। সময়ের শক্তিশালী ঝড়-তুফান এবং ভুমিকম্পও তার মুলকে উঠাতে পারে না।

(২) কালিমায়ে ত্বায়্যেবার বৃক্ষ লালন-পালন হিসেবেও নজীর বিহীন। কালিমা ত্বায়্যেবা এমন এক বিশ্বব্যাপী সত্য, যা পৃথিবীর বিন্দু বিন্দু থেকে সহযোগিতা পেয়ে থাকে, এর রাস্তায় কোন প্রতিবন্ধকতা আসে না। অতএব তা প্রকৃতিগত লালন-পালন হিসেবে আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কথাটি এক হাদীসে এভাবেই বলেছেনঃ যখন মানুষ সত্য অন্তরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্বীকার করবে, তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং তা আল্লাহর আরশের দিকে যেতে থাকে। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল কবীরা গুণাহ থেকে বাঁচতে হবে। (তিরমিযী)।

(৩) কালিমায়ে ত্বায়্যেবার বৃক্ষ তার ফল-মূল হিসেবে এতই বরকতপূর্ণ ও উপকারী যে, এখানে কখনো বসন্ত আসে না। এর উপকারের ধারাবাহিকতা কখনো বন্ধ হয় না, বরং যেই জমিতে (অন্তরে) এটি দানা বেঁধে যায় তাকে সব সময় উত্তম ফল-মূলে ভরে দেয়। নিঃসন্দেহে 'কালিমা তাওহীদ' নিজের মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের জন্য অনেক উপকারিতা বহন করে। এই হিসেবে এই আকীদা মানবের জন্য আল্লাহর সব চেয়ে বড় রহমত।

নিম্নে আকীদায়ে তাওহীদের কতিপয় বরকতের কথা উল্লেখ করছিঃ-

(১) স্থিরতা, স্থিতিশীলতা ও অটল থাকাঃ

তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে ঈমানদারদের স্থিরতা, দৃঢ়তা ও অটল থাকার কতিপয় কাহিনী শুনুনঃ

(ক) হযরত বেলাল (রাঃ) ছিলেন, উমাইয়া ইবনু খালাফ জুমাহীর কৃতদাস। দুপুরের রোদ যখন উত্তপ্ত হত, তখন মক্কার কাফিররা পাথর ও কংকরময় জমিনে তাঁকে চিত করে শুইয়ে তাঁর বক্ষের উপর ভারী পাথর রেখে দিয়ে বলত তুমি এভাবে পড়ে থাক। হয় মুহাম্মদের (রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে কুফরী করবে, না হয় তুমি মরবে। কিন্তু হযরত বেলাল (রাঃ) তখনও বলতেনঃ আহাদ, আহাদ।

(খ) হযরত খাব্বাব ইবনু আরত (রাঃ) খুযাআ গোত্রের উম্মে আনমার নামক এক মহিলার কৃতদাস ছিলেন। তাঁকে অনেকবার জলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে বুকের উপর পাথর রাখা হয়েছে, যেন তিনি উঠতে না পারেন। কিন্তু ইসলামের প্রতি আত্মসমর্পনকারী সেই বীর পুরুষ এরূপ নৃশংস অত্যাচারের পরেও নিজের দ্বীন ও ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

(গ) এক প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা হযরত সুমাইয়া বিনতে খাব্বাব (রাঃ) কে লোহার পোষাক পরিয়ে দিয়ে উত্তপ্ত রোদে জমিতে শুইয়ে দেয়া হত এবং বলা হত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ধর্মকে অস্বীকার কর। হযরত সুমাইয়া (রাঃ) এসব অত্যাচারের ফলে স্বীয় পরওয়ারদিগারের কাছে নিজের জান সপে দিলেন। কিন্তু সত্য রাস্তা থেকে ক্ষণিকের জন্যও সরে যান নি।

(ঘ) হযরত হাবীব ইবনু যায়েদ (রাঃ) সফরকালে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মুসায়লামা কাযযাবের হাতে পড়ে যান। মুসায়লামা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছাহাবী হযরত হাবীবের (রাঃ) শরীরের এক একটি করে জোড়া কাটতেছিল এবং বলতেছিল আমাকে রাসূল হিসেবে স্বীকার কর। এদিকে হযরত হাবীব (রাঃ) অস্বীকার করে যাচ্ছিলেন। এমনকি এক এক করে তাঁর শরীরকে টুকরা টুকরা করা হলো। কিন্তু ধৈর্য্য ও স্থিতিশীলতার সেই মর্দে মুজাহিদ পাহাড়ের মত নিজের ঈমানের উপর জমে রইলেন।

ইসলামী ইতিহাসের উল্লেখিত কতিপয় ঘটনা শুধু মাত্র উদাহরণ স্বরূপ এখানে উল্লেখ করা হল। অথচ বাস্তব কথা হল, ইসলামী ইতিহাসের কোন যুগ এরূপ ঘটনাবলী থেকে খালী নেই। ইতিহাসের ছাত্রবৃন্দের জন্য এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈমানদারেরা এরূপ বর্ণনাতীত ও ধারণাতীত অত্যাচারের মোকাবেলায় যে আশ্চার্য

স্থিরতা ও দৃঢ়তার প্রমাণ পেশ করতে পেরেছেন, তার আসল রহস্য কি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মজীদে দিয়েছেনঃ

﴿"يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخــــرة"﴾. [١٤: ٢٧]

''আল্লাহ তাআ'লা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন, পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। [সুরা ইব্রাহীমঃ ২৭।]

বলতে গেলে তাওহীদি বিশ্বাসেরই বরকত যে, বাতিল আকীদা ও চিন্তা ধারার তুফান হোক, বা দুঃখ-দুর্দশার ঝড়- ঝন্টা, স্বৈরাচারী শাসকের নীপিড়ন হোক বা তাগুতী শক্তির অত্যাচার। মোটকথা, কোন কিছুই তাওহীদের দৃঢ়তায় কোন ধরণের পদস্খলন আনতে পারে না।

উক্ত আয়াত ইহ জীবনের সাথে সাথে আখেরাতেও তাওহীদবাদীদের দৃঢ়তার সুসংবাদ দিচ্ছে। এস্থানে আখেরাত অর্থ কবর। যেমন বুখারী শরীফের একটি হাদীসে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনেঃ যখন মুমিনকে কবরে বসানো হবে তখন তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হবে। তখন মুমিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এর সাক্ষ্য দান করবে। কুরআনের উক্ত আয়াতের অর্থ এটিই।

মোটকথা, কবরে মুনকার-নকীরের প্রশ্নের উত্তরে স্থিরতাও এই তাওহীদি আকীদার বরকতে অর্জিত হবে।

(২) আত্মসম্মান রক্ষা ও স্বকীয়তা বজায় রাখা

শিরক মানুষকে অগণিত ধারণা ও অবাস্তব খেয়ালী শক্তির আশঙ্কায় পতিত করে। দেবী, দেবতার ভয়, বিভিন্ন শক্তির উৎসের ভয়, শাসকের ভয় ইত্যাদি। এরূপ ভয়-আশঙ্কার দরূণ মানুষ এমন নৈতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়ে পতিত হয় যা থেকে মানবতা আত্মগোপন করতে চায়। পক্ষান্তরে আকীদায়ে তাওহীদ মানুষকে এসকল বাতিল ধ্যান-ধারণা ও খেয়ালী শক্তির আশঙ্কামুক্ত করে আত্মা ও শরীরকে স্বাধীন শক্তি সঞ্চয় করে দেয়। আর মানুষের মধ্যে আত্মসম্মান রক্ষা ও মানবাতার সম্মান রক্ষাবোধ সৃষ্টি করে। প্রতি নিয়ত তাঁকে (ولقد كرمنا بني آدم) [আমি মানব সন্তানকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি] এবং (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويـــم) [আমি মানবকে উত্তম কাঠামোতে সৃষ্টি করেছি] - আল্লাহর বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এই তাওহীদি আকীদা মানুষকে আত্মবোধের উচ্চ শিখরে পৌছিয়ে দেয়। হাকীমুল উম্মত আল্লামা ইকবাল এই কথার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর কাব্যে। তিনি বলেনঃ

নিজকে চেনার গোপন ভেদ হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

নিজকে চেনাই হল খোলা তলোয়ার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

(৩) আকীদায়ে তাওহীদ মানুষকে এই ধারণা দিয়ে থাকে যে, সকল সৃষ্টির স্রষ্টা রিযিকদাতা এবং মালিক একমাত্র আল্লাহই। তিনি আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সব মানুষকে তাঁর থেকে সৃষ্টি করেছেন। কেউ পূর্বে হোক বা পশ্চিমে, আমেরিকায় হোক বা আফ্রিকায়, কাল হোক বা ফর্সা, সাদা হোক বা লাল, আরবী হোক বা অনারবী সবাই এক আদমের সন্তান। সবার অধিকার সমান। সবার মান সম্মান এক। কেউ যেন অন্যকে নিজের করতলগত মনে না করে। কেউ যেন অন্যকে নিজের দাস মনে না করে। কেউ যেন অন্যের উপর অত্যাচার না করে। কেউ যেন অন্যকে ছোট মনে না করে। কেউ যেন অন্যের অধিকার খর্ব না করে, সবাই একই স্তরের মানুষ। কাজেই সবাই শুধু একই উপাস্যের সামনে মাথানত করবে, শুধু একই সত্ত্বার আদেশ ও শাসনের সামনে আত্মসমর্পন করবে, শুধু একই সত্ত্বার দাস ও গোলাম হয়ে থাকবে। আকীদায়ে তাওহীদের এই মহান শিক্ষা মুসলিম সমাজে জাত, দাসত্ব ও অধীনত্ব, অত্যাচার ও শোষন তুচ্ছ মনে করা ও নিন্দা করা ইত্যাদি নেতিবাচক চরিত্রের মুলোচ্ছেদ করে ভালবাসা ও ভ্রতৃত্ব, নিষ্ঠা ও সহায়তা, নিরাপত্তা ও শান্তি এবং সাম্য ও ন্যায় ইত্যাদি উচ্চ চরিত্র মুসলিম সমাজে প্রচলিত করেছে।

(৪) আত্মার প্রশান্তি

শিরক বিশ্বের সবচেয়ে বড় মিথ্যা মানুষের চতুর্পার্শ্বে কোটি কোটি এমন স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রামাণ আছে যা শিরককে খন্ডন করে। একারণেই মুশরিকের চিন্তাভাবনা ও বাস্তব জগতে আকাশ-পাতাল ব্যবধান দেখা যায়। তার আত্মা সদা অস্থির ও তার অন্তর ও বিবেক সদা অবিন্যস্ত থাকে। সে সব সময় সংশয়, সন্দেহ, অনাস্থা ও অশৃংখল অবস্থায় ভোগে। পক্ষান্তরে তাওহীদ এজগতের সব চেয়ে বড় সত্য। মানুষের নিজের মধ্যে কোটি কোটি তাওহীদের নিদর্শন মওজুদ রয়েছে। জগতের প্রত্যেকটি বস্তু তাওহীদের সাক্ষী দেয় এবং তার সত্যতা স্বীকার করে।

তাওহীদি আকীদা মানুষের স্বভাবের সম্পূর্ণ অনুকুলে। অথবা বলতে পারেন যে, জন্মগত ভাবে মানুষকে তাওহীদবাদী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়। স্বয়ং কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছেঃ

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾(30:30)

''আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। [সূরা রুমঃ ৩০।]

সুতরাং আকীদায়ে তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি নিজের চিন্তা ভাবনা ও বাস্তব জীবনের মধ্যে কোন তফাত পায় না। তার অন্তর ও বিবেক কখনো অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতায় ভোগে না। তার জীবনের অবস্থা যাই হোক না কেন সে নিজের মধ্যে শান্তি, স্থিরতা, বিশ্বাস, আত্মসমর্পন ও সন্তুষ্টির ধরণ সব সময় বোধ করে থাকে।

বাস্তব কথা হল, আকীদায়ে তাওহীদের বরকত ও ফল এত বেশী যে, তা গণনা করা অসম্ভব। সংক্ষেপে বলা চলে যে, পৃথিবীতে সব রকমের কল্যাণ ও পূণ্যের ধারা বাস্তবে তাওহীদের ধারণা থেকে বয়ে থাকে। এমনিভাবে আকীদায়ে তাওহীদ মানুষের জন্য আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুদান। এর উপকারে উপকৃত ব্যক্তিরা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হয়ে থাকেন। আর এই আকীদা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিরা অসফলকাম।

শিরকী আকীদা মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় অভিশাপ

আকীদায়ে তাওহীদ হল আল্লাহ প্রদত্ত আকীদা। যাকে আল্লাহ তাআ'লা নবী-রসূলগণের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছিলেন। এই আকীদার শিক্ষা, পৃথিবীর শুরু থেকে একই ছিল। এতে কখনো কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় নি। পক্ষান্তরে শিরক হল শয়তানের গড়া আকীদা। যাকে সে স্থান, কাল ও বর্ণের ভিন্নতার দিকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে নিজের চেলাদের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাতে আছে। কোথাও মূর্ত্তি পূজার মাধ্যমে, কোথাও তাগুত পূজার রূপে, কোথাও নফসের পূজার রূপে, কোথাও ইমাম পূজার আকারে, কোথাও জাতি পূজার রূপে, কোথাও দেশ-বর্ণ পূজার রূপে। আসলে এসব কিছু একই খারাপ বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এবং পাতা ইত্যাদি। এসবের ভিত্তি হল শয়তানী চিন্তা-ভাবনা ও আকীদা-বিশ্বাস। যা প্রচার করার জন্য সে কখনো হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের রূপ নিয়েছে, কখনো বৌদ্ধ ধর্মের রূপ নিয়েছে, কখনো ইহুদীবাদের রূপ নিয়েছে আবার কখনো খৃষ্টবাদের রূপ ধারণ করেছে, কখনো পুজিবাদের পর্দায় গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা প্রচার করে, কখনো সাম্যবাদের পর্দায়, আবার কখনো সমাজতন্ত্রের অন্তরালে। কোথাও সে ইসলামী সাম্যের প্রচারক হয়, কোথাও গণতন্ত্রের[১] সেবক। কখনো সূফীবাদের আড়ালে, আবার কখনো শীয়াদের নাম নিয়ে। বাস্তবে এসব হল, ধোঁকাবাজীর বেড়াজাল যা শয়তান মানুষকে ছিরাতে মুস্তাকীম তথা

---

[১] যদি একটি কুফরী নীতি 'সমাজতন্ত্র' এর সাথে 'ইসলাম' শব্দ লাগানোর পরও তা কুফরী নীতিই থাকে। তাহলে অন্য এক কুফরী নীতি 'গণতন্ত্র' এর সাথে ইসলাম শব্দ লাগালে তা ইসলামী হয় কি করে? এই দর্শন আমাদের ক্ষুদ্র বিবেকের উর্ধ্বে। আমাদের মতে 'ইসলামী গণতন্ত্র' অনৈসলামিক হওয়ার প্রমাণ তাই যা 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' অনৈসলামিক হওয়ার প্রমাণ। অদুর ভবিষ্যৎে যদি কোন চালাক এ সুযোগে ইসলামী পুঁজিবাদ, ইসলামী ইহুদীবাদ, ইসলামী খৃষ্টবাদ ইত্যাদি আবিস্কার করে বসে, তা হলে তাও কি গ্রহণ করে নেয়া হবে? ইসলামী ইতিহাসে প্রথম থেকেই কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে শব্দ গুলো ব্যবহার হয়ে আসছে যেমনঃ খেলাফত, শুরা ইত্যাদি থেকে বিমুখ হওয়ার কারণ কি? আমাদের মুসলিম দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা এ ব্যাপারে একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করবেন কি?

সঠিক পথ থেকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে বুনেছে। কুরআন মজীদে শিরকী আকীদার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে এমন এক খারাপ বৃক্ষের সাথে, যার কোন মূল নেই এবং যা মজবুতও নয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ ﴾ (26:14)

''এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হল নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। [সূরা ইব্রাহীমঃ ২৬।]

উক্ত আয়াত থেকে তিনটি কথা স্পষ্ট হয়ে থাকেঃ

(১) যেহেতু পৃথিবীর কোন বস্তু শিরকের পক্ষে রায় দেয় না, সেহেতু এই খারাপ বৃক্ষের মূল কোথাও হতে পারে না এবং তার ভাল লালন পালনের জন্য উত্তম কোন পরিবেশ ও পায় না।

(২) যদি কোন তাগুতী শক্তির বলে এই বৃক্ষ উঠেও যায় তখনও এর মূল থাকে পৃথিবীর উপরীভাগে মাত্র। কোন উত্তম বৃক্ষের সাধারণ ধাক্কাও সহজে তার মূলুৎপাটন করতে পারে। কাজেই সেই শাজারায়ে খাবীছার কোথাও মূল গজায় না।

(৩) শিরক যেহেতু স্বয়ং নিজেই খারাপ ও বদজাত বৃক্ষের ন্যায় সেহেতু তার সকল শাখা-প্রশাখা ও ফল-মূল ইত্যাদি সবই বদজাত এবং প্রতিনিয়ত সমাজে নিজের বিষ ও দুর্গন্ধ বিস্তার করে থাকে।

উল্লেখিত দিক গুলোর দৃষ্টিতে একথা উপলব্ধি করা দুস্কর হবে না যে পৃথিবীতে নষ্টামী ও দাঙ্গা-হাঙ্গাম ইত্যাদির বিভিন্ন রূপ যথাঃ হত্যা, রাহাজানি, রক্তক্ষয়, সন্ত্রাস, বংশনিধন, অহংকার, লুটপাট করা, অধিকার খর্ব করা, ধোঁকাবাজী, অত্যাচার, অনাচার, শোষন ও নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি সব কিছুর মূলে হল শিরকী আকীদা।

যদি প্রিয় মাতৃভুমি (পাকিস্তান) এর দিকে একটু নজর দিয়ে দেখি তাহলে দ্বিধাহীন ভাবে বলা যেতে পারে যে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক এবং সরকারী -বেসরকারী সকল বিষয়ে নষ্টের আসল কারণ হল সেই খারাপ বৃক্ষ তথা শিরকী আকীদা। একারণে আমাদের মতে দেশে কোন সংস্কারমূলক বা আন্দোলনী তৎপরতা ততক্ষণ পর্যন্ত সফলকাম হবে না যতক্ষণ না অধিকাংশ লোকের শিরকী আকীদা সংশোধন হবে।

কোন রোগের চিকিৎসা করার পূর্বে তার কারণগুলোর খোঁজ-খবর নেয়া জরুরী। যেন তার সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব হয়। তাই এই বইয়ে একটি পরিশিষ্ট সংযোগ

করেছি যাতে আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানমতে শিরকের সে সকল মৌলিক কারণ বর্ণনার চেষ্টা করেছি যা আমাদের দেশে শিরকের প্রচারের কারণ হয়ে আছে।

ইসলামী আন্দোলন ও একত্ববাদ

'ইনকিলাব' অর্থাৎ 'আন্দোলন' শব্দটি নিজের মধ্যে অনেক আকর্ষন বহন করে। কাজেই পৃথিবীতে যে স্থানেই ইসলামী আন্দোলন এর নাড়া লাগে ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ লোকদের অস্থির দৃষ্টি হঠাৎ করে তার প্রতি নিবদ্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে প্রিয় মাতৃভূমি পাকিস্তানে ইসলামী ইনকিলাব, মুহাম্মদী ইনকিলাব, নিযামে মোস্তফা, নিফাযে শরীয়ত, নিযামে খেলাফত ইত্যাদি দাবীদারদের সহিত বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা ও আকীদা বিশ্বাসধারী অনেক দল, পার্টি ও গ্রুপ কাজ করছে। তাই কুরআন, সুন্নাহের দৃষ্টিতে এটা খতিয়ে দেখা উচিত যে, 'ইসলামী আন্দোলন' কাকে বলে এবং তার প্রধান বিষয়গুলো কি কি?

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর তের বছর পর্যন্ত মক্কা শরীফে অবস্থান করেন। এ সময়ে তাঁর সম্পূর্ণ দাওয়াত শুধু এক কালিমার উপরই সমৃদ্ধ ছিল। قولوا لا إله الا الله تفلحوا হে লোক সকল! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বল তা হলে সফলকাম হবে।

এছাড়া না ছিল ছালাত-ছিয়ামের বিধান, না ছিল যাকাত ও হজ্জের মাসায়েল এবং না ছিল জীবনের অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা। শুধু মাত্র এই তাওহীদি আকীদার দাওয়াত ছিল, যাকে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অলিতে গলিতে, গ্রামে-গঞ্জে ও ঘরে ঘরে পৌঁছাতে রত ছিলেন। একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফের ছাদবিহীন স্থানে ছালাত পড়তেছিলেন। এমন সময় উকবা ইবনু আবিমুআইত এসে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গর্দান মোবারকে কাপড় দিয়ে অত্যন্ত শক্তভাবে গলা টিপতে লাগল। হযরত আবুবকর (রাঃ) দৌড়ে এসে ধাক্কা দিয়ে উকবাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ أتقتلون رجلا ان يقول ربى الله তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও যে বলে 'আমার প্রভূ আল্লাহ।' আবুবকর (রাঃ) এর শব্দ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের দ্বারা সৃষ্ট সংঘর্ষের আসল কারণ হল আকীদায়ে তাওহীদ তথা একত্ববাদ।

একদা মক্কার কুরাইশরা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বুঝা-পড়া ও সমোঝতার উদ্দেশ্যে এই আবেদন রাখল যে, এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের উপাসনা করব। আর এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যের উপাসনা করুন। এই আবেদনের উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা সূরা কাফিরুন অবতীর্ণ করলেন।

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ○ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ○ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ○ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ○ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ○ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ○﴾(109:1-6)

'বলুন হে নবী! হে কাফেরগণ তোমরা যার ইবাদত কর আমি তার ইবাদত করি না, আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তো তাঁর ইবাদত করবে না। আর তোমরা যার ইবাদত কর তাঁর ইবাদত কখনো করব না। আর আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তো তাঁর ইবাদত করবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন। [সূরা কাফিরুন]।

মক্কার কাফেরদের আবেদন এবং তার উত্তর একথার প্রমাণ করে যে উভয় পক্ষের মধ্যে মতানৈক্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল একত্ববাদ। যার ব্যাপারে বুঝা পড়া ও সমঝোতাকে অস্বীকার করা হল।

এক সময় মক্কার কুরাইশের একটি দল আবু তালিবের কাছে আসল এবং বললঃ আপনি আপনার ভ্রাতুস্পুত্রকে বলেন তিনি যেন আমাদেরকে আমাদের দ্বীনের উপর ছেড়ে দেন, আমরাও তাঁকে তাঁর দ্বীনের উপর ছেড়ে দেব। একথা শুনে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদি আমি তোমাদের সামনে এমন একটি কথা বলি যা তোমরা মেনে নিলে আরবের বাদশা হতে পারবে এবং অনারবরা তোমাদের করতলগত হবে, তখন তোমাদের কি অভিমত হবে? আবুজাহল বললঃ বলুন এমন কি কথা আছে, আপনার পিতার শপথ! এরূপ একটি কেন দশটি কথা বললেও আমরা মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকব। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তা হলে তোমরা বল- لا إله إلا الله অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই, এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা পূজা কর তা ছেড়ে দাও। মুশরিকরা বলল! আপনি কি চান যে, এত সব মাবুদের মধ্যে শুধু একটিই মাবুদ হবে। আসলেও আপনার ব্যাপার বড় আশ্চর্যজনক।

চিন্তা করুন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কুরাইশের সরদারদের যে কথাবার্তা হয়েছিল, তাতে যে কথাটি আসল সংঘর্ষের কারণ ছিল তা হল শুধু এক মাবুদকে স্বীকার করা এবং অন্য সব মাবুদকে অস্বীকার করা। এজন্য কুরাইশের সরদারগণ প্রস্তুত ছিল না, ফলে পারস্পরিক সংঘর্ষের ধারা অব্যাহত থাকল।

মক্কী জীবনে অবশ্যই ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, হালাল-হারাম, অপরাধে শাস্তি, পারিবারিক মাসায়েল ও অন্যান্য বিধানাবলী অবতীর্ণ হয় নি। কিন্তু এটি সবার জানা কথা যে, মদনী জীবনে এসব বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরেও দ্বিপাক্ষিক সংঘর্ষের আসল কারণ ছিল একত্ববাদে বিশ্বাস, অন্য কোন বিধানাবলী নয়।

ইসলামী ইতিহাসের সর্বপ্রথম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হল, 'বদরের যুদ্ধ'। যখন যুদ্ধ তীব্র ছিল তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দুআ' করেছিলেন এই বলে 'হে আল্লাহ আজকে যদি এই দল ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে কখনো আপনার ইবাদত হবে না।' এই শব্দগুলোর উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট যে, মক্কার কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের এরূপ স্বশস্ত্র সংঘর্ষ শুধু একথার উপরই হচ্ছিল যে, ইবাদত শুধু মাত্র আল্লাহরই জন্য হওয়া উচিত।

মুশরিক এবং মুসলমানদের মধ্যে দ্বিতীয় বড় স্বশস্ত্র সংঘর্ষ 'উহুদ যুদ্ধ'' শেষে আবুসুফিয়ান উহুদের পাহাড়ে উঠে উচ্চ স্বরে বললঃ তোমাদের মধ্যে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত আছেন কি? মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন উত্তর আসে নি। তারপর জিজ্ঞাসা করলঃ তোমাদের মধ্যে আবুকুহাফার ছেলে (আবু বকর (রাঃ)) উপস্থিত আছেন কি? তারপরেও কোন উত্তর না পেয়ে বললঃ তোমাদের মধ্যে উমর (রাঃ) আছেন কি? রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন উদ্দেশ্যে ছাহাবীদেরকে উত্তর দেয়া থেকে নিষেধ করেছিলেন। তারপর আবুসুফিয়ান বললঃ এই তিন জন থেকে আমরা মুক্তি পেলাম। তারপর তারা শ্লোগান দিল - أعل هبل অর্থাৎ ''হুবুলের নাম উচ্চ হোক''। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশে ছাহাবীগণ উত্তর দিলেনঃ الله أعلى و أجل অর্থাৎ 'আমাদের আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সুমহান।' আবুসুফিয়ান পুণরায় বললঃ لنا العزى و لا عزى لكم অর্থাৎ 'আমাদের কাছে উয্যা (মুর্তির নাম) আছে কিন্তু তোমাদের কাছে উয্যা নেই। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশে ছাহাবীগণ উত্তর দিলেনঃ الله مولانا و لا مولى لكم অর্থাৎ 'আল্লাহই আমাদের অভিভাবক আর তোমাদের কোন অভিভাবক নেই।

উহুদ যুদ্ধের শেষে দ্বিপাক্ষিক কথা-বার্তা একথার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে ইসলামী দাওয়াতের প্রারম্ভে ঠাট্টা-বিদ্রুপের মাধ্যমে বিরোধীতার আসল কারণ ছিল একত্ববাদে বিশ্বাস। পরবর্তী সময়ে যখন এই বিরোধিতা অত্যাচার-অনাচারের মহা প্রলয়ে পরিণত হল, তখনও তার কারণ ছিল একত্ববাদে বিশ্বাস। অতঃপর যখন উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবতারণা হল, তখনও তার কারণ ছিল একত্ববাদে বিশ্বাস।

বিরোধিতা ষড়যন্ত্র ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দীর্ঘ সফর কেটে ইতিহাস এক নতুন মোড় নিল। অষ্টম হিজরী রমযান মাসে রসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ী বেশে মক্কা শরীফে প্রবেশ করেন। যেন একুশ বছরের অবিরাম চেষ্টা সাধনার পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আন্দোলনের গোড়া পত্তনের সুযোগ পেলেন, যার জন্য তিনি প্রেরীত হয়েছেন।

চিন্তার বিষয় হল শাসন ক্ষমতা পাওয়ার পর রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন রকমের হেকমতের ও স্বার্থের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে অনতিবিলম্বে যে পদক্ষেপ গুলো গ্রহণ করেছেন তা কি ছিল? নিম্নে তার একটি বর্ণনা দেয়া হলঃ

প্রথমতঃ মসজিদুল হারামে প্রবশ করার সাথে সাথেই বায়তুল্লাহ শরীফের আশে-পাশে এবং ছাদে অবস্থিত তিনশত ষাটটি প্রতিমাকে নিজ হাতে নিক্ষেপ করলেন।

দ্বিতীয়তঃ বায়তুল্লাহ শরীফের ভিতরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর মূর্তি বানানো ছিল। তা ধুলিস্যাৎ করে দেয়ার আদেশ দিলেন। কাঠ নির্মিত একটি কবুতর ভিতরে রাখা ছিল, তাকে নিজ হাতে টুকরো টুকরো করে দিলেন।

তৃতীয়তঃ হযরত বেলাল (রাঃ) কে আদেশ দিলেন বায়তুল্লাহ শরীফের ছাদে উঠে আল্লাহর মহত্ব ও একত্ববাদ (আযান) উচ্চস্বরে ঘোষণা কর।

মনে রাখবেন, বায়তুল্লাহ শরীফের ছাদবিহীন অংশ হাতীমের দেয়াল এক মিটার থেকে একটু উঁচু। মসজিদুল হারামে বিদ্যমান জন সাধারণকে শুনানোর জন্য হাতীমের দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে আযান দেয়াটাও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বায়তুল্লাহ শরীফের প্রায় ষোল মিটার উঁচু দালানের ছাদের উপর থেকে তাওহীদের ধ্বনি প্রচার করার আদেশ ছিল বাস্তবে সেই মুকাদ্দামার স্পষ্ট মীমাংসা যা উভয় পক্ষের মধ্যে প্রায় বিশ একুশ বছর থেকে চলে আসছিল। আর এখন একথা নির্নীত হল যে, পৃথিবীর উপর শাসন ও আদেশ দানের অধিকার একমাত্র আল্লাহরই, মহানত্ব এবং অহংকার শুধুমাত্র তাঁরই জন্য। আনুগত্য ও দাসত্ব শুধু তাঁরই জন্যে। উপাসনা ও পূজার উপযুক্ত শুধু তিনিই। সমস্যা সামাধানকারী শুধুমাত্র তিনিই। কোন দেবী, দেবতা, ফেরেশতা, জিন্দন, নবী কিংবা ওলী তাঁর গুণাবলী ও অধিকারসমূহে কিঞ্চিতমাত্রও অংশীদারিত্ব রাখে না।

চতুর্থতঃ মক্কা বিজয়ের পর অধিকাংশ আরব গোত্র পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিল। আরব উপদ্বীপের শাসনভার রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে চলে এসেছিল। অতএব রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে যেরূপ নির্ধারণ করেছেন ইবাদত, বিবাহ শাদী, ত্বালাক, হালাল, হারাম, মৃত্যুপণ ও শাস্তিসমূহের বিধানাবলী তেমনি তিনি সমগ্র আরবদ্বীপের যে স্থানে শিরকের কেন্দ্র ছিল সেগুলি ধুলিস্যাৎ করার জন্য ছাহাবীদের দল প্রেরণ করেছেনঃ-

১ - মক্কার কুরাইশগণ এবং কেনানা গোত্রের মুর্তি 'উয্যা' কে ধুলিস্যাৎ করার জন্য হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাঃ) কে ত্রিশ জনের সাথে 'লাখালা' নামক স্থানের দিকে রওয়ানা করেছিলেন।

২ - আউস, খাযরাজ ও গাস্‌সাল গোত্রের মুর্তি 'মানাত' কে ধ্বংস করার জন্য হযরত সাআ'দ ইবনু যাওয়দ আশহালী (রাঃ) কে বিশজনের সাথে 'কাদাদ' স্থানের দিকে রওয়ানা করলেন।

৩ - বনু হুযাইল গোত্রের মুর্তি 'ছুওয়া' কে ধুলিস্যাৎ করার জন্য হযরত আমর ইবনু আছকে রওয়ানা করলেন।

৪ - ত্বাই গোত্রের মূর্তি 'কুল্লাস'কে মিটানোর জন্য হযরত আলী (রাঃ) কে দেড় শত লোকের দল দিয়ে ইয়েমেনের দিকে পাঠালেন।

৫ - ত্বায়েফ থেকে ছাকীফ গোত্র যখন ইসলাম গ্রহণের জন্য এসেছিলেন তখন তাদের মূর্তি 'লাত' কে ধ্বংস করার জন্য প্রতিনিধি দলের সাথে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রাঃ) কে একটি দলের সাথে পাঠালেন।

৬ - হযরত আলী (রাঃ) কে সমগ্র আরব দ্বীপে এই অভিযান দিয়ে রওয়ানা করলেন যে, যেখানে কোন প্রতিমা পাওয়া যাবে তা মিটিয়ে দাও এবং যেখানে কোন উচু কবর দেখা যায় তাকে সমান করে দাও।

উক্ত পদক্ষেপগুলো একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, মক্কী জীবন হোক বা মদনী জীবন উভয় জীবনে রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিক চেষ্টা প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হল আকীদায়ে তাওহীদ তথা একত্ববাদের বিশ্বাসকে প্রচার করা এবং শিরক তথা অংশীদারিত্বের মূলোৎপাটন করা।

ইসলামী ইবাদতসমূহের প্রতি একটু দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, সেখানেও একথাই বুঝে আসবে যে, সকল ইবাদতের আসল রূহ হল আকীদায়ে তাওহীদ অর্থাৎ একত্ববাদে বিশ্বাস। দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক নামাযের পূর্বে আযান দেয়ার আদেশ রয়েছে, যা তাকবীর ও তাওহীদের পুনারবৃত্তির সুন্দর কালেমা সমূহের অতি প্রভাবশালী সমাগম। ওযুর পর কালেমা তাওহীদ পাঠ করলে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে প্রত্যেক রাকাতের জন্য আবশ্যক বলা হয়েছে, যা পূর্ণই হল তাওহীদের দাওয়াতের উপর সমৃদ্ধ। রূকু এবং সাজদাতে আল্লাহর মহত্ব এবং বড়ত্বের বারংবার স্বীকার করা হয়, এবং আকীদায়ে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয়া হয়। মোট কথা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ নামাযই আকীদায়ে তাওহীদের শিক্ষা এবং স্বরণের উপর সমৃদ্ধ।

তাওহীদের আসল কেন্দ্র 'বায়তুল্লাহ' শরীফের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ ইবাদত হজ্জ কিংবা উমরার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, ইহরাম বাঁধার সাথে সাথেই আকীদায়ে তাওহীদের স্বীকার ও শিরকের অস্বীকারের উপর সমৃদ্ধ তালবিয়া ''লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক............'' পাঠ করার আদেশ রয়েছে। মিনা, মুযদালিফা এবং আরাফাতে

আল্লাহর তাওহীদ, তাকবীর, তাহলীল এবং তাঁর প্রশংসাবাদ ও পবিত্রতা বর্ণনা সমৃদ্ধ কালিমাতকে নিয়মিত পড়তে থাকাকেই 'হজ্জে মাবরুর' তথা মাকবুল হজ্জ বলা হয়েছে। মনে হয় যেন পূর্ণ ইবাদতটিই মুসলিমকে আকীদায়ে তাওহীদে পরিপক্ক করার জন্য বড় একটি শিক্ষা।

রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বৃষ্টির জন্য দুআ' করাতে চাইল এবং বললঃ 'আমরা আল্লাহ তাআ'লাকে আপনার কাছে আর আপনাকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী করতেছি' -একথা শুনে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তিনি বললেনঃ আফসোস! তুমি আল্লাহর শান কত বড় জান না। আল্লাহকে কারো কাছে সুপারিশকারী বানানো হয় না। (আবু দাউদ।)

এক ছাহাবী কোন এক মুনাফিকের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ফরিয়াদ করার জন্য উপস্থিত হলেন। তখন রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ দেখ, আমার কাছে ফরিয়াদ করা ঠিক হবে না। ফরিয়াদ তো শুধুমাত্র আল্লাহরই কাছে করতে হবে। (ত্বাবরানী)।

১০ম হিজরী সনে রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) ইন্তেকাল করলেন। ঘটনাক্রমে সেইদিন সূর্যগ্রহণ হল, তখন কিছু লোকেরা বললঃ হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) এর ইন্তেকালের কারণে সূর্যগ্রহণ হল। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে লোক সকল! সূর্য এবং চাঁদ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। সুতরাং যখন গ্রহণ লাগে তখন গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুআ' এবং ছালাতে রত থাকবেন। (সহীহ মুসলিম)।

রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলে, বিশ্বব্যবস্থায় কোন নবী, ওলী বা বুজুর্গ ব্যক্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিংবা বিশ্বের সব কিছু ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কোন দখল হতে পারে বলে যে মুশরেকী আকীদা রয়েছে তার গোড়ায় কুঠার আঘাত করলেন।

একদা রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীদেরকে একত্র করে উপদেশ দান করত বললেনঃ আমার প্রশংসায় সীমালংঘন কর না। যেমনটি করেছেন খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ) এর ব্যাপারে নিঃসন্দেহে আমি একজন আল্লাহর বান্দা। সুতরাং আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল বল। (বুখারী ও মুসলিম)।

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে -সর্বোত্তম যিকির হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (তিরমীযি।) সর্বোত্তম যিকিরে রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' শব্দটি যোগ না করে উম্মতকে যেন এই শিক্ষা দিলেন যে আল্লাহর

একত্ববাদ, বড়ত্ব ও মহত্বে অন্য কেউ তো দূরের কথা, নবী পর্যন্তও অংশীদার হতে পারেন না।

পরিশেষে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনের শেষ দিন গুলোর প্রতি একটু দৃষ্টি দেন। অসুস্থতার সময় মুসলমানদেরকে যে উপদেশ দান করেছেন তার গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে জ্বর থেকে একটু স্বস্তি পেয়ে মসজিদে নববীতে তাশরীফ আনয়ন করলেন। আল্লাহর প্রশংসাবাদের পর বললেনঃ ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক, তারা তাদের নবীর কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে । (বুখারী।)

অসুস্থাবস্থায় উম্মতকে আর একটি যে উপদেশ দান করেছেন তা হল তোমরা আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত কর না, যাকে পূজা করা হবে। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)। মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত পানিতে ঢেলে চেহারায় মলতেন আর বলতেন -লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিশ্চয় মৃত্যুর সংকট অনেক বড়। (বুখারী)। এই কথা বলতে বলতে পবিত্র জীবনের শেষ শব্দ - اللهم اغفرلي الـخ 'হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, আমায় দয়া করুন এবং আমাকে উচ্চ রফীকের সাথে মিলিয়ে দিন।' - তিন বার বলে রফীকে আ'লা অর্থাৎ আল্লাহর কাছে চলে গেলেন। ([১]) অর্থাৎ জীবনের শেষ কথাটি তাওহীদের উপর সমৃদ্ধ ছিল। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সীরাতের এসকল ধারাবাহিক ঘটনা ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দিচ্ছে। আর একথাও বুঝে আসছে যে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনিত আন্দোলন ছিল মৌলিকভাবে আক্বীদার আন্দোলন। এর ফলে মানব জীবনের অন্যান্য বিষয় যেমন অর্থনীতি, চলাফেরা, ধর্ম, রাজনীতি, চরিত্র ইত্যাদিতে এমনিতেই পরিবর্তন চলে আসবে। অতএব সঠিক ইসলামী আন্দোলন হল তাই যার ভিত্তি রাখা হয়েছে আক্বীদায়ে তাওহীদের উপর। আর যে আন্দোলনের ভিত্তি আক্বীদায়ে তাওহীদ হবে না সেটি সংস্কার আন্দোলন কিংবা রাজনৈতিক ইত্যাদি আন্দোলন হতে পারবে কিন্তু ইসলামী আন্দোলন কখনো নয়।

পাঠক বৃন্দ! শিরক সম্পর্কে কিছু অন্য বিষয়াদিও ভূমিকাতে ছিল। কিন্তু ভূমিকার কলেবর বেড়ে যাওয়ার ভয়ে আলদা পরিশিষ্ট হিসেবে তা প্রকাশ করা হচ্ছে। এ সব পরিশিষ্টে থাকবেঃ

১ - শিরক সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ, ২ - মুশরিকের দলীল প্রমাণ ও তার পর্যালোচনা। ৩ - শিরকের কারণ সমূহ।

---

[১] সীরাতুন্নবীর এ সকল ঘটনার উদ্ধৃতি ও বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন আররাহীকুল মাখতুম, মাওলানা ছফীয়ুর রাহমান মুবারাক পূরী।

পরিশিষ্টে কোন কোন জায়গায় ওলীদের দিকে নেসবতকৃত কারামাত লেখা হয়েছে। সে সম্পর্কে আমরা একথা স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই যে, উল্লেখিত কারামতসমূহ যেহেতু ওলীগণের জীবনীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাই আমরা সে গুলির উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি। তদুপরি এসকল ঘটনার সত্যাসত্যের সম্পূর্ণ ভার সেই সকল গ্রন্থাকারের উপর বর্তাবে যারা তাদের গ্রন্থে এ সকল ঘটনা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখিত কারামত যেহেতু সুন্নাহ পরিপন্থী সেহেতু আমাদের ধারণা হল, হয়ত এসকল ঘটনা আওলিয়াদের দিকে মিথ্যা নেসবত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা সর্বজ্ঞ।

বিষয়ের গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বইয়ে 'তাওহীদ' সম্পর্কে তিনটি অধ্যায়ে [সত্বাগত তাওহীদ, ইবাদতের তাওহীদ ও গুণাবলীর তাওহীদ] গুরুত্ব সহকারে প্রত্যেক মাসআলাতে হাদীসের পূর্বে কুরআন মজীদের আয়াত দিয়ে দেয়া হয়েছে। আশাকরি এভাবে পাঠক মহল মাসআলা গুলো অতি সহজে বুঝতে সক্ষম হবেন।

এবার আমরা বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্য হাদীস গুলো স্তর সমূহ [সহীহ, হাসান] গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছি। আশাকরি এতে করে কিতাবের উপকারিতা *বেড়ে যাবে। কতিপয় হাদীসে সহীহ বা হাসান লিখা হয় সে গুলি হল গ্রহণযোগ্য হাদীস* অথবা হাসানের স্তরে পৌঁছেনি।

হাদীসের সহীহ গায়রে সহীহ নির্ণয়ের ব্যাপারে শায়খ মুহাম্মদ নাছিরুদ্দিন আলবানী (রাঃ) এর গ্রন্থাদি থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে। তারপরেও যদি কোথাও কোন ত্রুটি হয়ে থাকে তা হলে তা জানিয়ে দিলে আমরা কৃতজ্ঞ হব।

মুহতারাম আব্বাজান হাফেয মুহাম্মদ ইদ্রিস কিলানী (রাঃ) এবং মুহতারাম হাফেয ছালাহউদ্দীন ইউসুফ সাহেব কিতাবটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে সত্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা উভয়ের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে উত্তম বদলা দান করুন। আমীন।

'কিতাবুত তাওহীদ' পরিপূর্ণ হওয়াতে আমি আল্লাহর কাছে সাজদায়ে শুকর আদায় করছি যে, তাঁর ইহসান ও অনুগ্রহ ব্যতীত কোন নেক কাজ সম্পন্ন হয় না, তাঁর তৌফিক ও সাহায্য ব্যতীত কোন আশা পূর্ণ হয় না, তাঁর সাহায্য ও অনুদান ব্যতীত কোন ভাল ইচ্ছা সফল হয় না। হে ভাল ইচ্ছা ও আশা কে পূর্ণতাদানকারী নিজের সত্বাগত সৌন্দর্য্য ও মহত্বের উসীলায়, নিজের অহংকার ও মহানত্মের উসীলায় এবং নিজের অগণিত গুণাবলীর উসীলায় আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে নিজের দরবারে কবুল করুন।

হে সারা বিশ্বের মাবুদ! আমি আপনার অত্যন্ত অক্ষম, ছোট ও পাপী বান্দা। তোমার ক্ষমাশীলতা আসমান-জমীনের প্রশস্ততা থেকেও প্রশস্ত। আপনি এই পুস্তিকাটি কবুল করে একে আমার জন্য, আমার পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন কে উত্তম ছাদক্বায়ে

জারিয়ায় পরিণত করুন। আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা হয়ে যাওয়ার জন্য উসীলা করুন। আমাদেরকে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। নিজের রাগ ও অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় দিন, খারাপ তাকদীর ও খারাপ মৃত্যু থেকে হিফাজত করুন, ডানে-বামে ও অগ্র-পশ্চাতে আমাদের হিফাজত করুন। দুনিয়া ও আখেরাতে লজ্জা ও লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় দান করুন। মৃত্যুর সময় কালিমা তাওহীদ পাঠ করার তৌফিক দান করুন। কবরে মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ় রাখুন, কবরের শাস্তি থেকে বাঁচান, হাশরের ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে আশ্রয় দিন, দয়াল নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহান সুপারিশে ভাগ্যবান বানান। জাহান্নামের অগ্নি থেকে হিফাজতে রাখুন এবং জান্নাতে রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গ নছীব করুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

বিনীত ঃ-

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয়

রিয়াদ, সৌদি আরব।

পরিশিষ্ট ঃ ১

শিরক সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

আকীদায়ে তাওহীদ বা একত্ববাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা বলে এসেছি যে, আল্লাহর সত্ত্বার সাথে কাউকে অংশীদার করা হল শিরক ফিযযাত, আল্লাহর ইবাদতের কাউকে অংশিদার করা হল শিরক ফিল ইবাদত, আর আল্লাহর গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার করা হল, শিরক ফিসসিফাত। শিরক সম্পর্কে অন্য আলোচনা করার পূর্বে নিম্নের বিষয়গুলি ভালভাবে দৃষ্টিতে রাখতে হবেঃ-

১. মুশরিকরা আল্লাহকে জানত এবং মানত

প্রত্যেক যুগের মুশরিক আল্লাহকে জানত এবং মানত। এমনকি আল্লাহকে সর্বোচ্চ মাবুদ এবং বড় রব (Great God) মনে করত। যা কিছু পৃথিবীতে আছে সব কিছুর সৃষ্টি কর্তা, মালিক এবং রিযিক দাতা মনে করত। বিশ্বের পরিচালক ও নীতি বিন্যাসকারী মনে করত। যেমন সূরা ইউনূসের নিম্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ -

﴿ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ○﴾(31:10)

'আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিযিক দান করে থাকেন? দেখাও শ্রবণের শক্তিগুলি কার আয়াত্বাধীনে? কে জীবিত থেকে মৃত এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করে? আর কে আদেশ পরিচালনা করে? তারা উত্তর দিয়ে বলবেঃ আল্লাহ। [সূরা ইউনুসঃ৩০]

সূরা আনকাবুতের আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

﴿ فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ○﴾

(65:29)

'যখন তারা সমুদ্রজানে সওয়ার হয়, তখন আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খালিছ করতঃ তাঁকেই ডাকে। অতঃপর তাদেরকে মুক্তি দিয়ে যখন কেনারায় নিয়ে আসেন তখন তারা পুনরায় শিরক করে। [সূরা আনকাবুতঃ ৬৫]

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, মুশরিকরা শুধু যে আল্লাহ তাআ'লাকে মালিক ও পরিচালক মনে করতেন তাই নয়, বরং সমস্যা সমাধানের জন্য এবং উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আল্লাহর দরবারকে সবচেয়ে বড় দরবার মনে করতেন।

২ - মুশরিকরা তাদের মাবুদের শক্তিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত মনে করত

মুশরিকরা যাকে স্বীয় সমস্যা সমাধানকরী ও উদ্দেশ্য পূরণকারী মনে করেন, তাদের ক্ষমতাকে জাতিগত নয় বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত মনে করতেন। হজ্জের সময় মুশরিকরা যে তালবিয়া পাঠ করতেন তা থেকে তাদের এই আকীদার প্রতি দৃষ্টিপাত হয়, তাদের সেই তালবিয়ার শব্দগুলি ছিল নিম্নরূপঃ -

((لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَ مَا مَلَكَ))

'হে আল্লাহ আমি উপস্থিত হয়েছি আপনার কোন শরীক নেই। কিন্তু একজন শরীক আছে যার মালিক হলেন আপনি কিন্তু সে কোন বস্তুর মালিক নয়'।

তালবিয়ার এই শব্দগুলো দ্বারা নিম্নের তিনটি বিষয় স্পষ্ট হলঃ

প্রথমতঃ মুশরিকরা আল্লাহ তাআ'লাকে বড় প্রতিপালক কিংবা উপাস্যের উপাস্য (Great God) মনে করত।

দ্বিতীয়তঃ মুশরিকরা নিজেদের গড়া উপাস্যের মালিক ও সৃষ্টিকর্তা সেই মহান প্রতিপালককেই মনে করত।

তৃতীয়তঃ মুশরিকরা একথাও বিশ্বাস করত যে, তাদের গড়া মাবুদেরা সত্ত্বাগত ভাবে কোন কিছুর মালিক নন বরং তাদের ক্ষমতা হল আল্লাহ্ প্রদত্ত। যদ্বারা তারা তাদের অনুসারীদরে সমস্যা সমাধান ও উদ্দেশ্য পূর্ণ করতেন।

মনে রাখবেন, মুশরিকদের তালবিয়া থেকে যে আকীদা প্রকাশ পাচ্ছে তাকে রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরক আখ্যা দিয়েছেন।

৩ - কুরআন মজীদের পরিভাষায় 'আল্লাহ ব্যতীত'[১] কথাটির অর্থ কি?

মুশরিকদের আকীদা সমুহের মধ্যে একটি আকীদা-বিশ্বাস হল, সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আল্লাহ বিদ্যমান আছেন। অথবা সৃষ্টির বিভিন্ন বস্তু বাস্তবে আল্লাহর শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই আকীদা-বিশ্বাসটি মুশরিকদের পুরাতন ধর্মমত 'হিন্দু ধর্ম' এর মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী প্রচার হয়েছে। যে ধর্মে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, অগ্নি, পানি, বাতাস, সাঁপ, হাতি, গরু, বানর, ইট, পাথর, চারা এবং গাছ ইত্যাদি মোট কথা প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর রূপ। এই আকীদার বশবর্তী হয়ে মুশরিকরা নিজ হাতে পাথরের মনগড়া সুন্দর প্রতিমা এবং মূর্তি বানিয়ে নিয়েছে, পরে সেগুলোর পূজা শুরু করেছে। এসব কিছুকে

---

[১] 'মিন দূনিল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত' কথাটির অর্থ হল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য যার পূজা ও উপাসনা করা হয় সেই 'অন্য' কে তার বর্ণনা এই পরিশিষ্টে দেয়ার চেষ্টা করেছি।

তারা নিজের সমস্যা সমাধানকারী ও উদ্দেশ্য পূরণকারী মনে করে। আবার কোন কোন মুশরিক পাথরকে পরিস্কার করে কোন রূপ না দিয়ে প্রকৃতিগত অবস্থায় তাকে গোসল দিয়ে ফুল ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করে তার সামনে সাজদা করে এবং তার কাছে দুআ' করে ও ফরিয়াদ জানায়। এরূপ সকল মূর্তি, প্রতিমা এবং পাথর ইত্যাদি কুরআনের পরিভাষায় 'আল্লাহ ব্যতীত' এর অন্তর্ভূক্ত।

মুশরিকদের মধ্যে মূর্তিপূজার আর একটি কারণ ছিল তাদের সেই বিশ্বাস যা ইমাম ইবনু কাছীর (রাঃ) সূরা নূহ এর আয়াত নং ২৩ এর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। তা হল, একদা আদম (আঃ) এর সন্তানদের থেকে একজন পূণ্যবান ও সৎ মুসলিম ইন্তেকাল হলে তার ভক্তরা কান্না ও বিলাপ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তাঁর কবরে উপস্থিত হয়ে বসে পড়ে। তাদের কাছে মানুষের রূপ নিয়ে ইবলিস শয়তান উপস্থিত হয় এবং বলেঃ তোমরা সেই বুজর্গ ব্যক্তির জন্য স্মরণীয় কিছু করছ না কেন, যাতে সে প্রতি নিয়ত তোমাদের চোখের সামনে থাকে এবং কখনো তাকে তোমরা ভুলে না যাও। ভক্তরা এই প্রস্তাবটি পছন্দ করল। তারপর ইবলিস নিজে সেই বুজর্গ ব্যক্তির ছবি এঁকে তাদের দিল। পরে লোকেরা সেই ছবি দেখে দেখে বুজর্গের স্মরণ করত এবং তাঁর ইবাদত ও দুনিয়া ত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করত। তারপর ইবলিস তাদের কাছে দ্বিতীয় বার আসল এবং বললঃ আপনাদেরকে কষ্ট করে এখানে আসতে হবে না আমি কি তোমাদের সবার জন্য পৃথক পৃথক ছবি বানিয়ে দিব? যাতে তোমরা তোমাদের ঘরে রাখতে পার। ভক্তরা এই প্রস্তাবকেও পছন্দ করল। অতঃপর ইবলিস তাদেরকে পৃথক পৃথক মূর্তি নিজ নিজ ঘরে রাখার জন্য দিল। কিন্তু তাদের পরের প্রজন্মরা ধীরে ধীরে এ সকল মূর্তিকে পূজা ও উপাসনা করা শুরু করল। সেই বুজর্গ ব্যক্তির নাম ছিল 'উদ্দ'। আর এটিই ছিল প্রথম মূর্তি যাকে পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত পূজা করা হয়েছে। 'উদ্দ' ব্যতীত নূহ সম্প্রদায় যে সকল মূর্তির পূজা অর্চনা করত তাদের নাম হল 'ছোয়া', ইয়াগুছ, ইয়াউক এবং নাসর। এরা সবাই আসলে স্বীয় সম্প্রদায়ের পূণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। (বুখারী)।

এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, যেখানে কোন মুশরিক পাথরের মনগড়া মূর্তি ও প্রতিমা তৈরী করে সেগুলোকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে সেখানে কোন মুশরিক স্বীয় সম্প্রদায়ের বুজর্গ ব্যক্তিদের প্রতিমা ও মূর্তি বানিয়ে তাদেরকে নিজের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। আজকেও মূর্তি পূজক সম্প্রদায় যেখানে ধারণা ভিত্তিক মূর্তি তৈরী করে সে গুলির পূজা করে, সেখানে স্বীয় সম্প্রদায়ের বড় বড় সংস্কারক এবং মনিষীদের মূর্তি তৈরী করে তাদের পূজা করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায় 'রাম' তার মাতা 'কৈশল্যা' তার স্ত্রী 'সীতা', তার ভাই 'লক্ষণ' এর মূর্তি তৈরী করে থাকে। 'শিবজী' এর সাথে তার

স্ত্রী 'পার্বতী' এবং তার ছেলে 'লর্ড গনেশ' এর মূর্তি তৈরী করে থাকে। 'কৃষ্ণ' এর সাথে তার মা 'ইশুদা' এবং তার স্ত্রী 'রাধা' এর মূর্তি তৈরী করে রেখেছে। [১]

এমনিভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকেরা 'গৌতম বুদ্ধ' এর মূর্তি তৈরী করে থাকে। জেইন মতাবলম্বীরা স্বামী মহাবীরের মূর্তি তৈরী করে তার পূজা করে। তার নামে মান্নত করে। তার কাছে সমস্যার সামাধান প্রার্থনা করে। ইতিহাসের এ সকল নাম ধারণাদ্ভূত নয় বরং এরা সবাই বাস্তবে ছিল। এদের সবার নামে মূর্তি তৈরী করা হয়। এসকল বুজর্গ ব্যক্তি এবং তাদের মূর্তি ও কুরআনের পরিভাষায় 'আল্লাহ ব্যতীত' এর অন্তর্ভূক্ত।

কোন কোন মুশরিক আবার তাদের পীর-মাশায়েখের মূর্তির পরিবর্তে তাদের কবরে বা মাযারের সাথে মূর্তির মতই ব্যবহার করে। মক্কার মুশরিকরা নূহ সম্পদায়ের মূর্তি 'উদ্দ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাসর ব্যতীত অন্য যে সকল মূর্তির পূজা করত তাদের মধ্যে লাত, মানাত, উযযা, এবং হুবুল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল। 'লাত' সম্পর্কে ইমাম ইবনু কাছীর (রাহঃ) কুরআন মজীদের আয়াত أفرأيتم اللات والعزى এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ লাত ছিল একজন সৎ ব্যক্তি, সে হজ্জের সময় হাজীদেরকে ছাতু মিশিয়ে পানি পান করাত। তার ইন্তেকালের পর লোকেরা তার কবরে আসা যাওয়া শুরু করে। ধীরে ধীরে তার পূজা শুরু হল। অতএব সে সকল ওলী বুজুর্গের কবরে মূর্তি পুজার মত পূজা হয়, মানুষ তথায় থাকা শুরু করে, যাদের নামে নযর মান্নত করা হয়। যাদের কাছে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রার্থনা করা হয়, তারাও উপাস্য মূর্তিসমূহের মত 'আল্লাহ ব্যতীত' এর অন্তর্ভূক্ত।

মোটকথা, কিতাব-সুন্নাহ মতে 'আল্লাহ ব্যতীত' কথাটির মধ্যে নিম্ন বর্ণিত তিনটি জিনিস রয়েছেঃ-

(১) সে সকল প্রাণী বা অপ্রাণী বস্তু ,যাকে আল্লাহর রূপ মনে করে তার সামনে ইবাদতের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা হয়।

---

[১] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, হিন্দুদের মধ্যে প্রসিদ্ধ দুটি দল রয়েছে। সনাতন ধর্ম এবং আরিয়া সমাজ। সনাতন ধর্মে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে চারটি বেদ, ছয়টি শাস্ত্র, আঠারটি পুরান এবং আঠারটি ইসম্র রাদী ছিল। তাদের এসব গ্রন্থে তেত্রিশ কোটি দেবী দেবতা এবং অবতারের বর্ণনা পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে আরিয়া সমাজের লোকেরা মূর্তি পূকার সত্ত্বেও একত্ববাদী হওয়ার দাবী করে থাকে এবং চারটি বেদ ব্যতীত অন্য সব গ্রন্থকে এ জনাই মানেন না, কারণ তাতে শিরকের শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। আরিয়া সমাজের এক সংস্কারক রাজা মনমোহন রায় (১৭৭৪ ইং - ১৮৩৩ ইং) 'তুহাফাতুল মুওয়াহহিদীন' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছে। যাতে মূর্তি পূজার নিন্দা ও তাওহীদের প্রশংসা রয়েছে। [হিন্দু ধর্ম কি জদীদ শাখছিয়াতি - মুহাম্মদ ফারুক খান এম, এ।]

(২) সে সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যাদের প্রতিমা বা মূর্তির সামনে মানুষেরা ইবাদতের যাবতীয় কার্যকলাপ আদায় করে থাকে।

(৩) ওলী-বুজর্গ ও পীর-মাশায়েখ বা তাদের মাজার যেখানে মানুষ ইবাদতের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি আদায় করে থাকে।

৪ - আরবের মুশরিকরা কি ধরণের ইবাদত করতেন?

আরবের মুশরিকরা খানকা এবং পূজার মন্ডপে স্বীয় ওলী-বুজর্গদের মূর্তির সামনে ইবাদতের যে সকল পন্থা অবলম্বন করত সেগুলির মধ্যে নিম্ন বর্ণিত নিয়ম-নীতিই ছিল অধিক। যথাঃ মন্দিরে মুজাবির তথা হয়ে বসা, মূর্তির কাছে আশ্রয় চাওয়া, জোরে জোরে তাদেরকে ডাকা, সমস্যা সামাধানের উদ্দেশ্যে তাদের কাছে ফরিয়াদ করা, আল্লাহর কাছে তাদের সুপারিশ গ্রহণ হবে বলে মনে করে তাদের কাছে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ফরিয়াদ করা, তাদের জন্য হজ্জ ও তাওয়াফ করা, তাদের সামনে অনুনয় বিনয়ের সহিত আসা, তাদেরকে সেজদা করা, তাদের নামে নযর-নেয়াজ করা ও কুরবানী দেয়া, তাদের নামে মন্দিরে বা অন্য স্থানে পশু জবাই করা।[১] এ সকল রসম তখনও শিরক ছিল আজকেও শিরক।

৫ - কালিমা পাঠকারীও মুশরিক হতে পারে

মুশরিকদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা রিসালাত ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে না। যেমন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়কালের মক্কার কুরাইশগণ আর আমাদের যুগের হিন্দু মতাবলম্বীরা। এদেরকে কাফের মুশরিক বলতে অসুবিধা নাই, কিন্তু এমন কিছু লোকও আছে যারা রিসালত এবং আখেরাতের উপর ঈমান থাকা সত্বেও শিরক করে থাকে। এটি এমন বাস্তবতা যার সাক্ষ্য কুরআন নিজেও দিয়েছে।

﴿ اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ لَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُوْنَ ○﴾ (82:6)

“যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথগামী। [সূরা আনআ'মঃ ৮২।]

অন্যত্র বলেছেনঃ

﴿ وَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُوْنَ ○﴾(106:12)

[১] আররাহীকুল মাখতুম - মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারাকপূরী, পৃষ্ঠা ৪৮ -৪৯ দ্রষ্টব্য।

অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। [সূরা ইউসূফঃ ১০৬।]

উভয় আয়াত থেকে একথা প্রমাণ হচ্ছে যে, কিছু লোক কালিমা পড়া এবং রিসালত ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখা সত্ত্বেও শিরকে রত আছে। এরূপ লোকদেরকে বলা যেতে পারে কালিমা পাঠকারী মুশরিক।

৬ - শিরকের প্রকারভেদ

শিরক দুই প্রকার। শিরকে আকবর বা বড় শিরক এবং শিরকে আসগর বা ছোট শিরক। আল্লাহর সত্ত্বা, ইবাদত এবং গুণাবলীর মধ্যে অন্য কাউকে অংশিদার মনে করা বড় শিরক। বড় শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি ইসলামের গন্ডির বাইরে চলে যায়। তার শাস্তি সদা সর্বদার জন্য জাহান্নাম। যেমন, সুরা তাওবার নিম্নবর্ণিত আয়াতে আছে -

﴿ وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُوْلٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَ فِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○﴾(17:9)

মুশরিকদের জন্য এটি নয় যে, তারা শিরকে নিমজ্জীত থাকাবস্থায় আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে। এদের সবল আমল ধ্বংস হয়ে গেছে আর এরা তো চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। (তাওবাহঃ ১৭।)

শিরকে আকবর ব্যতীত কিছু এমন বস্তু আছে যাকে হাদীসে শিরক বলা হয়েছে। যেমনঃ লোক দেখানো উদ্দেশ্যে কাজ করা, গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা ইত্যাদি। এগুলোকে শিরকে আসগর তথা ছোট শিরক বলে। শিরকে আসগরে লিপ্ত ব্যক্তি ইসলামের গন্ডির বাইরে যায় না, তবে বড় পাপে লিপ্ত হয়। কবীরা গুণাহের শাস্তি হল যতক্ষণ আল্লাহ চান জাহান্নামে থাকতে হবে। আর শিরকে আসগর থেকে তাওবা না করা কখনো বড় শিরকের কারণও হতে পারে।

মনে রাখবেন, শিরকে খফীর অর্থ হল গুপ্ত শিরক, যা কোন মানুষের ভিতর লোকানো থাকে। এটি বড় শিরকও হতে পারে এবং ছোট শিরকও হতে পারে।

পরিশিষ্ট ঃ ২

মুশরিকদের প্রমাণাদি ও তার পর্যালোচনা

কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে মুশরিকরা শিরকের পক্ষে তিন ধরণের দলীল-প্রমাণ দিয়ে থাকে। নিম্নে আমরা আলাদা আলাদা করে তাদের প্রত্যেকটি দলীল-প্রমাণের উপর পর্যালোচনা ও বস্তুনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণ পেশ করছি।

প্রথম দলীল ও তার পর্যালোচনা

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, মুশরিকরা আল্লাহ তাআ'লাকে বড় প্রতিপালক, সর্বোচ্চ উপাস্য ও বড় খোদা (Great God) মনে করে। স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং মালিক মনে করে। যখন মৃত্যু সংকটে পড়ে তখন শুধু নির্ভেজাল ভাবে তাঁকেই ডাকে। কিন্তু সাথে সাথে তাদের এই বিশ্বাস ও ছিল যে, ওলীগণ যেহেতু আল্লাহর কাছে মর্যাদাপূর্ণ হয় এবং আল্লাহর অধিক প্রিয় হয়, সেহেতু আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে নিজের কিছু অধিকার দিয়ে দেন। কাজেই তাদের কাছে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রার্থনা করা যেতে পারে, প্রয়োজনে সাহায্য প্রার্থনা করা যেতে পারে। তারাও তাকদীরে কিছু করা তথা ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে এবং মানুষের ডাক ও প্রার্থনা শুনতে পরে। মুশরিকদের এই আকীদাকে আল্লাহ তাআ'লা এই ভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

﴿ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ○﴾(74:36)

''মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে যেন তারা তাদের সাহায্য করতে পারে। [সূরা ইয়াসীনঃ৭৪]

এই আকীদা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই আরবের মুশরিকগণ মুর্তিরূপে তাদের ওলী বুজর্গদের ডাকত এবং তাদের কাছে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রার্থনা করত। সেই একই আকীদার বশবর্তী হয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈনরা মূর্তী, প্রতীমা রূপে তাদের মহামণিষীদের কাছে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রার্থনা করে থাকে। আবার কিছু 'মুসলিম' নামধারী লোকেরাও সেই একই আকীদার বশবর্তী হয়ে তাদের ওলী-বুজর্গদের ডাকেন এবং উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাদের কাছে প্রার্থনা করেন। (১)

---

১ এখানে একথা উল্লেখ্য যে, কারণ কিংবা মাধ্যমের জগত হিসেবে কোন উপস্থিত জীবিত মানুষ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক নয়। কিন্তু কারণ ও মাধ্যমের জগতের উর্ধ্বে গিয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা শিরক। যেমন সমুদ্রে ডুবন্ত জাহাজের লোকজন যদি ওয়্যার্লেস ইত্যাদির মাধ্যমে বন্দরে উপস্থিত লোকদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তা হলে তা শিরক হবে না। কারণ ডুবন্ত লোকজনের ওয়্যার্লেসের মাধ্যমে জীবিত লোকজনদের খবর দেয় এবং বন্দরে উপস্থিত লোকজনের হেলিকপ্টার

সৈয়দ আলী হাজেবেরী (রহঃ) স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কাশফুল মাহজুবে' বলেনঃ আল্লাহর ওলীগণ বিশ্বের পরিচালক ও দুনিয়ার তত্ত্বধায়ক। আল্লাহ তাআ'লা বিশেষভাবে তাঁদেরকে বিশ্বের শাসক নির্ধারণ করেছেন। আর বিশ্বের শাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদেরকে দিয়েছেন। আর বিশ্বের কার্যাদি তাদের সাহসের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। ([১])

হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া স্বীয় প্রসিদ্ধ 'ফাওয়ায়িদুল ফুওয়াদ' গ্রন্থে বলেছেনঃ শায়খ নিযামুদ্দীন আবুল মুওয়ায়্যিদ সর্বদা বলতেনঃ আমার মৃত্যুর পর যদি কারো কোন সমস্যা হয় তাহলে তাকে তিন দিন পর্যন্ত আমার কবর যিয়ারত করতে বল। যদি তিন দিনে সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে চার দিন আসবে। আর যদি চার দিনেও পূর্ণ না হয় তাহলে আমার কবর ধ্বংস করে দেয়ার অনুমতি তার জন্য রইল। ([২])

জনাব আহমদ রেযা খান ব্রেলবী বলেনঃ ওলীগণ মৃতকে জীবিত করতে পারেন এবং সমগ্র জগত এক কদমে সফর করতে পারেন। ([৩])

তিনি আরো বলেছেনঃ ওলীগণ তাদের কবরে চিরঞ্জীব। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি পূর্বের তুলনায় অনেকহারে বেড়ে যায়। ([৪])

ফারসী ভাষার এক কবি উক্ত আকীদা বিশ্বাসটি প্রকাশ করেছেন এভাবে

اولیا راهسهت قدرت از اله : تیرجسته بازکردایند زاره

ইত্যাদির মাধ্যমে ঘটনাস্থলে পৌছা এবং তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা ইত্যাদি এসকল কাজ হল ==
=কারণ ও মাধ্যমের জগতের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু ডুবন্ত লোকেরা যদি' بکرداب بلا افتاد کشتی : مددکن یا معین الدین حسستی'' ''বাগেরদাবে বালা উফতাদ কাশতী, মদদ কুন ইয়া মুঈনউদ্দিন চিশতী', অর্থাৎ আমার জাহাজ সামুদ্রিক তুফানের শিকার হয়েছে, হে মুঈনউদ্দিন চিশতী আপনি আমাদের সাহায্য করুন।'' বলে দোহাই দিতে থাকে তাহলে তা হবে শিরক। কারণ এরূপ ফরিয়াদকারীর আকীদা-বিশ্বাস হল, প্রথমতঃ খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী মৃত্যুর পরেও সহস্র মাইল দুরে থেকে শুনার শক্তি রাখেন অর্থাৎ তিনি আল্লাহর মতই শ্রবণশীল। দ্বিতীয়তঃ ফরিয়াদ শুনার পর খাজা মুঈনউদ্দিন চিশতী ফরিয়াদকারীর সাহায্য করা এবং তার সমস্যা দুর করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর মত ক্ষমতাশালী। উল্লেখিত দু'ধরণের ডাক-ফরিয়াদে কি পার্থক্য রয়েছে তা সবার কাছে স্পষ্ট।

[১] তাছাওউফ কি তিন আহাম কিতাবেঁ। (তাছাওউফের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বই)। সৈয়দ আহমদ আরোজ কাদেরী, পৃষ্ঠাঃ৩২, ভারত পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত।

[২] প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯।

[৩] ব্রেলবিয়্যত - আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর, পৃষ্ঠা ১৩৪ ও ১৩৫।

[৪] ব্রেলবিয়্যাত, পৃষ্ঠাঃ ১৪১।

অর্থাৎ ওলীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে এতই শক্তি প্রাপ্ত হন যে, তারা কামান থেকে বের হওয়া গোলাকে প্রত্যাবর্তন করাতে পারেন।

আর এক পাঞ্জাবী কবি উক্ত আকীদা বিশ্বাসটি প্রকাশ করেছেন এভাবে ঃ-

هته ولى دى قلم ربانى لكهى جو من بهاوى : رب ولى نون طاقت بخشى لكهى ليكه متاوى

অর্থাৎ আল্লাহর কলম হল ওলীদের হাতে। ওলীদেরকে আল্লাহ তাআ'লা এই শক্তি দিয়েছেন যে, তারা যা ইচ্ছা লিখতে পারে আর যা ইচ্ছা মিটাতে পারে।

ওলী-বুজর্গদের ব্যাপারে এধরণের অতিরঞ্জিত আকীদা-বিশ্বাসের ফলে লোকেরা ওলীদের নামের দোহাই দিয়ে থাকে এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে।

স্বয়ং 'ইমামে আহলে সুন্নাত' হযরত আহমদ রেজাখান ব্রেলভী শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী সম্পর্কে বলেছেনঃ 'হে আব্দুল কাদের! হে কল্যাণকারী! চাওয়া বিহীন দানকারী! হে কল্যাণ ও অনুদানের মালিক! তুমি মহান এবং উচ্চ মর্যাদাশালী। আমাদের উপর অনুগ্রহ কর এবং ভিক্ষুকের ডাক শুন। হে আব্দুল কাদের! আমাদের আশা পূর্ণ কর। [১]

জনাব আহমদ রেজাখান সম্পর্কে জনৈক কবি স্বীয় ভক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেনঃ

جار جانب مشكلين هين ايك مين = اى ميرى مشكل كشا أحمد رضا

لاج ركه ميرى يهيلى هاته كى = اى ميرى حاجت روا احمد رضا

অর্থাৎ হে আমার সমস্যা সমাধানকারী আহমদ রেজা! চতুষ্পার্শ্বে সমস্যা আর সমস্যা। অথচ আমি একা, হে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণকারী। আমার উঠন্ত হাতের সম্মান বজায় রাখুন।

শায়খ আব্দুলকাদের জীলানী (রঃ) সম্পর্কে জনৈক কবি বলেছেনঃ

امداد كن امداد كن از رنج وغم آزاد كن = در دين ودنيا شاد كن يا شيخ عبد القادرا

অর্থাৎ হে আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) আমায় সাহায্য কর, আমায় সাহায্য কর, আমাকে প্রত্যেক চিন্তামুক্ত কর এবং দ্বীন-দুনিয়ার সকল ব্যাপারে আমাকে খুশী কর।

হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে জনৈক আরবী কবি স্বীয় ভক্তির কথা ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ-

---

[১] ব্রেলবিয়াত, পৃষ্ঠাঃ ১৩০ ও ১৩১।

نَـادِ عَـلِيًّـا مَـظْهَـرُ الْـعَـجَـائِـبِ تَـجِـدْهُ عَوْنًـا فِـى النَّوَائِـبِ
كُـلُّ هَـمٍّ وَ غَـمٍّ سَيَـنْـجَـلِـىْ بِـوَلَايَتِكَ يَـا عَـلِـىُّ يَـا عَـلِـىُّ

অর্থাৎ আশ্চার্যাাবিস্কারী আলীকে ডাক, যে কোন মুছীবতে তাকে সাহায্যকারী পাবে। হে আলী! আপনার বেলায়তের উসীলায় সকল চিন্তা দুর হয়ে যাবে।

এসকল চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসকে সামনে রেখে ইয়া মুহাম্মদ ইয়া আলী, ইয়া হুসাইন, ইয়া গাউসুল আজম ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ডাকার বাস্তবতা অতি সহজে অনুমেয়। আর এসকল শব্দের পিছনে কিরূপ আকীদা কাজ করছে তাও সবার জানা কথা।

ওলী-বুজর্গদের ব্যাপারে এ সকল ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা ও বাতিল আকীদা-বিশ্বাস যা পাওয়া যাচ্ছে তাকে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখা দরকার যে, সত্যিই কি ওলীরা তাদের ভক্তদের ধারণামতে এত বেশী শক্তির মালিক হয়ে থাকেন?

প্রথমে কুরআনে মজীদের কতিপয় আয়াত দ্রষ্টব্যঃ-

﴿ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝ ﴾(13:35)

১. তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে ডাকো, তারা একটি পাখার মালিকও নন। [সূরা ফাতিরঃ ১৩।]

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَ مَالَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّ مَالَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ۝ ﴾(22:34)

২. বলুন তোমরা তাদেরকে আহবান কর, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। তারা নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। [সূরা সাবাঃ ২২।]

﴿ مَالَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا يُشْرِكُ فِىْ حُكْمِهٖ اَحَدًا ۝ ﴾(26:18)

৩. বলুন তারা কতকাল অবস্থান করেছেন তা আল্লাহই ভাল জনেন। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শুনেন। তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহাযাকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না। [সূরা কাহ্ফঃ ২৬।]

এসকল আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা স্পষ্টভাবে বলেছেনঃ আমি পৃথিবী পরিচালনা, স্বীয় কার্যাবলী এবং অধিকারসমূহে অন্য কাউকে অংশীদার করি নি। আমি ব্যতীত অন্য যাদেরকে মানুষেরা ডাকে, বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রার্থনা করে তারা কিঞ্চিত মাত্রায়

কোন অধিকার বা শক্তি রাখে না এবং তাদের কেউ আমার সাহায্যকারীও নয়। এই পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পয়গম্বর তথা প্রতিনিধি হওয়ার কারণে তাঁরা সবচেয়ে বেশী আল্লাহর প্রিয়। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা অনেক নবীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁরা কিভাবে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। সম্প্রদায় তাদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে, কাউকে বন্দী করে রেখেছে, কাউকে হত্যা করে দিয়েছে, কাউকে মারধর করেছে, কিন্তু নবীরা নিজের সম্প্রদায়ের কোন কিছু করতে পারেন নি। হযরত হুদ (আঃ) নিজের সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় মানে নি বরং বলেছেঃ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 'আচ্ছা তা হলে সেই শাস্তি নিয়ে আসেন, যার ধমক আপনি আমাদেরকে দিচ্ছেন, যদি আপনি সত্য হয়ে থাকেন। [সূরা আরাফঃ ৭০] একথার উত্তরে আল্লাহর নবী শুধু মাত্র বললেনঃ فانتظروا إنى معكم من المنتظرين তাহলে তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। অর্থাৎ আযাব নিয়ে আসা আমার শক্তিতে নেই। [সূরা আরাফঃ ৭১]।

এরূপ ঘটনা অনেক নবীদের ক্ষেত্রে হয়েছে। তবে এখানে আমরা হযরত লূত (আঃ) এর ঘটনাটি সবিস্তারে বলতে চাই। তাঁর সম্প্রদায় সমকামিতার অপকর্মে লিপ্ত ছিল। ফেরেশতাগণ সুন্দর ছেলেদের রূপে আযাব নিয়ে তাদের কাছে আসলেন। তখন লূত (আঃ) স্বীয় দুস্কর্মকারী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে চিন্তা করে ঘাবড়ে গেলেন এবং বললেনঃ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ আজকের দিন তো বড় মুছিবতের দিন। [সূরা হুদঃ ৭৭] তারপর নিজের সম্প্রদায়ের কাছে দরখাস্ত করে বললেনঃ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ۝﴾ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে তুচ্ছ ও লজ্জিত কর না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল লোক নেই। [সূরা হুদঃ ৭৮]। সম্প্রদায়ের উপর তার কাকুতি মিনতি কোন প্রভাব ফেলল না, তখন তিনি বাধ্য ও অক্ষম হয়ে বললেনঃ هولاء بناتى إن كنتم فاعلين . 'যদি তোমরা কিছু করতেই চাও তাহলে আমার মেয়েরা (বিবাহের জন্য) প্রস্তুত আছেন'। [সূরা হিজরঃ ৭১] হতভাগা সম্প্রদায় এতেও সন্তুষ্ট হল না। তখন লুত (আঃ) এর জবানে অত্যন্ত আফসোসের সহিত একথা চলে আসলোঃ لو أن لى بكم قوة أو أوى إلى ركن شديد 'হায়, যদি আমার কাছে তোমাদের ঠিক করার মত শক্তি থাকত, কিংবা আশ্রয়ের জন্য শক্তিশালী কোন উপায় থাকত তাহলে আমি তা করতাম। [সূরা হুদঃ ৮০]। হযরত লুত (আঃ) এর ঘটনার দিকে একটু চিন্তা করে দেখুন, পয়গম্বরের এক একটি শব্দ থেকে অক্ষমতা প্রকাশ হচ্ছে, চিন্তার বিষয় হল, যে ব্যক্তি ইলাহী শক্তির মালিক, সে কি মেহমাহনের সামনে শত্রুর কাছে কাকুতি মিনতি করা সহ্য করবে? এমনিভাবে কোন শক্তিশালী ব্যক্তি কি নিজের মেয়েদের দুষ্ট লোকের সাথে বিবাহ দিতে রাজী হবে?

নবীকুল শিরোমনী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনের দিকে একবার লক্ষ্য করে দেখুন, মসজিদুল হারামে নামায পড়ছিলেন। যখন সাজদায় গেলেন তখন কাফেররা তাঁর পিঠের উপর উটের নাড়ি ভুঁড়ি রেখে দিল, হযরত ফাতেমা (রাঃ) এসে নিজের বাবাকে এই সংকটে সহযোগীতা করেন। উকবা ইবনু আবি মুআইত নামে এক মুশরিক রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গলায় চাদর দিয়ে শক্তভাবে টানল, আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এসে তাঁকে সেই মুশরিকের কবল থেকে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়ালেন। তায়েফে মুশরিকরা তাঁকে পাথর মেরে এতই আহত করে দিয়েছিল যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুতা মোবারক রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি এক বাগানে আশ্রয় নিলেন। তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মক্কা শরীফে প্রবেশ করার জন্য রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুত্ইম ইবনু আদী নামক এক মুশরিকের আশ্রয় নিতে হয়েছে। মক্কার মুশরিকদের অত্যাচার-অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে রাত্রির অন্ধকারে ঘরবাড়ী ত্যাগ করতে হয়েছে। উহুদের যুদ্ধে এক মুশরিক তাঁকে পাথর ছুড়ে আঘাত করতে তার লৌহ টুপির দুটি কড়ি খসে গিয়ে মুখে বিধেছিল, যা পরে ছাহাবীগণ বের করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হল, যখন তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খুবই চিন্তিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবগত করে দেয়া হল যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) পবিত্র। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পনেরশ সাথীদের নিয়ে মদীনা শরীফ থেকে উমরার জন্য বের হলেন। মক্কার মুশরিকরা তাঁকে পথে বাধা দিল, ফলে তিনি উমরা আদায় করতে পারলেন না। কতিপয় মুশরিকরা তাঁকে দুইবার ধোঁকা দিয়ে ইসলাম প্রচারের বাহানা করে সত্তুর/আশি জনের মত ছাহাবীকে শহীদ করে দিয়েছেন যার কারণে খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন।

পবিত্র সীরাতের এসকল ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমাদের সামনে এমন এক মানবের চিত্র আসে, যিনি পয়গম্বর হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নিয়ম-নীতি এবং ইচ্ছার সামনে অক্ষম। মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী (রাহঃ) কুরআন ও সুন্নাহের এই পদক্ষেপের খুব সুন্দর এবং সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় তিনি বলেনঃ

جهان دار مغلوب ومقهورهين وان = نبى اور صديق مجبور هين وان

نه برسش هى رحبان واحبار كى وان = نه برواهى ابرار واحرار كى وان

এখানে আল্লাহর শক্তির সামনে সব শক্তিশালী লোকেরা পরাজিত, নবী এবং সিদ্দীকরা পর্যন্ত অক্ষম ও অসহায়। আলেম-ওলামা ও পাদ্রী-ঋষির কাছেও কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় না এবং সৎ ও বুজর্গদেরও কোন পরোয়া সেখানে করা হয় না।

এখন এক দিকে ওলী বুজর্গদের আকীদা বিশ্বাস কিংবা তাদের দিকে নেসবতকৃত ঘটনাবলীকে সামনে রাখেন, অন্য দিকে কুরআনের শিক্ষা এবং কুরআন মজীদে বর্ণিত

নবীদের কাহিনী গুলোকে সামনে রাখেন, উভয়কে সামনে রেখে যে ফল বের হবে তা হল, হয়ত কুরআন-সুন্নাহের শিক্ষা এবং নবীদের সম্পর্কে বর্ণিত কাহিনী সমূহ শুধু মাত্র কাহিনী যার কোন বাস্তবতা নেই, অথবা ওলী বুজর্গদের আকীদা-বিশ্বাস কিংবা তাদের নামে বর্ণিত সব কাহিনী মিথ্যা ও বানোয়াট। উভয় পন্থা থেকে যার যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। তবে ঈমানদারদের জন্য হল একটি মাত্র পন্থা। তা হলঃ

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আপনি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন তা আমরা মেনে নিয়েছি। আর রাসূলের অনুসরন করেছি, অতএব আমাদের নাম সাক্ষীদাতাদের মধ্যে লিখে নিন। [সূরা আলে ইমরানঃ ৫৩।]

দ্বিতীয় প্রমাণ ও তার পর্যালোচনা

কিছু লোকেরা এই আকীদা পোষণ করে যে, ওলী বুজর্গরা হলেন আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। তারা আল্লাহর অতি প্রিয় বিধায় তাদের মাধ্যম ব্যতীত মহান আল্লাহ দরবারে পৌছা অসম্ভব। বলা হয় যে, যেমন পৃথিবীতে কোন বড় অফিসারের কাছে দরখাস্ত পৌছানোর জন্য বিভিন্ন সুপারিশের প্রয়োজন হয় তদ্রুপ আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন পেশ করার জন্যেও সুপারিশের তথা 'উসীলা' ধরার প্রয়োজন রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি উসীলা তথা সুপারিশ কিংবা মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহর কাছে স্বীয় উদ্দেশ্য পেশ করে তা হলে সে এরূপ অসফলকাম হবে যেরূপ বড় অফিসারের কাছে সুপারিশ বিহীন দরখাস্ত অসফলকাম হয়।

কুরআন মজীদে তাদের এই আকীদার কথা এভাবে বলা হয়েছে -

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ○﴾(3:39)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে নিজের অভিভাবক মনে করে, তারা বলে, আমরা তো এদের ইবাদত করি এজন্যই যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন। [সূরা ঝুমারঃ৩।]

শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী (রঃ) এর দিকে নেসবতকৃত নিম্নের উক্তিটি এই আকীদা বিশ্বাসকেই স্পষ্ট করছে -'যখন তোমরা আল্লাহর কাছে কিছু চাইবে তখন আমার উসীলায় চাইবে, যেন তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি কোন মুছীবতে আমার উসীলায় সাহায্য চাইবে তার দুঃখ দুর হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কোন সংকটে আমার নাম ডাকবে তার সংকট দুর হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি আমার উসীলায় কোন উদ্দেশ্য পূরণের দুআ' করবে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। ([1]) তাই শাইখের ভক্তরা দুআ'

[1] শরীয়ত ও তরীকত, পৃষ্ঠাঃ ৩৯৬।

করার সময় এরকম বলেঃ . الٰهى بحرمة غوث الثقلين اقض حاجتى হে আল্লাহ উভয় জাহানের ফরিয়াদ শ্রবণকারী শায়খ আব্দুলকাদের জীলানীর উসীলায় আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ কর। জনাব আহমদ রেজাখান ব্রেলবী বলেনঃ ওলীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা, তাদেরকে ডাকা, তাদের উসীলা ধরা, বৈধ এবং পছন্দনীয় কাজ। ন্যায়ের শত্রু অথবা অহংকারী ব্যতীত অন্য কেউ তা অস্বীকার করবে না। ([১])

উসীলা ধরার ব্যাপারে হযরত জুনাইদ বাগদাদীর নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। একদা হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাঃ) ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ বলতে বলতে সমুদ্র পার করলেন। কিন্তু তাঁর শাগরিদকে বললেনঃ তুমি ইয়া জুনাইদ, ইয়া জুনাইদ বলে চলে আস। তারপর শয়তান এসে মুরীদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল। (অতঃপর সে মনে মনে বললঃ) পীর সাহেব যেমন ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ বলে চলে গেছেন আমিও ইয়া আল্লাহ বলব না কেন? যখন সে ইয়া আল্লাহ বলল, তখন সাথে সাথে সে ডুবতে লাগল। তারপর জুনাইদকে ডাকল। জুনাইদ বললেনঃ তুমি ইয়া জুনাইদ, ইয়া জুনাইদ বলতে থাক। যখন কিনারায় চলে গেল তখন জিজ্ঞাসা করল। হযরত! একি কথা? তখন বললেনঃ হে আহমক! এখনো তুমি জুনাইদ পর্যন্ত পৌছতে পারনি অথচ তুমি আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে যেতে চাও। ([২])

আল্লাহ তাআ'লা পর্যন্ত পৌছার জন্য ওলী বুজর্গদের উসীলা ধরার আকীদা সঠিক না ভুল? তা বুঝার জন্য আমাদেরকে কুরআন-সুন্নাহের দিকে রুজু করতে হবে। যেন আমরা জানতে পারি যে শরীয়ত এ ব্যাপারে কি মীমাংসা দেয়।

প্রথমে কুরআন মজীদের কতিপয় আয়াত অধ্যয়ন করে দেখিঃ

১. (60:40)﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ○ ﴿

অর্থাৎ তোমার প্রভূ বলে তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের দুআ' কবুল করব। [সূরা মু'মিনঃ ৬০।]

(186:2) ﴾ وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ○ ﴿

অর্থাৎ, যখন আমা বান্দাগণ আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে তখন আপনি তাদেরকে বলুন, আমি অনেক নিকটে। যখন কোন ডাকদাতা ডাক দেয় তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই। [সুরা বাকারাঃ ১৬৮।]

৩. (61:11)﴾ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ○ ﴿

---

[১] ব্রেলবিয়্যাত, পৃষ্ঠাঃ ১১০।

[২] শরীয়ত ও ত্বরীকাত, পৃষ্ঠা ৩২৮।

"নিশ্চয় আমার প্রভু অতি নিকটে এবং উত্তর দান কারী। [সূরা হুদ ৬১।]

উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে নিম্নোল্লেখিত বিষয়গুলি জানা যায়ঃ

১ - আল্লাহ তাআ'লা নির্বিশেষে সকল বান্দাকে সে পুণ্যবান হোক বা পাপী, পরহেজগার হোক বা গুণাহগার, জ্ঞানী হোক বা অজ্ঞ, মুরশিদ হোক কিংবা মুরীদ, আমীর হোক কিংবা গরীব, পুরুষ হোক বা মহিলা সবাইকে এই আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা সবাই সরাসরি আমাকে ডাক, আমারই কাছে তোমাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দুআ কর এবং আমার কাছেই দুআ ও ফরিয়াদ কর।

২ - আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সকল বান্দার অতি নিকটে [জ্ঞান ও শক্তির সাথে]। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দরখাস্ত নিজেই আল্লাহর কাছে পেশ করতে পারে। তাঁর কাছে নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতে পারে। রাতের অন্ধকারে হোক কিংবা দিনের আলোতে, বন্ধ কামরায় একাকী হোক বা জনসমুদ্রের মাঝে, সফরে হোক বা মুকীম অবস্থায়, জঙ্গলে হোক বা মরুভূমিতে এবং সমুদ্রে হোক বা আকাশে, যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা আল্লাহকে ডাকতে পারে। তাঁর সাথে কথা-বার্তা বলতে পারে। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির গর্দানের শিরার চেয়েও অতি নিকটে।

৩ - আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সকল বান্দার সমূহ দুআ' ও ফরিয়াদের উত্তর দান করে থাকেন কোন মাধ্যম ও উসীলা বিহীন। চিন্তা করুন যে শাসক প্রজাদের দরখাস্ত গ্রহণের জন্য চব্বিশ ঘন্টা নিজের দরবার খোলা রাখেন এবং এ গুলোর ব্যাপারে মীমাংসাও নিজেই করেন। সেরূপ শাসকের কাছে দরখাস্ত পেশ করার জন্য কারো উসীলা, সুপারিশ কিংবা মাধ্যম তালাশ করা অজ্ঞতা বৈ কি?

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস গুলিতে যত দুআ' বর্ণিত আছে এ গুলোর মধ্যে কোন নিতান্ত যঈফ হাদীস ও এরূপ নেই যেটিতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ থেকে কোন উদ্দেশ্য প্রার্থনা করার সময় নবীদের মধ্য থেকে কোন নবী যথা ঃ ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাঈল (আঃ) মূসা (আঃ) অথবা ঈসা (আঃ) এর মাধ্যম ধরার কথা বর্ণিত আছে। এমনিভাবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর ছাহাবীদের থেকে এরূপ কোন ঘটনা বর্ণিত নেই যাতে তারা দুআ' করার সময় নবীকুল শিরোমনি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উসীলা বা মাধ্যম দিয়ে দুআ করেছেন। যদি উসীলা বা মাধ্যম ধরা বৈধ হত তা হলে ছাহাবীদের জন্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে বড় উত্তম ও উৎকৃষ্ট কোন মাধ্যম ছিল না। যে কাজ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবীগণ করেন নি, আজ হঠাৎ করে সেই কাজের বৈধতা আসবে কোথা থেকে ?

এবার আসুন আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য উসীলা বা মাধ্যমের আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে যে সকল দুনিয়াবী যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করা হয়, তা কতটুকু ঠিক, তা একটু

খতিয়ে দেখি। পৃথিবীতে যে কোন উচ্চ অফিসারের কাছে পৌছার জন্য উসীলা বা মাধ্যমের প্রয়োজন নিম্ন বর্ণিত কারণে হতে পারে ঃ -

১ - উচ্চ পদের অফিসারদের দরজায় সব সময় দারোয়ান বসে থাকে। যে সব দরখাস্ত দাতাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয় না। যদি অফিসারের কোন নিকটতম ব্যক্তি বা আত্মীয় হয়, তাহলে এই বাধা অতিসত্ত্বর দুর হয়ে যায়। কাজেই এখানে উসীলা বা মাধ্যমের প্রয়োজন রয়েছে।

২- যদি অফিসার আবেদনকারীর অবস্থা এবং তার লেনদেনের ব্যাপারে অবগত না থাকেন, তখনও উসীলা বা মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, যেন অফিসার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে আস্থাপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে।

৩ -যদি অফিসার পাষাণ, স্বৈরাচার ও জালিম হয়ে থাকে তখনও উসীলা বা মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। যেন আবেদনকারী তার অন্যায়, অনাচারের শিকার না হয়।

৪ - যদি উচ্চ অফিসার থেকে কোন অবৈধ সুবিধা লাভ উদ্দেশ্য হয় যেমন ঘুষ দিয়ে বা নিকটাত্মীয় যথাঃ পিতা-মাতা, স্ত্রী বা সন্তানদের প্রভাবের মাধ্যমে কোন সুবিধা অর্জন উদ্দেশ্য হয় তখনও উসীলা বা মাধ্যমের প্রয়োজন বোধ হয়।

এগুলো হল কয়েকটি দিক, যেখানে পৃথিবীতে উসীলা ধরা বা মাধ্যম নেয়ার প্রয়োজন বোধ হয়, এসব কিছুকে মনে রেখে একটু চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহর কাছে কি কোন দারোয়ান নির্ধারিত আছে? যার কারণে সাধারণ লোকেরা দরখাস্ত দিতে চাইলে তাদের জন্য দুস্কর হবে আর কোন প্রিয় বা নিকটতম হলে তার জন্য সাধারণ অনুমতি থাকবে? আল্লাহ তাআ'লা কি বাস্তবে দুনিয়ার অফিসারদের ন্যায় স্বীয় সৃষ্টির অবস্থা থেকে অজ্ঞ যে, তা জানার জন্য কোন উসীলার প্রয়োজন হবে? আল্লাহর সম্পর্কে আমরা কি এই আকীদা পোষণ করি যে, তিনি জুলাম, অত্যাচার ও অন্যায় করতে পারেন? আল্লাহর সম্পর্কে আমরা কি একথা বিশ্বাস করতে পারি যে, দুনিয়াবী ন্যায়লয়ের মত তাঁর দরবারেও ঘুষ বা উসীলার মাধ্যমে কোন সুবিধা আদায় করা যাবে? যদি এসবের উত্তরে আপনি হাঁ বলেন, তা হলে কুরআন মজীদ এবং হাদীসে বর্ণিত সকল গুণাবলী যথাঃ রহমান, রহীম, করীম, রউফ, ওয়াদূদ, সামী, বাছীর, আলীম, কাদীর, খাবীর এবং মুকসিত ইত্যাদিও অস্বীকার করেন। আর তার সাথে সাথে এটাও মেনে নেন যে, এই পৃথিবী যেরূপ জুলুম-অত্যাচার, অন্ধকার ও মগের মুল্লুকের নিয়ম চলছে, সে রূপ নিয়ম (নাউযুবিলল্লাহ) আল্লাহর কাছেও চলছে।

আর যদি এ সকল প্রশ্নের উত্তর 'না' দিয়ে হয়, আর বাস্তবিকেও না দিয়েই হল এসবের উত্তর। তা হলে চিন্তা করা দরকার যে, উল্লেখিত কারণগুলি ব্যতীত উসীলা বা মাধ্যম ধরার পক্ষে অন্য কোন কারণ আছে কি?

এ বিষয়টিকে একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা আর একটু ভালভাবে বুঝাতে চাই। তা হল, লক্ষ্য করুন, যদি কোন মুখাপেক্ষী ব্যক্তি পঞ্চাশ কিংবা একশ' মাইল দুরে নিজের ঘরে বসে কোন অফিসারকে নিজের দুশ্চিন্তা ও সংকটের কথা বলতে চায়, তা কি সম্ভব? কখনো না, বরং আবেদনকারী ও সাহায্যকারী উভয়ে মাধ্যমের মুখাপেক্ষী। মেনে নেন যে, আবেদনকারীর আবেদন পত্র কোন উপায়ে অফিসারের কাছে পৌছানো হল, তাহলে এখন কি সেই অফিসার নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে আবেদনকারীর বর্ণিত অবস্থা সত্যায়ন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে? কখনো না। কারণ মানুষের জ্ঞান এতই সীমিত যে, কারো সঠিক অবস্থা জানার জন্য সে নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর মুখাপেক্ষী। মনে করেন, উচ্চ অফিসার তাঁর নিতান্ত প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার কারণে নিজেই বাস্তবতার গহবরে পৌছল। তা হলে তার পক্ষে কি এটা সম্ভব যে, সে নিজের অফিসে বসে পঞ্চাশ মাইল দুরের আবেদনকারীর সমস্যার সমাধান করে দিবে? কখনো না, বরং এরূপ করার জন্যও তাকে উসীলার মুখাপেক্ষী হতে হবে। যেন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করার জন্য উসীলার মুখাপেক্ষী আর অফিসার সহযোগীতার জন্য মাধ্যমের মুখাপেক্ষী। কুরআন মজীদে একথাকে আল্লাহ তাআ'লা এভাবে বলেছেনঃ ضعف الطالب و المطلوب 'সাহায্য প্রার্থনাকারী ও যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে উভয় দুর্বল। [সূরা হজ্জঃ ৭৩]

এর বিপরীতে আল্লাহর অধিকারের গুণাবলী ও তাঁর পরিপূর্ণ শক্তির অবস্থা হল এই যে, সাত জমিনের নীচে পাথরের ভিতর অবস্থিত ছোট্ট পিপড়ার ডাকও শুনেন এবং তার অবস্থার পূর্ণ খবর রাখেন। আর কোটি কোটি মাইল দুর থেকে কোন উসীলা বা মাধ্যম ব্যতীত তার সমস্যা ও সমাধান করেছেন। তাহলে দেখুন, আল্লাহর গুণাবলী ও শক্তির সাথে মানুষের গুণাবলী ও শক্তির কোন তুলনা নেই। সুতরাং আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে দুনিয়াবী উদাহরণ দিয়ে উসীলা বা মাধ্যম প্রমাণ করার কোন অর্থই হয় না।

বাস্তব কথা হল, আল্লাহ তাআ'লার ব্যাপারে সকল দুনিয়াবী দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র শয়তানী ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। অসীম গুণাবলীর মালিক আল্লাহ তাআ'লার মোবারক সত্তার অবস্থাকে নিতান্তই সীমিত এবং ক্ষণিকের জন্য কিছু অধিকারের মালিক মানুষদের অবস্থার সাথে তুলনা করা এবং আল্লাহ তাআ'লার জন্য উচ্চ অফিসারের উদাহরণ দেয়া অনেক বড় বেয়াদবি ও অসম্মানী। আল্লাহ তাআ'লা নিজেই মানুষকে তাঁর ব্যাপারে দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ দিতে নিষেধ করে বলেছেনঃ ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾ 'হে লোকেরা তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে উদাহরণ দিও না।। নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা জানেন কিন্তু তোমরা জান না। (সূরা নাহালঃ ৭৪।)

মোটকথা, কুরআন-সুন্নাহের দৃষ্টিতে উসীলা বা মাধ্যম ধরা বৈধ প্রমাণ হয় না, এবং কোন যুক্তিও তার পক্ষে নেই, سبحان الله وتعالى عما يشركون অর্থাৎ লোকেরা যা শিরক করে তা থেকে আল্লাহ তাআ'লা পূর্ণ পবিত্র ও সর্বোচ্চ। [সূরা কাছাছঃ ৬৮]

তৃতীয় প্রমাণ ও তার পর্যালোচনা

কিছু লোকের ধারণা হল, ওলীগণ যেহেতু আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও নৈকট্য লাভকারী হন, সেহেতু আল্লাহর কাছে তাদের অনেক প্রভাব হয়ে থাকে। যদি মান্নত ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা যায় তা হলে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে আমাদের ক্ষমা করিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে তাদের এই আকীদাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে। ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন সবের ইবাদত করে যারা তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারে না বা তাদের কোন লাভও করতে পারে না। আর তারা বলেঃ এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। [সূরা ইউনুসঃ ১৮।]

জনাব খলীল বারাকাতী নামক এক বুজুর্গ এই আকীদার কথা ব্যক্ত করেছেন এভাবে ''নিশ্চয় ওলী ও ফকীহগণ তাদের অনুসারীদের সুপারিশ করবেন, এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন যখন তাদের রূহ বের হয়, যখন মুনকার-নকীর প্রশ্ন করেন, যখন তাদের হাশর হবে, যখন তাদের আমলনামা খুলবে, যখন তাদের থেকে হিসাব গ্রহণ করা হবে, যখন তারা আমল পাবে, যখন তারা পুলছেরাতে চলবে। মোটকথা সর্বাবস্থায় ওলীরা তাদের অনুসারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং কখনো তাদের থেকে গাফেল থাকবেন না। ([১])

সুপারিশের বিষয়ে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর এক ঘটনা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য উল্লেখ করছি, যদ্বারা একথা উপলব্ধি করা অতি সহজ হবে যে, কিছু লোকেরা ওলীদেরকে কিরূপ অধিকার সম্পন্ন ও সুপারিশবহ মনে করেন। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ- যখন শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী পৃথিবী থেকে মৃত্যু বরণ করলেন, তখন এক বুজর্গকে স্বপ্নে বললেনঃ যখন মুনকার-নকীর আমাকে জিজ্ঞেস করল, মান রাব্বুকা' আপনার প্রভূ কে? তখন আমি বললামঃ ইসলামী নিয়ম হল, প্রথমে সালাম মুছাফাহা করা। ফেরেশতা তখন লজ্জিত হয়ে সালাম মুছাফাহা করলেন। মুছাফাহা করার সময় শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী ফেরেশতার হাত শক্তভাবে ধরলেন এবং বললেনঃ আদম সৃষ্টির সময়ঃ اتجعل فيها من يفسد فيها অর্থাৎ আপনি কি পৃথিবীতে এমন লোক সৃষ্টি করতে চান যারা তথায় ফ্যাসাদ করবে? -- বলে নিজের জ্ঞানকে আল্লাহর জ্ঞানের চেয়ে বড় ভাবার বেয়াদবী করলে কেন? আর সকল আদম সন্তানের প্রতি মারামারী ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অপবাদ দিলে কেন? তোমরা আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলে তারপর ছাড়ব, না হয় তোমদের ছাড়ব না। মুনকার-নকীর হতভম্ব হয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন এবং নিজেকে ছুটাতে চেয়ে ব্যর্থ হলেন। এই মহান শক্তিশালী পীরের সামনে ফেরেশতাদের শক্তি কি কাজে আসবে?

---

[১] ব্রেলবিয়্যাত, পৃঃ ৩১২।

বাধ্য হয়ে ফেরেশতারা আরজ করলঃ হুজুর! একথা তো সব ফেরেশতারা বলেছেন। কাজেই আপনি আমাদেরকে ছেড়ে দিন। যেন আমরা অন্যান্য সব ফেরেশতাদের কে জিজ্ঞেস করে বলব। তখন পীর সাহেব এক ফেরেশতাকে ছাড়লেন এবং আরেকজনকে ধরে রাখলেন। ফেরেশতা গিয়ে সব কিছু খুলে বলল। তখন অন্যান্য সব ফেরেশতা এই প্রশ্নের উত্তর দানে ব্যর্থ হলেন। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ আসল, তাতে বলা হল, তোমরা আমার প্রিয় বান্দার কাছে উপস্থিত হও এবং নিজের ভুল সংশোধন করে আস। যতক্ষণ সে ক্ষমা করবে না, মুক্তি হবে না। তারপর সকল ফেরেশতা শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী সাহেবের কাছে উপস্থিত হল এবং ক্ষমা প্রার্থী হলেন। এদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইঙ্গিত হল। তখন গাউসে আজম সাহেব বললেনঃ হে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা! আপনি স্বীয় দয়ায় আমার মুরীদদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে মুনকার নকীরের প্রশ্ন থেকে মুক্তি দান করুন। তাহলে আমি ফেরেশতাদের ভুল ক্ষমা করব। আল্লাহর আদেশ আসল যে, হে আমার প্রিয়! আমি তোমার দুআ' কবুল করেছি। তখন শায়খ সাহেব ফেরেশতাদেরকে ছেড়ে দিলেন এবং তাঁরা ফেরেশতা জগতে পৌঁছে গেলেন। (সংক্ষেপিত)।[১]

চিন্তা করুন এই ঘটনায় ওলীদের অধিকার সম্পন্ন হওয়া ওলীদের উসীলা ধরা এবং ওলীদেরকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী বানানোর বিশ্বাসের পক্ষে জোরে শোরে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, ওলীরা যখন চান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে কাউকে বাঁচাতে পারেন। আর আল্লাহর জন্য তাদের সুপারিশের পরিবর্তে আর কিছু করার থাকে না। বরং এই ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে ওলীগণ সুপারিশ গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহকে বাধ্য করতে পারেন। (নাউযুবিল্লাহ)।

এবার আসুন কুরআন কারীমে একটু দৃষ্টি দিয়ে দেখি যে, বাস্তবে আল্লাহর সামনে এরূপ সুপারিশ করা কি সম্ভব?

সুপারিশ সম্পর্কে কুরআন মজীদের কতিপয় আয়াতঃ

১. (255:2)﴿ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ﴾ কে আছে যে আল্লাহর কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করবে? । [সূরা বাক্বারাঃ ২৫৫।]

২. (28:21)﴿ وَ لَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى ﴾ 'ফেরেশতারা আল্লাহ তাআ'লা যাদের ব্যাপারে সুপারিশ শুনতে রাযী তারা ব্যতীত অন্য কারো জন্য সুপারিশ করবেন না। [সূরা আম্বিয়াঃ ২৮]

৩. قل لله الشفاعة جميعا 'বলুন, সব রকমের সুপারিশ একমাত্র আল্লাহরই অধিকারে। [সূরা ঝুমারঃ ৪৪]।

---

[১] তুহফাতুল মাজালিস, রিয়াজ আহমদ গৌহারশাহী, পৃষ্ঠা ৮ -১১, গুলিস্তানে আউলিয়া এর বরাত দিয়ে।

এসকল আয়াতে সুপারিশের জন্য যে সকল সীমার কথা বলা হল তা নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ শুধু সেই ব্যক্তিই সুপারিশ করতে পারবেন যাকে আল্লাহ তাআ'লা অনুমতি দিবেন।

দ্বিতীয়তঃ শুধু সেই ব্যক্তির বেলায় সুপারিশ করতে পারবে যার ব্যাপারে সুপারিশ করা আল্লাহ তাআ'লা পছন্দ করবেন।

তৃতীয়তঃ সুপারিশের অনুমতি দেয়া না দেয়া এবং গ্রহণ করা বা না করা ইত্যাদির সম্পূর্ণ অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহরই কাছে।

কুরআন মজীদে বর্ণিত এসকল সীমা রেখার অনুকুলে থেকে কিয়ামতের দিন নবীগণ ও সৎলোকেরা কিভাবে আল্লাহ তাআ'লার কাছ থেকে সুপারিশ করার অনুমতি গ্রহণ করবেন? এবং সেই সুপারিশের নিয়ম পদ্ধতি কি হবে? বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত দীর্ঘ এক হাদীস দ্বারা তা অনুমান করা অতি সহজ হবে। যাতে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন লোকেরা পালাক্রমে হযরত আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলবেনঃ আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন কিন্তু সকল নবী নিজ নিজ সাধারণ ভুলের কথা স্মরণ করে আল্লাহর ভয় উপলব্ধি করতঃ সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকবেন। পরিশেষে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হবেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে সুপারিশের অনুমতি চাইবেন। অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদায় পড়ে যাবেন এবং যতক্ষণ আল্লাহ চাইবেন ততক্ষণ সাজদায় পড়ে থাকবেন। তারপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ হে মুহাম্মদ! আপনি মাথা উঠান। আপনি সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তারপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করবেন এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমার ভিতরে থেকে সুপারিশ করবেন। (মাসআলা নং ৫০ দ্রষ্টব্য)।

কুরআন-সুন্নায় বৈধ সুপারিশের যে সকল সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, কুরআন মজীদে বর্ণিত নবীদের ঘটনাগুলি তার সত্যতা প্রমাণ করে। আমরা এখানে উদাহরণ স্বরূপ একজন মাত্র নবীর ঘটনা বলতে চাই। হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শত বৎসর রিসালতের দায়িত্ব আদায় করেন। যখন তাঁর সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর আযাব আসল তখন তাঁর মুশরিক ছেলেও ছিল ডুবন্ত লোকদের একজন। তা দেখে বৃদ্ধ বাবার মনে অবশ্যই নির্মম আঘাত লাগে, তাই তিনি আল্লাহর কাছে উভয় হাত উঠিয়ে আরয করলেনঃ

﴿ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۝ ﴾(45:11)

হে প্রভূ আমার ছেলে আমার পরিবার বর্গের একজন। আর আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য। আর আপনি সব চেয়ে বড় মীমাংসা কারী। [হুদঃ ৪৫।]

এর উত্তরে ইরশাদ হলঃ

﴿فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنِّیْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○﴾ (46:11)

হে নুহ! যে কথার বাস্তবতা তুমি জান না তার জন্য আমার কাছে সুপারিশ কর না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি জাহিলদের মত হওনা। [হুদঃ ৪৬।]

আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সতর্কবানীর পর হযরত নূহ (আঃ) কলিজার টুকরা ছেলের কথা ভুলে গেলেন এবং নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে বললেনঃ

﴿رَبِّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِیْ بِهٖ عِلْمٌ وَ اِلَّا تَغْفِرْلِیْ وَ تَرْحَمْنِیْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○﴾(47:11)

হে আমার প্রভূ আমি যা জানি না তা আপনার কাছে প্রার্থনা করার ভুলের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তা হলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। [হুদঃ ৪৭।] এমনিভাবে এক মহিমান্বিত নবী আল্লাহর কাছে নিজের ছেলের জন্য যে সুপারিশ করলেন তা প্রত্যাখ্যান করা হল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর ছেলে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকলেন।

কুরআন সুন্নাহের শিক্ষা জানার পরেও যদি কোন ব্যক্তি এই আকীদা পোষন করে যে, আমরা অমুক হযরত বা অমুক পীর সাহেবের নামে নযর-মান্নত করি। তাই তিনি কিয়ামতের দিন সুপারিশ করে আমাদেরকে বাঁচাবেন। তাহলে তাঁর পরিণামে সে সেই ব্যক্তির চেয়ে ভিন্ন হতে পারে না, যে স্বীয় কোন অপরাধকে ক্ষমা করানোর জন্য সরকারের কোন কর্মচারীকে বাদশাহের কাছে নিজের সুপারিশকারী বানিয়ে পাঠায়। অথচ সেই কর্মচারী নিজেও বাদশাহের মহানত্বের সামনে ভয়ে থর থর করে কাঁপে এবং সুপারিশ করা থেকে অপারগতা প্রকাশ করে। কিন্তু অপরাধী বারংবার বলেঃ হুজুর! বাদশাহের কাছে আপনি আমাদের সুপারিশকারী ও পক্ষাবলম্বনকারী। আপনিই আমাদের একমাত্র উসীলা ও মাধ্যম। তাহলে এরূপ অপরাধীর জন্য কি বাস্তবে সুপারিশ হবে? না কি সে স্বীয় নির্বুদ্ধিতার ও অজ্ঞতার কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে? ﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○﴾(3:35) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তারপরেও তোমরা কোত্থেকে ধোকা খাচ্ছ। [ফাতিরঃ ৩।]

পরিশিষ্ট ঃ ৩

শিরকের কারণসমূহ

এমনিতেই না জানি, ইবলিস দৃশ্য ও অদৃশ্য কত নিয়মে বা কি কি উপায়ে দিন-রাত 'শিরক' এর এই দুষ্ট বৃক্ষের গোড়ায় পানি দিয়ে যাচ্ছে। আর না জানি অজ্ঞ লোকদের সাথে সাথে কত যে পূণ্যবান দরবেশ, পবিত্রাত্মা বুজুর্গ, কাশফ-কারামত সম্পন্ন ওলী, শরীয়তের মুখপাত্র আলেম-ওলামা, দেশ ও জাতির রাজনৈতিক মুক্তিদূত এবং ইসলাম সেবক শাসকবর্গ হযরত ইবলিস সাহেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই 'ভাল কাজে' অংশ গ্রহন করছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক বলেছেনঃ

فَهَلْ أَفْسَدَ الدِّيْنَ إِلاَّ الْمُلُوْكَ وَأَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا

'দ্বীনকে ধ্বংস করার মধ্যে রাজা-বাদশাহ, অসৎ আলেম-ওলামা ও দরবেশ ব্যতীত আর কে আছে?'

কাজেই শিরকের কারণসমুহের সঠিক নির্ণয় দুষ্কর। তা সত্বেও আমাদের ধারণা মতে আমাদের সমাজে শিরকী প্রচলন দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাওয়ার বিভিন্ন কারণের মধ্যে মুখ্য কারণ হল নিম্নরূপঃ- (১) অজ্ঞতা, (২) আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলো, (৩) দ্বীনে খানকাহী (৪) অদ্বৈতবাদের ধারণা, (৫) উপমহাদেশের পুরাতন ধর্মমত হিন্দু, (৬) শাসকদল।

১. অজ্ঞতা

কুরআন সুন্নাহ থেকে অজ্ঞতাই শিরকের প্রচার-প্রসারের সব চেয়ে বড় কারণ। এই অজ্ঞতার ফলে মানুষ পুর্বপুরুষদের এবং প্রচলিত রসম রেওয়াজের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে। এই অজ্ঞতার কারণে মানুষ আকীদাগত দুর্বলতার শিকার হয়। এই অজ্ঞতার কারণেই মানুষ ওলী বুজর্গদের প্রতি ভক্তির বেলায় অতিরঞ্জন ও সীমা লঙ্ঘনের শিকার হয়। নিম্ন বর্ণিত ঘটনাগুলি এই অজ্ঞতার প্রস্ফুটিত কয়েকটি দিক।

১ - লাহোরে ধনীরাম রোডের পথচারীর উপরে যে তীর চলছে তার থেকে বাঁচার জন্য সেই হাসপাতালের নিকটে একটি মেডিকেল ষ্টোরের মালিক স্বীয় ষ্টোরের পায়খানায় রাতের অন্ধকারে 'শাহ আযীযুল্লাহ'র নামে একটি মনগড়া মাযার প্রতিষ্ঠা করে। যাতে সারা দিন সহস্র লোক একত্রিত হয়। তারা মাযার পরিদর্শন করে এবং মাযারের কাছে প্রার্থনা করে। ([১])

[১] নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১৯শে জুলাই, ১৯৯০ ইং।

২ - 'ইখতিলাফে উম্মত কা আলমিয়া' নামক বইয়ের লেখক হাকীম ফয়েয আলেম সিদ্দীকি সাহেব বলেনঃ আমি আপনাদেরকে একটি শপথের ঘটনা বলব। কিছুদিন পূর্বে আমার এক আত্মীয় আমার কাছে এসেছে। সে ছিল শক্ত পীরভক্ত ব্যক্তি। আমি কথায় কথায় বললামঃ অমুক পীর সম্পর্কে যদি চারজন জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক সাক্ষী পেশ করি যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, তা হলে তুমি কি বলবে? সে বললঃ এটি এমন কোন ফকীরি রহস্য নয় যে, আমি বুঝব না। তারপর এক পীরের শরাব পান ও আফিম পান সম্পর্কে যখন বললাম, তখন সে বললঃ ভাই জান! এসকল কথা আমাদের বুঝার উর্ধ্বে। সে তো অনেক বড় ওলী। ([1])

৩ - গুজরা নাওয়ালা জিলার কোটলী নামক গ্রামের এক পীর (নেহওয়ান ওয়ালী সরকার) সাহেবের চোখ দেখা ঘটনার একটি রিপোর্টের কিছু অংশ দ্রষ্টব্যঃ 'সকাল আট ঘটিকায় হযরত সাহেব আত্মপ্রকাশ করলেন। আশে পাশে (মহিলা-পুরুষ) সব মুরীদরা ছিল। কেউ হাত বেঁধে দাঁড়িয়েছে, আবার কেউ মাথা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। কেউ তাঁর পা ধরছিল আবার কেউ তার বুকে হাত বেঁধে চলছিল। পীর সাহেব ঢিলা ঢালা একটি লুঙ্গী পরেছিলেন। চলতে চলতে কি জানি তার মনে আসল, হঠাৎ লুঙ্গী খুলে কাঁধে রাখলেন। মহিলাদের যাদের মুহরাম (পিতা, ছেলে বা ভাই) সাথে ছিল তারা লজ্জায় মাথা ঝুকাল। কিন্তু ভক্তির আড়ালে এ সকল অসম্মানি বরদাশত করা হচ্ছিল। ([2])

আমরা এখানে উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় ঘটনা বললাম। অন্যথায় এগুলির ভেদাভেদ সম্পর্কে বিজ্ঞ লোকেরা খুব ভাল জানেন যে, বাস্তবতা এর চেয়ে অনেক বেশী। জ্ঞান-বুদ্ধির এই মৃত্যু, চিন্তা চেতনার এই দারিদ্র, চরিত্রের এই অবনতি, সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধের এই অবক্ষয় এবং ঈমান-আকীদার এই স্খলন কুরআন-সুন্নাহ থেকে অজ্ঞতার ফল বৈ আর কি?

২ - আমাদের মূর্তিস্থান

যে কোন দেশের শিক্ষাকেন্দ্র সে সম্প্রদায়ের চিন্তা ভাবনা ও আকীদা-বিশ্বাস গড়া বা ধ্বংস করার মধ্যে মৌলিক ভূমিকা রাখে। আমাদের [পাকিস্তানের] দেশ ও জাতির দুর্ভাগ্য যে আমাদের শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের মধ্যে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা আমাদের দ্বীনের মূল আকীদায়ে তাওহীদের সাথে মিলে না। বর্তমানে আমার সামনে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর উর্দু কিতাবাদী উপস্থিত আছে। যাতে হযরত আলী আলাইহিস্সালাম, হযরত ফাতিমা (আঃ), হযরত দাতা গঞ্জ বখ্শ (রাহঃ), হযরত বাবা ফরীদ গঞ্জেশেখর (রাহঃ), হযরত সখী সরওয়ার (রাহঃ), হযরত

---

[1] ইখতিলাফে উম্মত কা আলমিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৯৪।

[2] আদদাওযাহ্, ম্যাগজিন, লাহোর, মার্চ ১৯৯২ ইং।

সুলতান বাহু (রাহঃ), হযরত পীর বাবা কোহেস্তানী (রাহঃ) এবং হযরত বাহাউদদ্দীন যাকারিয়া (রাহঃ) সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। হযরত ফাতিমা (রাঃ) সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তাতে বাকীয়ের গোরস্থানের মনগড়া একটি ফটো দিয়ে তার নীচে লেখা আছে - 'জান্নাতুল বাকী', এখানে আহলে বায়তের মাযার রয়েছে।' -যারা জান্নাতুল বাকী দেখেছে তারা সবাই জানে যে, পূর্ণ কবরস্থানে মাযার তো দুরের কথা, কোথাও পাকা ইটও রাখা হয় নি। 'আহলে বায়তের মাযার' শব্দ বলে শুধু যে মাযারের সম্মান বৃদ্ধি করা হল তা নয়, বরং সাথে সাথে তার বৈধতার সনদও দেয়া হল। এ সকল প্রবন্ধ পড়ার পর দশ-বার বৎসরের সাদা-সিধে ছেলে মেয়েদের উপর যে প্রভাব বিস্তার হতে পারে তা হলঃ

১ - বুজর্গদের কবরে মাযার প্রতিষ্ঠা করা। কবরকে পাকা করা, তথায় উরস ও মেলা করা এবং তা যিয়ারত করা নেকী এবং ছাওয়াবের কাজ।

২ - বুজর্গদের উরসে ঢোল, তবলা বাজানো, রঙ্গীন কাপড়ের পতাকা বহন করে চলা, বুজর্গদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণ।

৩ - বুজর্গদের মাযারসমূহে ফুল দেয়া, কবরে গিয়ে ফাতিহা পড়া, আলোক সজ্জা করা, খানা বন্টন করা এবং তথায় বসে ইবাদত করা নেকী এবং ছাওয়াবের কাজ।

৪ - মাযার সমূহের কাছে গিয়ে দুআ' করা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ।

৫ - মৃত বুজর্গদের মাযার থেকেও অনেক ফয়েজ (উপকার) লাভ হয়। আর এই উদ্দেশ্যে তথায় যাওয়া ছাওয়াবের কাজ।

এই শিক্ষার ফলে, দেশের (পাকিস্তানের) মৌলিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা আকীদায়ে তাওহীদ প্রচারের গুরু দায়িত্ব আদায়ের পরিবর্তে শিরকের প্রচার-প্রসার করছেন।

এ ব্যাপারে কতিপয় তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিঃ

(১) রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান একজন উলঙ্গ পীর (বাবা লাল শাহ) এর মুরীদ ছিলেন, যিনি মরীর জঙ্গলে বাস করতেন এবং নিজের মুরীদদেরকে গাল মন্দ ব্যবহার করতে থাকতেন এবং পাথর মারতে থাকতেন। সেই সময়ের পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য এবং অনেক জেনারেলও সেই পীরের মুরীদ ছিল। [১]

(২) আমাদের সমাজে বিচারপতির যে সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে তা সবার জানার কথা। মুহতারাম বিচারপতি মুহাম্মদ ইলিয়াছ সাহেব হযরত সৈয়দ কবীরুদ্দীন প্রকাশ 'শাহদৌলা' (গুজরাত) সম্পর্কে লিখিত তার এক প্রবন্ধে বলেছেনঃ তাঁর পবিত্র মাযার

[১] পাকিস্তান ম্যাগাজিন, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ ইং।

শহরের মধ্যখানে অবস্থিত। সারা পৃথিবীতে না হলেও পাক-ভারত উপমহাদেশে তিনি হলেন সেই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যাঁর আলোকিত দরবারে মানুষের মান্নত পেশ করা হয়। তা এই ভাবে যে, যাদের সন্তান নেই তারা তাঁর দরবারে উপস্থিত হন এবং সন্তানের জন্য দুআ' করে থাকেন। সাথে সাথে এরূপ মান্নত করেন যে, প্রথম সন্তান যেই হবে তাকে তাঁর জন্য নযর করা হবে। পরে সর্বপ্রথম যে সন্তান হয় তাকে সাধারণ ভাবে 'শাহ দৌলার' ইঁদুর বলা হয়। সেই ছেলেকে মান্নত হিসেবে তাঁর পবিত্র দরবারে পেশ করা হয়। আর দরবারের খাদেমরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। পরে যে সকল সন্তান হয় তারা সাধারণ সন্তানদের মত স্বাস্থ্যবান হয়। বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি এরূপ মান্নত মানার পর তা পূর্ণ না করে, তাহলে প্রথম সন্তানের পর যে সন্তান হবে তারাও প্রথম সন্তানের মতই হবে। ([১])

(৩) বিচারপতি জনাব উসমান আলী শাহ সাহেব পাকিস্তানের একজন নিতান্তই উচ্চ পদে 'সর্বোচ্চ হিসাব নিকাশকারী' পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে একথা বললেনঃ আমার দাদাও একজন ফকীর ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল যে, যদি বৃষ্টি না হয় তা হলে এই ফকীর বেটাকে ধরে সমূদ্রে ফেলে দাও তা হলে বৃষ্টি হবে। তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিলে সাথে সাথে বৃষ্টি হয়ে যেত, বর্তমানেও লোকেরা তাঁর মাযারে গড়া ভর্তি করে পানি ঢালতে থাকে। ([২])

(৪) হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রাহঃ) এর উরসে অংশগ্রহণকারী পাকিস্তানী দলের দলনেতা সৈয়দ ইফতিখারুল হাসান, সদস্য প্রাদেশিক পার্লামেন্ট, স্বীয় বক্তৃতায় 'সরহিন্দ' কে কাবা শরীফের মত মর্যাদা দান করতঃ দাবী করে বলেছেনঃ আমরা নকশবন্দীদের জন্য মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রাহঃ) এর মাজার হজ্জের স্থান (বায়তুল্লাহ শরীফের) সমমর্যাদা সম্পন্ন। ([৩])

রাষ্ট্রপতি, পার্লামেন্টের সদস্যগণ, সৈন্যদের জেনারেল, কোর্টের বিচারপতি এবং প্রদেশিক সংসদের সদস্য সবাই প্রিয় দেশের শিক্ষা কেন্দ্র থেকে সনদপ্রাপ্ত এবং শিক্ষা সমাপনকারী। আকীদা ও ঈমানের ক্ষেত্রে এদের জ্ঞানশুণ্যতা ঢোল বাজিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র বাস্তবে শিক্ষাস্থান নয় বরং মূর্তিস্থান। যেখানে তাওহীদ শিক্ষা দেয়া হয় না, বরং শিরক শিক্ষা দেয়া হয়। ইসলাম শিক্ষা দেয়া হয় না, বরং অজ্ঞতা শিক্ষা দেয়া হয়। এখান থেকে আলো প্রচারিত হয় না, অন্ধকার প্রচারিত হয়। হাকীমুল উম্মত আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে কত সুন্দর পর্যালোচনা পেশ করেছেনঃ

---

[১] নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২৬ মার্চ ১৯৯১ ইং।

[২] উর্দু ডাইজেষ্ট, সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ ইং।

[৩] নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১১ই অক্টোবর ১৯৯১ ইং, জুমা ম্যাগাজিন, পৃষ্ঠাঃ৫।

کلا کهونٹ دیا اهل مدرسه نی ترا + کهاں سی آئی صدا لااله الا الله

''স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষরাই তো তোমাকে ধ্বংস করেছে, তারপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তথা তাওহীদের ধ্বনী আসবে কোত্থেকে ?'

উল্লেখিত বাস্তব ঘটনাবলী এই ধারণাকেও খন্ডন করছে যে, 'শুধু অজ্ঞ জাহিলরাই কবর পূজা ও পীর পূজার শিরকে লিপ্ত, পক্ষান্তরে শিক্ষিত লোকেরা তা থেকে নিরাপদ'।

৩ - দ্বীনে খানকাহী

ইসলামের নামে খানকাহী ধর্ম বাস্তবে দ্বীনে মুহাম্মদী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিরুদ্ধে আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা এবং কার্যকলাপেও একটি খোলা বিদ্রোহ। বাস্তব কথা হল, দ্বীনে ইসলামের যত অসম্মানী খানকা, মাযার, দরবার এবং আস্তানায় হচ্ছে, মনে হয় অমুসলিমদের মন্দির, গীর্জা এবং উপাসনালয় গুলোতেও তা হচ্ছে না। বুজর্গদের কবরে গম্বুজ নির্মান করা, তাকে সাজ সজ্জা করা, আলোক-সজ্জা করা, ফুল ছিটানো, গোসল করানো, তথায় মাস্তান হয়ে বসা, মান্নত করা, খানা বা মিষ্টি বিতরণ করা, পশু জবাই করা, তথায় রুকু সাজদা করা, হাত বেঁধে আদবের সহিত খাড়া হওয়া, তাদের কাছে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দুআ' করা, তাদের নামে টিকনী রাখা, তাদের নামে সুতা বাঁধা, তাদের নামের দোহাই দেয়া, দুঃখ ও মুছীবতের সময় তাদেরকে ডাকা, মাযার তাওয়াফ করা, তাওয়াফের পরে কুরবানী করা, মাথায় চুল মুন্ডন করা, মাযারের দেয়ালকে চুম্বন করা, সেখান থেকে শিফার মাটি অর্জন করা, খালী পায়ে হেঁটে হেঁটে মাযার পর্যন্ত পৌঁছা এবং ফিরার সময় উল্টো পায়ে ফিরা এসব কিছু এমন কাজ যা প্রত্যেক ছোট বড় মাযারে দৈনন্দিন হচ্ছে।

এছাড়া প্রসিদ্ধ মাযারসমূহের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট। যেমনঃ কোন কোন খানকাহে বেহেশতী দরজা নির্মান করা হয়েছে যথায় গদীনশীন এবং সাজ্জাদানশীনরা মান্নত উসূল করেন এবং জান্নাতের টিকেট বন্টন করে থাকেন, এখানে কত শাসকগণ, মন্ত্রীমহোদয়গণ, সংসদের সদস্যবৃন্দ সাধারণ জনগণ ও সৈন্যের উচ্চ পদস্ত লোকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করে সেখানে উপস্থিত হয় এবং পৃথিবীর সম্পদ দান করে জান্নাত খরিদ করতে চায়। কোন কোন খানকা এরূপও আছে যেখানে রীতিমত হজ্জ পালন করা হয়। মাযারের তাওয়াফ শেষে কুরবানী দেয়া হয়। মাথার চুল কর্তন করা হয় এবং মনগড়া যমযম পান করা হয়। কোন কোন খানকা এরূপও আছে যেখানে নবজাত নিস্পাপ শিশুদেরকে বেঁট স্বরূপ দেয়া হয়। কোন কোন খানকা এরূপও আছে যেখানে অবিবাহিতা যুবতী কুমারী মেয়েদেরকে খেদমতের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়। কোন কোন

খানকা আবার এরূপও আছে যেখানে সন্তান থেকে বঞ্চিত মহিলারা 'নাওরাতা'[১] পালন করে থাকে। এসকল মাযারের অধিকাংশ আবার ভাং, আফিম, গাঁজা, হিরোইন, ইত্যাদি মাদকদ্রব্যের লেনদেনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কোন কোন খানকা আবার বেহায়াপনা, কুকর্ম, বেলেল্লাপনা, এবং মনকামনা পূরণের মহা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কোন কোন খানকাকে অপরাধী এবং হত্যাকারীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করা হয়। এসকল খানকায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক উরসসমূহে পুরুষ-মহিলাদের খোলা খুলি মেলা-মেশা করা, যৌন উত্তেজনাকারী এবং শিরক সমৃদ্ধ কাওয়ালী, ঢোল-তবলার সাথে যুবক-যুবতীদের নাচানাচি, খোলা চুলে মহিলাদের নাচ, পতিতাদের মুজরা, টিয়েটর এবং অনেক ফিল্মী দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। খানকাহী ধর্মের এসকল রং তামাশা এবং বেহায়াপনার কারণে অলিতে-গলিতে, মহল্লায়-মহল্লায়, গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-নগরে নতুন মাজার নির্মিত হচ্ছে।

রহীম ইয়ার খান, জিলা পাঞ্জাব, পাকিস্তানে খানকাহী ধর্মের পতাকাবাহীরা পেশাগত পুরাতন স্মৃতি উদ্ধারকারীদের চেয়ে বেশী পরিপক্কতার প্রমাণ দিয়ে চৌদ্দশত বছর পর রাঞ্জেখান বসতির নিকট সড়কের উপর একজন ছাহাবীর কবর আবিস্কার করে তথায় একটি মাযার নির্মাণ করে। ''ছাহাবীয়ে রসূল খামীর ইবনু রাবী এর রওযা মুবারক' লিখে বোর্ড পর্যন্ত লাগিয়ে নিজের কারবার শুরু করে দিয়েছে।([২])

গত কিছু দিন থেকে একটি বিষয়ের চর্চা দেখা যাচ্ছে, তা হল প্রত্যেক মাযারের লোকেরা স্ব স্ব মাযারের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নামের উরস অনুষ্ঠান করছে। মুসলমানদের এহেন অবস্থার উপর আল্লামা ইকবাল যে মন্তব্য করেছেন তা একেবারেই ঠিক ছিল। তিনি বলেছেনঃ

هو نكونام جو قبرون كی تجارت كركی = كيا نه بيجوكی جومل جائين صنم پتهركی

'যারা কবরের ব্যবসা করে প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকে,

তারা কি পাথরের মুর্তি বিক্রি করবে না ?'

খানকাহী ধর্মের ইতিহাসে আর একটি মন মুগ্ধকর ঘটনা হল, শায়খ হুসাইন লাহোর (১০৫২ হিঃ) নামে এক বুজর্গ এক সুন্দর ব্রাহ্মণ ছেলে 'মাদুলালের' প্রেমে পাগল হয়ে যায়। ওলী পুজকরা উভয় বুজর্গের মাযার শালীমার বাগ লাহোরে স্থাপন করে। সেখানে প্রত্যেক বছর ৮ই জুমাদাস্‌সানী তারিখে উভয় বুজর্গের নামে 'মাদুলাল

---

[১] মুলতানের এলাকায় এমন অনেক খানকা আছে যেখানে সন্তান বিহীন মহিলারা অবস্থান করে আর মাযার ওয়ালা পীরের নামে নযর-মান্নত পেশ করে, মাস্তানদের সেবা করে। এসবের মধ্যে তারা বিশ্বাস করে যে, মাযারওয়ালা পীর তাদেরকে সন্তান দান করবেন। সাধারণ পরিভাষায় একে 'নাওরাতা' বলে।

[২] *সাপ্তাহিক আল ইতছাম, লাহোর, ১৮ই মে ১৯৯০ ইং।*

হুসাইন' নামে বড় ধুমধামে উরস অনুষ্ঠিত হয়। তাকে লাহোরের লোকেরা মেলা চেরাগাঁ বলে থাকে। মাদুলালের দরবারে যে সাইন বোর্ড লেখা আছে তা এক ভিন্ন বিষয়। যার শব্দগুলি হল এরূপঃ 'আলোকিত, ফয়েজ-বরকতের কেন্দ্র, সৌন্দর্য্যের ভেদ রক্ষাকারী, প্রিয় এবং মাহবুবুল হক হযরত মাদুলাল কাদেরী লাহোরীর নূরানী মাযার।''

এমনিতেই এসকল মাযার গম্বুজ ইত্যাদি উরসের জন্যই করা হয়। এছাড়াও গ্রামে-গঞ্জে ছোট ছোট কত যে উরস অনুষ্ঠিত হয় যা গণনার বাইরে। তবে যে সকল উরসের রিপোর্ট পাওয়া যায় সেগুলির দিকে একটু দৃষ্টি দিয়ে দেখেন এবং অনুমান করেন যে, খানকাহী ধর্মের এই ব্যবসা কত প্রশস্ত এবং ইবলিস সাহেব মুর্খ জাহিলদের অধিকাংশকে কিভাবে নিজের আয়ত্বে করে রেখেছে। সর্বশেষ গণনা হিসেবে পাকিস্তানে এক বছরে ৬৩৪ টি উরস অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এক মাসে ৫৩ টি। অথবা অন্য ভাষায় বলা যায় প্রতি দিন প্রায় দুটি করে উরস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যে সকল উরসের রিপোর্ট সাধারণত প্রচারিত হয় না সেগুলিসহ মিলালে নিঃসন্দেহে উরসের সংখ্যা দৈনিক দুয়ের চেয়ে বেশীতে দাড়াঁবে। ([১])

উক্ত হিসাব মতে, আল্লাহর দান পাকিস্তানে যখনই সুর্য উদিত হয় তখনই উরসের মাধ্যমে শিরক বিদাতকে চাঙ্গা করে আল্লাহর রাগকে ও আল্লাহর আযাবকে আহবান করা হয়। (নাউযুবিল্লাহ)।

[১] এই হিসাবটি শাময়ে ইসলামী কানুনী ডায়েরী, ১৯৯২ ইং থেকে নেয়া হল।

সারা বৎসর পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত উরসের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক নং	চাঁদের মাসে উরসের সংখ্যা		ইংরেজী মাসে উরসের সংখ্যা		বকরমী মাসে উরসের সংখ্যা	
	মাস	সংখ্যা	ওাস	সংখ্যা	মাস	সংখ্যা
১	মুহাররম	৪১	জানুয়ারী	৮	পৌষ	৩
২	ছফর	২৪	ফেব্রুয়ারী	২	মাঘ	৩
৩	রবীউল আউয়াল	৪০	ওার্চ	১৫	ফাল্গুন	৩
৪	রবীউছছানী	১৮	এপ্রিল	৭	চৈত্র	২৫
৫	জুমাদালউলা	২৪	মে	১১	বৈশাখ	৫
৬	জুমাদাছছানী	৫০	জুন	১১	জৈষ্ঠ	১৭
৭	রজব	৪৪	জুলাই	৫	আষাঢ়	২২
৮	শা'বান	৬০	আগষ্ট	৩	শ্রাবণ	৪
৯	রমযান	৩৯	সেপ্টেম্বর	৬	ভাদ্র	২
১০	শাওয়াল	২১	অক্টোবর	৭	আশ্বিন	৯
১১	জুলকা'দা	২২	উভেম্বর	৯	কার্তিক	৮
১২	জুলহিজ্জা	৩৮	ডিসেম্বর	৪	অগ্রহায়ন	৬
সর্বমোট	৪৩৯		৮৮		১০৭	
চাঁদের মাস, ইংরেজী মাস এবং বকরমী তথা বাংলা মাস হিসেবে সারা বৎসর পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য উরসের সংখ্যা হল ৬৩৪।						

উরসের অনুষ্ঠানের উল্লোখযোগ্য দিক হল, এই ধারা রমযানেও পুরোদমে অব্যাহত থাকে। এথেকে অনুমান করা যায় যে, খানকাহী ধর্মে ইসলামের মৌলিক ফরযসমূহের প্রতি কতটুকু মর্যাদা দেখানো হয়।

মনে রাখবেন, রমযানের ছিয়ামের ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা ছিয়াম পালন করে না তাদেরকে দেখেছেন যে তাদের উল্টা করে লটকিয়ে রাখা হয়েছে এবং চেহারা চিরে তার থেকে রক্ত বের হচ্ছে। (ইবনু খুযায়মা)।

ভারতের একজন প্রসিদ্ধ বুজর্গ ব্যক্তি হযরত বোআলী কলন্দর (রঃ) এর উরস পবিত্র মাহে রমযানের ১৩ তারিখে পানিপথ স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। খানকাহী ধর্মে রমযান ব্যতীত ইসলামের অন্যান্য ফরযসমূহের মর্যাদাবোধ কতটুকু তার অনুমান করা যায় একথা থেকে যে, ছুফীদের কাছে 'তাছাওয়ারে শায়খ, ([1]) ব্যতীত আদায়কৃত ছালাত অসম্পূর্ণ হয়। হজ্জের ব্যাপারে বলা হয় যে, মুর্শিদকে দেখা বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জের চেয়ে উত্তম। দ্বীনে ইসলামের ফরয বিধানাবলীর পরিবর্তে খানকাহী ধর্মের পতাকাবাহীরা খানকা, মাযার, দরবার এবং আস্তানা ইত্যাদিকে কি মর্যাদা দিয়ে থাকে, তা খানকায় স্থাপিত বোর্ডসমূহ এবং ওলীদের ব্যাপারে তাদের ভক্তদের লিখিত কবিতা দ্বারা অনুমান করা যায়। নিম্নে কতিপয় উদাহরণ পেশ করলামঃ

(১) মদীনা শরীফও পবিত্র এবং আলীপূরও পবিত্র। যে দিকেই যাও কল্যাণই কল্যাণ।

(২) মাখদুমের কামরাও মদীনা শরীফের একটি বাগান। এটি হল ফরীদী ভান্ডারের এক অমূল্য রতন।

(৩) রাওযা শরীফের যিয়ারতের জন্য যখন মন ছটফট করে তখন হে 'পাকপতন' আমি আপনার কামরাকে একটু চুমু দিয়ে আসি।

(৪) আশা হল, তোমারই গলিতে আমার মৃত্যু হোক, হে কলীর তোমার গলিতে আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পেয়ে থাকি।

(৫) ছাঁযড় হল মদীনার মত আর 'কোট মথন' বায়তুল্লাহ শরীফের মত। আমাদের পীর-মুর্শিদ ফরীদ বাহ্যিক দিক দিয়ে আপনি মানুষের মত কিন্তু বাতিন হিসেবে আপনি হলেন আল্লাহ। (নাউযুবিল্লাহ)।

বাবা ফরীদ গঞ্জেশেখর (রাঃ) এর মাযারে লিখা আছে, 'যাবতূল আম্বিয়া' অর্থাৎ সকল নবীদের সরদার। সৈয়দ আলাউদ্দীন আহমদ ছাবেরী (রাঃ) কলেরী এবং কামরা (পাকপতন) এই বাক্যগুলি লিখা আছে - সুলতানুল আওলিয়া, কুতুবে আলম, গাউসুল গিয়াস, হাশতদাহ হাজার আলামীন অর্থাৎ ওলীদের বাদশাহ, সারা জাহানের কুতুব, আঠার হাজার আলমের ফরিয়াদকারীদের সবচেয়ে বড় ফরিয়াদ শ্রবণকারী। হযরত লাল হুসাইনের মাজারে লিখিত আছে -গাউসুল ইসলামি ওয়াল মুসলিমীন (অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের ফরিয়াদ শ্রবণকারী।) সৈয়দ আলী হাজবেরী (রাঃ) এর মাযারে লিখা আছে -- 'গঞ্জে বখশে ফরযে আলম মযহারে নূরে খুদা' (অর্থাৎ ভান্ডার দানকারী, সারা পৃথিবীকে অনুগ্রহদানকারী এবং আল্লাহর নূর প্রকাশের স্থান।) এবার একটু চিন্তা করুন, যে ধর্মে তাওহীদ, রিসালত, ছালাত, ছিয়াম এবং হজ্জের পরিবর্তে বুজর্গ-পীর, উরস,

[1] তাছাওয়ারে শায়খ অর্থ, ছালাত অবস্থায় স্বীয় পীর-মুর্শিদের কথা স্মরণ করা।

মাজার এবং খানকা ইত্যাদির এতই সম্মান ও মর্যাদা হবে সেই ধর্ম দ্বীনে মুহাম্মদীর বিরূদ্ধে বিদ্রোহ নয় বৈ আর কি? পাকিস্তানের জাতীয় কবি আল্লামা ইকবাল (রাঃ) আরমুগানে হিজাজ কিতাবের 'ইবলিসের মজলিসে শুরা' নামক এক দীর্ঘ কবিতায় ইবলিসের ভাষণের যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে ইবলিস মুসলামনদেরকে ইসলামের বিরূদ্ধে বিদ্রোহী করার জন্য তার পার্লামেন্টের সদস্যদেরকে যে উপদেশ দিয়ে থাকে তাতে সর্বশেষ উপদেশ হল খানকাহী ধর্মের উপর পর্যালোচনা। তিনি বলেনঃ

مست رکھو ذکر وفکرصبح گاهی میں اسی = پخته تر کردو مزاج خانقاهی میں اسی

"তোমারা তাকে (মানুষকে) সকালের যিকির-ফিকিরে মগ্ন রাখো, খানকাহী চিন্তাধারায় তাকে আরো পরিপক্ক করে রাখো।"

আমাদের পরিসংখ্যান মোতাবেক উপরোল্লেখিত ৬৩৪টি খানকা বা আস্তানার মধ্য থেকে অধিকাংশ খানকার ঠিকাদারেরা দৈর্ঘ্য প্রস্থে অনেক বড় জায়গীরের মালিক। প্রদেশিক মন্ত্রিসভা এবং জাতীয় মন্ত্রিসভা এমনকি সিনেটে পর্যন্ত তাদের প্রতিনিধি উপস্থিত আছে। প্রাদেশিক ও জাতীয় এসেম্বলির আসনসমূহে কেউ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস করে না।

কিতাব-সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার পাতাকাবাহী এবং ইসলামী আন্দোলনের আহবায়করা কি কখনো তাদের রাস্তার শক্ত পাথর সম্পর্কে ঠান্ডা মস্তিস্কে চিন্তা করেছেন কি?

৪ - অদ্বৈতবাদ ও একশ্বরবাদের ধারণা

কিছু লোকের বিশ্বাস হল যে, মানুষ ইবাদত এবং সাধনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে এমন স্থানে পৌছে যায় যে, পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুতে সে আল্লাহকে দেখতে পায়। অথবা সে প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহর স্বত্ত্বার অংশ বলে ধারণা করে। তাছাউফের পরিভাষায় এরূপ আকীদা-বিশ্বাসকে 'ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ' তথা অদ্বৈতবাদ। ইবাদত এবং সাধনার আরো বেশী উন্নতি সাধন করতে পারলে মানুষের অস্তিত্ব, আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। ফলে মানুষ এবং আল্লাহ এক হয়ে যায়। এই আকীদা-বিশ্বাসকে বলা হয় নশ্বরবাদ বা ফানাফিল্লাহ বলা হয়। ইবাদত ও সাধনাতে আরো উন্নতি করলে তখন মানুষের অন্তর এত বেশী সুক্ষ্ম এবং পরিস্কার হয় যে, স্বয়ং আল্লাহর স্বত্ত্বা মানুষের স্বত্ত্বার মধ্যে প্রবেশ করে। এই আকীদাকে বলা হয় 'হুলুল' অর্থাৎ একাকার হয়ে যাওয়া।

চিন্তা করে দেখলে বুঝে আসবে যে, এই তিনটি পরিভাষার শব্দ যদিও ভিন্ন তথাপি পরিণতির দিক দিয়ে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর তা হল, 'মানুষ আল্লাহর সত্ত্বার একটি অংশ।' এই আকীদাটি প্রত্যেক যুগে কোন না কোন রূপে বিদ্যমান ছিল। হিন্দু ধর্মের অবতার এর আকীদা, বৌদ্ধ ধর্মের 'নিরওয়ানা' এর আকীদা

এবং জৈনীদের কাছে মূর্তিপূজার ভিত্তি হল এই অদ্বৈতবাদের আকীদা। ([1]) ইহুদীরা অদ্বৈতবাদের ধারণার বশবর্তী হয়ে হযরত উযাইর (আঃ) কে আল্লাহর ছেলে (অংশ) বলে মান্য করত। খৃষ্টানরাও একই ধারণার ভিত্তিতে হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর ছেলে কিংবা অংশ বলেছেন। মুসলমানদের দু'টি বড় দল শিয়া সম্প্রদায় এবং সূফী সাধকদের আকীদার মূল ভিত্তি হল, অদ্বৈতবাদ কিংবা নশ্বরবাদের আকীদা।

প্রখ্যাত সূফী প্রধান জনাব হুসাইন ইবনু মানছুর হাল্লাজ ইরানী সর্বপ্রথম খোলাখুলিভাবে এই দাবী করলেন যে, আল্লাহ তাঁর ভিতর প্রবেশ করেছেন। আরসে 'আনাল হক' (আর্থাৎ আমিই আল্লাহ) এর নাড়া উঁচু করল। তাঁকে তার খোদায়ী দাবীর মধ্যে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে হযরত আলী হাজবেরী, পীরানে পীর আব্দুল কাদের জীলানী, সুলতানুল আওলিয়া খাওয়াজা নেযামুদ্দিন আওলিয়া এর মত বড় বড় ওলীরাও শামিল ছিলেন।

আমরা এখানে উদাহরণ স্বরূপ জনাব আহমদ রেজা খান ব্রেলবী সাহেবের কতিপয় বাক্য উল্লেখ করার উপরই ক্ষান্ত হলাম। তিনি বলেনঃ 'হযরত মূসা (আঃ) গাছ থেকে শুনেছিলেন 'ইন্নি আনাল্লাহ' অর্থাৎ আমি আল্লাহ। এটি গাছ নিজেই

---

[1] মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আব্দুল্লাহ ইবনু সাবাই মানুষের মধ্যে এই আকীদা-বিশ্বাস জাগাতে শুরু করে। সে ছিল একজন ইয়েমেনের ইহুদী। নবীযুগে ইহুদীদের লাঞ্ছনা, বঞ্চনার প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে মুনাফেকী নিয়মে ফারুকী কিংবা উসমানী যুগে ঈমান প্রকাশ করে। তারপর তার নিন্দনীয় চিন্তাভাবনাকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রাঃ) কে মানুষের চেয়ে উর্ধ্বে কোন সত্তা বলে প্রচারণা শুরু করে। ফলে সে তার ভক্তদের মধ্য থেকে এমন একটি দল সৃষ্টি করতে সফল হয়েছে, যারা হযরত আলী (রাঃ) কে খেলাফাতের আসল দাবীদার মনে করে এবং অন্য খলীফাদেরকে আত্মসাৎকারী মনে করে। এই বিপথগামী ষড়যন্ত্রের ফলে উসমান (রাঃ) নির্মমভাবে শহীদ হন, জামাল ও ছিফফীনের রক্তাক্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হল। এই পূর্ণ সময়ে আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা এবং তার অনুসারীরা হযরত আলী (রাঃ) এর সঙ্গ দিয়ে আসছিলো এবং ফিতনা সৃষ্টি করার সুযোগ তালাশ করে যাচ্ছিল। হযরত আলীর প্রেম-মহব্বতের নামে শেষ পর্যন্ত সে আলীকে আল্লাহর রূপ বা অবতার বলা শুরু করল। সমস্যা সমাধানকারী, উদ্দেশ্য পূরণকারী, আলেমুল গায়েব এবং হাজের-নাযের ইত্যাদি আল্লাহর গুণাবলীকে হযরত আলীর ব্যাপারে নেসবত করতে শুরু করে দিল। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অনেক হাদীসও গড়া হয়েছে। যেমন উহুদ যুদ্ধে যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হলেন, তখন জিবরীল (আঃ) এসে বললেনঃ হে মুহাম্মদ 'নাদি আলীয়ান' ওয়ালা দুআ' পড়ুন। যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ'টি পড়লেন তখন সাথে সাথে হযরত আলী (রাঃ) তাঁর সাহায্যের জন্য আসলেন এবং কাফেরদের হত্যা করে তাঁকে এবং তাঁর সকল সাথী মুসলমানদেরকে হত্যা হওয়া থেকে বাঁচালেন। (ইসলামী তাছাওয়ুফ মে গায়রে ইসলামী তাছাওউফ কি আমীযাশ, অধ্যাপক ইউসূফ সেলী চিশতী, পৃষ্ঠাঃ ৩৪।)

বলেছিল? কখনো না, এরূপ ওলীরাও 'আনাল হক' বলার সময় মূসা (আঃ) এর গাছের ন্যায় হয়ে যান।([১]) (আহকামে শরীয়ত, পৃষ্ঠাঃ ৯৩।)

হযরত বায়েজীদ বুস্তামীও এই আকীদার ভিত্তিতে বলেছিলেনঃ 'সুবহানী মা আ'জামা শানী' অর্থাৎ আমি পবিত্র এবং আমার শান অনেক বড়।' অদ্বৈতবাদের চিন্তাধারা যারা মানেন তাদের জন্য খোদায়ী দাবী করাও কোন ব্যাপার নয়। আর অন্য কেউ খোদায়ী দাবী করলে তাকে প্রতিরোধ করার মত বৈধতাও তাদের কাছে নেই। এই কারণে সূফী সাধকদের কাব্যে রসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পীর-মুর্শিদকে আল্লাহর রূপ অথবা অবতার বলার আকীদা-বিশ্বাসকে পুরোদমে প্রকাশ করা হয়েছে।

কতিপয় কাব্য রচনা দ্রষ্টব্যঃ

(১) যাকে খোদা বলা হচ্ছে তিনি হলেন মুস্তফা। যাকে বান্দা বলা হয়, তিনিই তো স্বয়ং খোদা।

(২) যিনি সর্বদা 'ইন্নি আব্দুহু'বলে বাঁশি বাজালেন। তিনিই খোদার আরশ থেকে 'ইন্নি আনাল্লাহু' বলে বের হবেন।

(৩) শরীয়তের ভয় ছিল, অন্যথায় আমি বলতাম, আল্লাহ স্বয়ং রাসূলে খোদা হয়ে পৃথবীতে অবতরণ করলেন।

(৪) যিনি খোদা হয়ে আরশে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনিই মদীনাতে মুস্তফা হয়ে তাশরীফ আনলেন।

(৫) আপনার বন্দেগী করার কারণে আমি খোদায়ী পেলাম। পৃথিবীর খোদাও রাসুলুল্লাহর বান্দা।

(৬) পীরে কামেল হল আল্লাহর ছায়ার স্বরূপ। অর্থাৎ পীরকে দেখার অর্থ হল, আল্লাহকে দেখা।

(৭) তারা হল বেওকুফ যারা পীরকে সমনে দেখেও 'রব' সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকে।

(৮) ওলীরা খোদা হন না। কিন্তু খোদা থেকে পৃথকও হন না

(৯) আল্লাহ মিয়া ভারতে নাম রেখেছেন খাওয়াজা গরীব নাওয়ায।

---

[১] শরীয়ত ও তরীকত, মাওলানা আব্দুর রহমান গীলানী, পৃষ্ঠা ৭৪।

(১০) ছাষর হল মদীনা শরীফ, কোর্ট মথন হল বায়তুল্লাহ শরীফ। আপাত দৃষ্টিতে তিনি পীর ফরীদ আর অদৃশ্যে তিনি হলেন আল্লাহ।

জনাব আহমদ রেজা খান ব্রেলবী রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে আল্লাহর একাকার হয়ে যাওয়া বিশ্বাস করার সাথে সাথে পীরানে পীর শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) এর মধ্যে রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একাকার হয়ে যাওয়াটাও বিশ্বাস করেছেন। তিনি বলেনঃ ''হুজুরে পূরনূর (রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় সকল উচ্চ গুণাবলীর সহিত হুজুরে পূরনূর গাওছে আযমের উপর তাজাল্লী দিয়ে আছেন। যেমন, আল্লাহ তাআ'লা তার সকল গুণাবলীর সহিত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে আবস্থান করছেন। ([১]) [ফাতওয়া আফ্রিকাঃ পৃষ্ঠা ১০১।]

নতুন-পুরাতন সকল সূফীরা অদ্বৈতবাদ ও নশ্বরবাদের ধারণাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য অনেক লম্ব-চওড়া প্রবন্ধাদি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু সত্যকথা হল, আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে জ্ঞান-বুদ্ধি তা কখনো মানবে না। যেরূপ খৃষ্টানদের তৃত্ত্ববাদী আকীদা বিশ্বাস 'একের মধ্যে তিন, তিনের মধ্যে এক' সাধারণ জনগণের বোঝের অনেক উর্ধ্বে, তেমনি সূফীসাধকদের এই ধাঁধা 'আল্লাহ মানুষের মধ্যে কিংবা মানুষ আল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করে আছে'ও বোঝের উর্ধ্বে। যদি এই আকীদা-বিশ্বাস সঠিক হয় তা হলে তার সাদাসিদে অর্থ হবে এই যে, বাস্তবে মানুষই আল্লাহ অথবা আল্লাহই মানুষ। যদি তা মেনে নেন তাখন প্রশ্ন হবে তা হলে উপাসক কে এবং উপাস্য কে? সাজদাকারী কে এবং কাকে সাজদা করা হচ্ছে। সৃষ্টিকারী কে এবং সৃষ্ট কে? জীবিত হয় কে এবং প্রাণদানকারী কে? মারে কে এবং মরে কে? কিয়ামতের দিনে হিসাবদাতা কে এবং হিসাব গ্রহনকারী কে? অতঃপর প্রতিদান কিংবা শাস্তি হিসেবে জান্নাতে বা জাহান্নামে যাবে কে এবং পাঠাবে কে? এই ফালসাফাকে মেনে নেয়ার পর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, আখেরাত ইত্যাদি সবকিছু কি একটি ধাঁধায় পরিণত হবে না? যদি সত্যি সত্যি আল্লাহর কাছে মুসলমানদের এই আকীদা গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের 'ইবনুল্লাহ' আল্লাহর ছেলে হওয়ার আকীদা গ্রহণযোগ্য হবে না কেন? অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী মূর্তিপুজকদের মুর্তিপূজা গ্রহণ যোগ্য হবে না কেন?

বাস্তব কথা হল, কোন মানুষকে আল্লাহর সত্ত্বার অংশ মনে করা অথবা আল্লাহর সত্ত্বার মধ্যে অন্য কাউকে একাকার মনে করা অথবা আল্লাহ তাআ'লাকে কোন মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেছে বলে মনে করা এমন খোলাখুলি ও স্পষ্ট শিরক যার কারণে আল্লাহ তাআ'লার শক্ত ক্রোধ উত্তেজিত হতে পারে। খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর ছেলে

[১] শরীয়ত ও তরীকত, পৃষ্ঠাঃ ৭৪।

সাব্যস্ত করার উপর আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মজীদে যে পর্যালোচনা করেছেন তার এক একটি শব্দ প্রণিধান যোগ্য।

আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهٗ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○﴾(17:5)

নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, মসীহ্ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ যদি তাই হয়, তবে বল- যদি আল্লাহ মসীহ্ ইবনে মরিয়ম, তাঁর জননী এবং ভূমন্ডলে যারা আছে, তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি যে আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে? নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মাঝে যা আছে, সব কিছুর উপর আল্লাহ তাআলারই আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (সুরা মায়েদাহঃ ১৭।)

সূরা মারইয়ামে যারা বান্দাদেরকে আল্লাহর অংশ মনে করেন তাদের ব্যাপারে আরো কঠিন ভাষায় সতর্কবাণী দিয়ে বলা হয়েছেঃ

﴿ وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ○ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ○ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ○ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ○﴾(91-88:19)

তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরাতো এক অদ্ভূদ কান্ড করেছ। হয়তো এর কারণেই এখনই নভোমন্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। (সুরা মারইয়ামঃ ৮৮ - ৯১।)

বান্দাদেরকে আল্লাহর অংশ বা ছেলে বানানোর উপর আল্লাহর এই শক্ত রাগ এবং অসন্তুষ্টির কারণও পরিস্কার। কারণ কাউকে আল্লাহর অংশ বানানোর অনিবার্য ফল হল, সেই বান্দার মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী অনুপ্রবেশ হয়েছে বলে মানতে হবে। যেমন তিনি উদ্দেশ্য পূর্ণকারী, সব শক্তির মালিক ইত্যাদি। অর্থাৎ শিরক ফিয্যাত এর অনিবার্য ফল হল শিরক ফিসসিফাত। আর যখন কোন মানুষের মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী আছে বলে স্বীকার করলে তখন তার অনিবার্য ফল হবে তার সন্তুষ্টি অর্জন করা। যার জন্য বান্দা সব ধরণের ইবাদতের রসম-রেওয়াজ, রুকু, সাজদা, নযর-নেয়ায এবং আনুগত্য করে থাকে। অর্থাৎ শিরক ফিসসিফাত এর অনিবার্য ফল হল শিরক ফিল ইবাদত। যেন শিরক ফিয্যাতই হল অন্যান্য সব শিরকের জন্য সর্ববৃহত্তম দরজা। যখনি এই দরজা খুলে যায় তখন শিরকের দ্বার উম্মুক্ত হয়ে যায়। এই কারণেই শিরক ফিযযাতের উপর আল্লাহ তাআ'লা এত বেশী রাগ হন যে, তদ্বারা আসমান ফেটে

যাওয়া, জমি দু'ভাগ হয়ে যাওয়া এবং পাহাড় টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এই হল আকীদায়ে তাওহীদের সাথে অদ্বৈতবাদের খোলাখুলি দ্বন্ধ। অসংখ্য লোক পীর-মুরিদীর চক্করে পড়ে এই ফিতনার শিকার হয়েছে। এছাড়া ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের উপর অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারার কি প্রভাব হলো, তা বলার জন্য একটি বড় ধরণের বই তৈরী করতে হবে। যেহেতু এই বইয়ের বিষয় বস্তু তা নয়, তাই আমি এখানে সংক্ষিপ্ত দু'একটি কথার দিকে ঈঙ্গিত করে ক্ষান্ত হব।

(১) রিসালত

সূফীদের মতে ওয়েলায়ত নবুওয়াত ও রিসালত উভয় থেকে অনেক শ্রেয়।([১])

শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী বলেনঃ নুবুওয়াতের দরজা মধ্যখানে। ওলীর নীচে এবং রিসালতের উপরে।([২])

বায়েযীদ বুস্তামী বলেনঃ আমি সমূদ্রে ডুব দিয়েছিলাম অথচ তখন নবীরা তার কিনারায় ছিলেন।

তিনি আরো বলেনঃ কিয়ামতের দিন আমার ঝান্ডা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঝান্ডার চেয়েও উঁচু হবে। ([৩])

হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ) বলেনঃ পীরের আদেশ রাসূলুল্লাহর আদেশের মত।[৪]

---

[১] শিয়াদের মতে হযরত আলীর ওয়েলায়ত বা ইমামত নুবুওয়াত থেকেও উত্তম। একথা প্রমাণ করার জন্য তারা অনেক মিথ্যা হাদীস রচনা করেছেন। যেমন لو لا علي لما خلقتك অর্থাৎ যদি আলী না হত তা হলে হে মুহাম্মদ! আপনাকেও সৃষ্টি করতাম না (ইসলামী তাছাওউফ মে গায়রে ইসলামী তাছাওউফ কী আমীযাশ, পৃষ্ঠাঃ ৮৩।) এর পূর্বে ওহুদের যুদ্ধে নাদি আলিয়্যান ...... এর বর্ণনাটি তোমরা পড়েছো। এটি আশ্চর্য্য নয় কি যে, সূফীগণ এবং শিয়াদের মৌলিক আকীদা প্রায় এক রকম। উভয় একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। উভয়ের ভক্তির কেন্দ্র বিন্দু হল হযরত আলী (রাঃ) উভয়ের একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। উভয়ের মতে ওয়েলায়ত নবুওয়াতের চেয়ে উত্তম। শিয়াদের ইমামগণ সৃষ্টির এক একটি বস্তুর মালিক অন্য দিকে সূফীবাদের ওলীরা অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন।

[২] শরীয়ত ও তরীকত, পৃষ্ঠাঃ ১১৮

[৩] শরীয়ত ও তরীকত, পৃষ্ঠাঃ ১২০।

[৪] তাছাওউফ কি তিন আহাম কিতাবীন, পৃষ্ঠাঃ ৬৯।

হাফেয শীরাজী (রহঃ) বলেনঃ যদি তোমাকে তোমার বুজর্গ পীর নীজের মুছাল্লাকে মাদকদ্রব্য দ্বারা রঙ্গিন করতে বলে তাহলে তুমি অবশ্যই তা কর, কারণ পথ প্রদর্শক পথের মঞ্জিল সম্পর্কে বেখবর থাকেন না।[১]

(২) কুরআন ও সুন্নাহ

দ্বীন ও ইসলামের ভিত্তি হল কুরআন-সুন্নাহের উপরে। কিন্তু সূফীদের কাছে এই উভয় মৌলিক বিষয়ের মর্যাদা কতটুকু তা এক প্রসিদ্ধ সূফী আফীফুদ্দিন তিলমাসানীর কথা দ্বার অনুমান করা যায়। তিনি বলেনঃ ''কুরআনে তাওহীদ কোথায় আছে ? কুরআন তো সম্পূর্ণ শিরকে ভর্তি। যে ব্যক্তি কুরআনের অনুসরণ করবে সে কোন দিনও তাওহীদের উচ্চ মর্যাদায় পৌছতে পারবে না। [ইমাম ইবনু তায়মিয়া, কৌকন উমরী, পৃষ্ঠাঃ ৩২১।][২]

হাদীস শরীফের ব্যাপারে বায়েযীদ বুস্তামীর এতটুকু পড়ে নিন, তিনি বলেনঃ তোমরা শরীয়ত ওয়ালারা জ্ঞান অর্জন করেছ, মৃত ব্যক্তিদের (অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণের) কাছ থেকে, আর আমরা আমাদের জ্ঞান অর্জন করেছি এমন সত্ত্বা থেকে যিনি চিরঞ্জিব। আমরা বলে থাকি যে, আমার অন্তর আমার প্রভূ থেকে বর্ণনা করেছে কিন্তু তোমরা বল যে, অমুক বর্ণনাকারী আমার থেকে বর্ণনা করেছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সে বর্ণনাকারী কোথায়? উত্তরে বলা হয়, সে মরে গেছে। আর যদি বলা হয় যে অমুক রাবী অমুক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি কোথায়? উত্তরে তখনো একই বলা হয় অর্থাৎ মরে গেছে।[৩]

কুরআন-হাদীসের সাথে এরূপ ঠাট্টা-মস্কারী এবং মনের প্রবৃত্তির অনুসরণ করার জন্য حدثني قلبي عن ربي 'আমার অন্তর আমার আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছে'-[৪] এর মত ধোকাপূর্ণ বৈধতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরূদ্ধে কত বড় স্পর্ধা?

ইমাম ইবনুল জৌযী এই বাতিল দাবীর পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ 'যে ব্যক্তি হাদ্দাসানী কালবী আন রাব্বী' বলবে সে পর্দার আড়ালে একথা স্বীকার করল যে, সে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অমুখাপেক্ষী। অতএব যে ব্যক্তি এরূপ দাবী করবে সে কাফির হয়ে যাবে।[৫]

---

[১] শরীয়ত ও তরীকত, পৃষ্ঠা নং ১৫২।

[২] প্রাগুক্ত।

[৩] প্রাগুক্ত।

[৪] ফতোহাত মক্কিয়া - ইবনুল আরবী, পৃষ্ঠাঃ ৫৭।

[৫] তালবীস ইবলিস, পৃষ্ঠাঃ৩৭৪।

(৩) ইবাদত বন্দেগী ও সাধনা

সূফীদের কাছে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদির কতটুকু মর্যাদা আছে তার বর্ণনা এর পূর্বে দ্বীনে খানকাহীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এখানে আমরা সূফীদের মনগড়া কতিপয় ইবাদতের নিয়মের কথা বলব, যা তাদের কাছে খুবই মর্যাদা সম্পন্ন। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নায এগুলোর বৈধতা তো দুরের কথা বরং শক্ত বিরোধিতা পাওয়া যায়। কতিপয় উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলঃ

(১) পীরানে পীর হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী পনর বৎসর পর্যন্ত ইশার ছালাতের পর ফজরের পূর্বে এক খতম কুরআন পড়তেন। তিনি একপায়ে দাড়িয়ে এ সব কিছু করতেন।[১] তিনি নিজে বলেনঃ আমি পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত ইরাকের জঙ্গলে একা একা ঘুরা ফেরা করেছি। এক বৎসর পর্যন্ত শাক, ঘাঁষ এবং বিক্ষিপ্ত জিনিস পত্রের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করেছি। মোটেও পানি পান করি নি। তারপর এক বৎসর পর্যন্ত শুধু পানীয় পান করেছি। তারপর তৃতীয় বৎসর শুধু পানির উপরই জীবন যাপন করেছি। তারপর এক বৎসর কিছু খাইওনি, পানও করিনি।[২] (গাউসুচ্ছাক্বলাইন, পৃষ্ঠাঃ ৮৩)।

(২) হযরত বায়েযীদ বুস্তামী তিন বৎসর পর্যন্ত সিরিয়ার জঙ্গলে ইবাদত-সাধনা ইত্যাদিতে মগ্ন ছিলেন। এক বৎসর তিনি হজ্জে গেলেন তখন তিনি প্রত্যেক কদমে দু'রাকাত ছালাত আদায় করেছেন। এমনকি বার বৎসরে মক্কা শরীফে পৌছেছেন।[৩] (ছুফিয়ায়ে নকশবন্দী, পৃষ্ঠাঃ ৮৯)।

(৩) হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী অত্যন্ত বড় একজন সাধক ছিলেন। তিনি সত্তুর বছর পর্যন্ত সারা রাত ঘুমান নি।[৪] [তারিখে মাশায়েখে চিশতি, পৃষ্ঠা ১৫৫।]

(৪) হযরত ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশেখর চল্লিশ দিন পর্যন্ত কুপে বসে চিল্লাকশী করেছেন।[৫] [প্রগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ১৭৮]।

(৫) হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহঃ) ত্রিশ বছর পর্যন্ত ইশার ছালাতের পর এক পায়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ আল্লাহ করতেছিলেন।[৬] [ছুফিয়ায়ে নকশবন্দী, পৃষ্ঠাঃ ১৮৯।]

---

[১] শরীয়ত ও ত্বরীকত, পৃষ্ঠা ৪৯১।

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৪৩১।

[৩] প্রগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৪৩১।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯১।

[৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৩৪০।

[৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৪৯১।

(৬) খাওয়াজা মুহাম্মদ চিশতী (রাঃ) নিজের ঘরে একটি কুপ খনন করে রেখেছিলেন। তিনি তথায় উল্টো ঝুলে সাধনায় মগ্ন থাকতেন।[১] [সিয়ারুল আউলিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৪৬।]

(৭) হযরত মোল্লা শাহ কাদেরী বলেনঃ সারা জীবন আমাকে জানাবতের গোসল এবং ইহতিলামের প্রয়োজন হয় নি। কারণ উভয় গোসল, বিবাহ এবং নিদ্রার সাথে সম্পর্কিত, আর আমি তো বিবাহও করিনি এবং আমি ঘুমাইও না। [হাদীকাতুল আওলিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৫৭।]

ইবাদত বন্দেগী ও সাধনার এ সকল নিয়ম-নীতি কুরআন-সুন্নাহ থেকে অনেক দুরে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এ সকল নিয়মনীতি কুরআন-সুন্নাহ যতটুকু দুরে ততটুকু হিন্দু ধর্মের ইবাদত ও সাধনার নিয়মনীতির অতি কাছাকাছি। সামনে হিন্দু ধর্মমত সম্পর্কে পড়ার পর আপনি নিজেই অনুমান করতে পারবেন যে, উভয় পদ্ধতিতে কতটুকু অকল্পনীয় সামঞ্জস্য রয়েছে।

৪ - প্রতিদান ও শাস্তি

অদ্বৈতবাদের ধারণা মতে যেহেতু মানুষ নিজে তো কিছুইনা, বরং সেই সত্য সত্ত্বাই সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুতে বিদ্যমান, সেহেতু মানুষ তাই করে যা আল্লাহ তাআলা মানুষের মাধ্যমে করাতে চান। মানুষ সেই রাস্তা দিয়ে চলে যেই রাস্তা দিয়ে আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে চালাতে চান।

'মানুষের নিজস্ব কোন অধিকার ও ইচ্ছা নেই'- এই চিন্তাধারার কারণে তাছাওউফ ওয়ালাদের জন্য ভাল-মন্দ, হালাল-হারাম, আনুগত্য ও নাফরমানি, ছাওয়াব ও আযাব এবং প্রতিদান ও শাস্তির ধারণাও শেষ হয়ে যায়। এই কারণেই অধিকাংশ সূফীরা জান্নাত এবং জাহান্নামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছেন।

হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া তাঁর 'ফাওয়ায়িদুল ফাওয়ায়েদ' নামক মলফুজাত গ্রন্থে বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন মারুফ করখীকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য বলা হবে। তখন তিনি বলবেনঃ আমি যাব না, আমি জান্নাতের জন্য ইবাদত করিনি, তারপর ফেরেশতাগণ তাঁকে নূরের শিকলে আবদ্ধ করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।[২]

হযরত রাবেয়া বছরী সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি একদা ডান হাতে পানির পেয়ালা এবং বাম হাতে আগুনের কয়লা নিলেন এবং বললেনঃ এটি হল, জান্নাত আর

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৪৯১।

[২] শরীয়ত ও তরীকত, পৃষ্ঠা ৫০০।

এটি হল জাহান্নাম, আজকে আমি দুটুই শেষ করে দিচ্ছি। অতঃপর না থাকবে জান্নাত না থাকবে জাহান্নাম। আর মানুষেরা শুধু আল্লাহর জন্য ইবাদত করবে।

৫ - কারামাত

সূফীগণ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে খোদায়ী অধিকার রাখেন বলে বিশ্বাস করেন। তাই তারা জীবিতদের মারতে পারেন, মৃতদের জীবন দিতে পারেন, বাতাসে উড়তে পারেন এবং মানুষের তাকদীর পরিবর্তন করতে পারেন।

কতিপয় উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলঃ

(১) একদা পীরানে পীর শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রাহঃ) মুরগীর তরকারী খেয়ে হাঁড় গুলো একদিকে রাখলেন এবং হাঁড় গুলোর উপর হাত রেখে বললেনঃ কুম বিইযনিল্লাহ, (অর্থাৎ আল্লাহর আদেশে তুমি উঠ।) তখন মুরগী জীবিত হয়ে গেল। [সীরাতে গাউস, পৃষ্ঠাঃ ১৯১] [১]

(২) এক গায়কের কবরে গিয়ে পীরানে পীর 'কুম বিইযনী' (অর্থাৎ আমার আদেশে উঠ) বললেন, তখন কবর ফেটে মৃত ব্যক্তি গান গাইতে গাইতে বের হল। [তাফরীহুল খাতির, পৃষ্ঠাঃ ১৯।] [২]

(৩) খাওয়াজা আবু ইসহাক চিশতী যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন দুইশ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে চোখ বন্ধ করে হঠাৎ গন্তব্যস্থানে পৌছে যেতেন। [তারিখে মাশায়েখে চিশ্‌তে, পৃষ্ঠাঃ ১৯২।]

(৪) সৈয়দ মওদুদ চিশতী ৯৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তখন প্রথমে অদৃশ্য ব্যক্তিরা [মৃত বুজর্গরা] তাঁর জানাযার ছালাত পড়লেন। তারপর সাধারণ লোকেরা। তারপর জানাযা নিজে নিজে উড়তে লাগল। এই কেরামত দেখে অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করলেন। [তারীখে মাশায়েখে চিশত, পৃষ্ঠা ১৬০।] [৩]

(৫) খাওয়াজা উসমান হারুনী ওযুর দু'রাকাত আদায় করে এক ছোট শিশুকে বলে নিয়ে আগুনে চলে গেলেন। দুই ঘন্টা তথায় অবস্থান করলেন। আগুন উভয়ের কোন ক্ষতি করল না। [তারীখে মাশায়েখে চিশত, পৃষ্ঠাঃ ১২৪]

(৬) এক মহিলা খাওয়াজা গঞ্জেশেখরের কাছে ক্রন্দনরত অবস্থায় আসল এবং বললঃ বাদশা আমার নিরীহ ছেলেটিকে শুলে লটকে দিয়েছে। তখন তিনি তাঁর সাথীদের

---

[১] শরীয়ত ও তরীকত, পৃষ্ঠাঃ ৪১১।

[২] শরীয়ত ও তরীকত, পৃষ্ঠাঃ ৪১২।

[৩] শরীয়ত ও তরীকত, পৃষ্ঠাঃ ৪১৮।

সাথে নিয়ে পৌঁছলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহ যদি এই ছেলেটি নির্দোষ হয়ে থাকে তা হলে তাকে জীবিত করে দাও। তারপর ছেলেটি জীবিত হয়ে গেল এবং তাদের সাথে চলতে লাগল। এই কেরামত দেখে এক হাজার হিন্দু মুসলমান হয়ে গেল। [আসরারুল আউলিয়া, পৃষ্ঠাঃ ১১০, ১১১।]

(৭) এক ব্যক্তি শায়খ আব্দুলকাদের জীলানীর কাছে ছেলের জন্য দরখাস্ত করল তিনি তার জন্য দুআ' করলেন। ঘটনাক্রমে মেয়ে হল। তখন তিনি বললেনঃ তাকে ঘরে নিয়ে যাও এবং কুদরতের চমৎকারিতা দেখ। যখন ঘরে আসল তখন সে মেয়ের স্থানে ছেলে দেখতে পেল। [সাফীনাতুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ঃ১৭।]

(৮) পীরানে পীর গাউছে আজম একদা মদীনা শরীফ থেকে খালী পায়ে বাগদাদে আসতেছিলেন এমন সময় রাস্তায় এক চোর তাঁকে পেল। সে তাঁকে লুট পাট করতে চাইল যখন চোর জানতে পারল যে, তিনি গাউছে আজম, তখন তাঁর পায়ে পড়ে গেল এবং মুখে বললঃ ইয়া সায়্যিদি আব্দুল কাদের শাইআন লিল্লাহ।' পীর সাহেব তা দেখে তার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিলেন এবং তার সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। গায়ব থেকে ডাক আসল -চোরকে হিদায়েতের জন্য পথ দেখাচ্ছ, তাকে একেবারে কুতুব বানিয়ে দাও। তারপর তাঁর এক নজরে তিনি কুতুবের স্তরে পৌঁছে গেলেন। [সীরাতে গাউছিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৬৪০]

(৯) মিয়া ইসমাঈল লাহোর প্রসিদ্ধ 'মিয়াঁ কলান' ফজরের ছালাতে সালাম ফিরানোর সময় যখন দৃষ্টি দিলেন তখন ডান দিকের সকল মুক্তাদি কুরআনের হাফেয হয়ে গেলেন এবং বাম পার্শ্বের সবাই নাযেরা পাঠকারী। [হাদীকাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠাঃ ১৭৬।]

(১০) খাওয়াজা আলাউদ্দিন ছাবের কলিরীকে খাওয়াজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশেখর কলির নামক স্থানে পাঠালেন। একদা খাওয়াজা সাহেব ইমামের মুসল্লায় বসে গেলেন। লোকেরা বাধা দিলে তিনি বলেনঃ কুতুবের মর্যাদা কাজীর চেয়ে বড়। লোকেরা জোর পূর্বক জায়নামায থেকে উঠিয়ে দিল এবং তিনিও মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য স্থান পেলেন না তখন মসজিদকে সম্বোধন করে বললেনঃ লোকেরা সাজদা করছেন তুমিও সাজদা কর। একথা শুনার সাথে সাথে মসজিদটি ছাদ এবং দেয়াল সহ তাদের উপর পড়ে গেল এবং সকল লোক মারা গেল। [হাদীকাতুল আওলিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৭০।]

৬ - বাতেনী ধ্যান-ধারণা

যে সকল আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-ধারা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহের বিপরীত হয় সে গুলিকে পর্দার আড়ালে রাখার জন্য সূফী সাধকরা বাতেনী ধ্যান-ধারণার আশ্রয় নিয়েছেন। তারা বলে থাকেন কুরআন-সুন্নাহের শব্দসমূহের দুই অর্থ রয়েছে। একটি যাহেরী বাহ্যিক বা দৃশ্য আর একটি বাতেনী বা হাকীকী অর্থাৎ অদৃশ্য। এই বিশ্বাসকে

বলা হয় বাতেনী আক্বীদা। সূফী সাধকদের ধারণামতে উভয় অর্থের সম্পর্ক চামড়া এবং মগজের ন্যায়। অর্থাৎ বাতেনী অর্থ যাহেরী অর্থের চেয়েও উত্তম। যাহেরী অর্থ তো আলেমরা জানেন। কিন্তু বাতেনী অর্থ শুধু যারা রহস্য ও ভেদ সম্পর্কে জ্ঞাত তারাই জানেন। এসকল রহস্যের কেন্দ্র বিন্দু হল সূফীসাধকদের কাশফ, মুরাকাবা, মুশাহাদা এবং ইহলাম। অথবা বুজর্গদের ফয়েয ও বরকত। যদ্বারা তারা পবিত্র শরীয়তের মনগড়া ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন কুরআন মজীদের আয়াত واعبد ربك حتى يأتيك اليقين এর অনুবাদ হল, সেই শেষ সময় পর্যন্ত নিজের রবের ইবাদত কর যা অবশ্যই আসবে।। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত। [সূরা হিজরঃ ৯৯।] সূফীসাধকরা বলে এটি হল যাহেরী আলেমদের ব্যাখ্যা। এর বাতেনী কিংবা হাকীকী অর্থ হল, শুধু ততক্ষণই আল্লাহর ইবাদত কর যতক্ষণ না তোমার কাছে ইয়াকীন হবে। অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় লাভ হয়ে যাবে। তখন সূফীদের কাছে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত হজ্জ্ব এবং তিলাওয়াত ইত্যাদির কোন প্রয়োজন থাকে না।

এমনিভাবে সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াত ২৩ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 'তোমার প্রভূ ফয়সালা করেছেন যে তোমরা আল্লাহ বাতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না।' এটি হল আলোমদের অনুবাদ। রহস্য জ্ঞানীদের মতে এর অর্থ হল, তোমরা যাই ইবাদত করবে সব আল্লাহর জন্যই হবে। অর্থাৎ তোমরা মানুষকে সাজদা কর বা কবরকে বা কোন প্রতিমাকে অথবা মূর্তিকে সব কিছু বাস্তবে আল্লাহরই ইবাদত হবে। কালেমাযে তাওহীদ لا اله إلا الله এর সাদাসিদা অর্থ হল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সূফীরা বলে এর অর্থ হল, لاموجود إلا الله অর্থাৎ আল্লাহ বাতীত অনা কোন বস্তু মওজুদ নেই। তারা একথা বলে 'লা ইলাহা' থেকেই অদৈতবাদের চিন্তাধারা প্রমাণ করে দিল। কিন্তু সাথে সাথে কালিমায়ে তাওহীদকে কালিমায়ে শিরকে পরিবর্তন করে দিল। فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم যে কথা তাদের বলা হয়েছিল যালিমরা তা পরিবর্তন করে অন্য কিছু করে দিল [সূরা বাকারাঃ ৫৯]

বাতেনীয়্যাতের আড়ালে থেকে কুরআন-সুন্নাহের বিধানাবলী এবং আকীদা বিশ্বাসের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াও সূফী-সাধকরা কাইফ, জযব, মসতী, ইস্তেগারাক, সুকর এবং ছাহু ইত্যাদি পরিভাষা গড়ে যাকে ইচ্ছা হালাল আর যাকে ইচ্ছা হারাম করে দিয়েছেন। ঈমানের সংজ্ঞা দিয়েছেন তারা এভাবে যে, ঈমান হল, বাস্তবে হাকীকী ইশকের দ্বিতীয় নাম। তার সাথে এই ফলসাফা জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, মাজাযী ইশক ব্যতীত হাকীকী ইশক অর্জন করা অসম্ভব। কাজেই ইশকে মাজাযীর সব আবশ্যকীয় বিষয়, যথাঃ গান, বাজনা, নাচ এবং সুর, ছেমা, ওয়াজদ এবং হাল ইত্যাদি আর সৌন্দর্য্য এবং ইশকের দাস্তান এবং মদ ইত্যাদির আলোচনায় পূর্ণ কবিতাও বৈধ সাব্যস্ত হল। শায়খ হুসাইন লাহোরী যার এক ব্রাহ্মণ ছেলের প্রেমে পড়ার ঘটনা আমরা দ্বীনে খানকাহী শিরোনামে বলে এসেছি -তাঁর সম্পর্কে 'খযীনাতুল আছফিয়া' কিতাবে লিপিবদ্ধ

আছে যে, তিনি বাহলূল দরয়ায়ীর খলীফা ছিলেন। ছত্রিশ বছর শুধু ময়দানে সাধনা করেছেন। রাত্রে তিনি দাতাগঞ্জের মাযারে ইতিকাফ করতেন। তিনি মলামাতিয়া পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। হাতে মদের পেয়ালা, সুর ও গান-বাজনা অবৈধ নাচ ইত্যাদি সব ধরণের ইসলামী বাধ্য-বাধকতাকে উপেক্ষা করে যে দিকে ইচ্ছা চলে যেতেন। ([1])

এই হল বাতেনীয়্যাত যার পর্দায় থেকে সুবিধাবাদীরা দ্বীনে ইসলামের শুধু আকীদা নয় বরং চরিত্র ও লজ্জা-শরমের দামন ফেটে খান খান করে ফেলেছে। তারপরেও যেন আল্লামা আলতাফ হুসাইন হালীর কথা মতে -

نہ توحید میں کچھ خلل اس سی آی = نہ اسلام بکری نہ ایمان جای

তাদের তাওহীদেও কোন পরিবর্তন আসে না। আর ঈমান ও ইসলামেও কোন ক্ষতি সাধিত হয় না।

পাঠকবৃন্দ! অদ্বৈতবাদের চিন্তাধারা মেনে নেওয়ার ফলে কিরূপ পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতা আসে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পেশ করলাম। এর থেকে একথা অনুমান করা দুস্কর হবে না যে, মুসলামনদের কে ধর্মদ্রোহীতা, কুফর এবং শিরকের রাস্তায় পরিচালনা করার মধ্যে এই বাতিল ধারণার ভূমিকা কত টুকু ?

পাক-ভারতের প্রাচীনতম ধর্ম হিন্দুধর্ম

খৃষ্টাব্দ পনর শ' বছর পূর্বে আরিয়ান জাতি মধ্য এশিয়া থেকে এসে সিন্ধু উপত্যকায় হাড়াপ্পা ও মৌহেঞ্জুদারো স্থান আবাদ করে। এই এলাকাটিকে সেই সময় উপমহাদেশে তাহযীব-তামাদ্দুনের প্রাণকেন্দ্র মনে করা হত। হিন্দুদের প্রথম বই 'রগবেদ' এই আরিয়ান জাতির চিন্তাবিদরাই লিখেছেন যা তাদের দেবী দেবতাদের মহত্বের গানের উপর সমৃদ্ধ। এখান থেকেই হিন্দু ধর্মমতের আরম্ভ ([2])। যার অর্থ হলো হিন্দু ধর্মমত বিগত সাড়ে তিন হাজার সাল থেকে উপমহাদেশের তাহযীব-তমাদ্দুন, সমাজ এবং ধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে আসছে। হিন্দু ধর্ম ব্যতীত বৌদ্ধ ধর্ম এবং জেনী ধর্মমত পুরাতন ধর্মসমূহের মধ্যে পরিগণিত।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গৌতম বৌদ্ধ। তিনি ৫৬৩ খৃষ্টাব্দ পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৪৮৩ খৃষ্টাব্দ পূর্বে আশি বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহাবীর জৈন। তিনি ৫৯৯ খৃষ্টপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫২৭ খৃষ্টপূর্বে ৭২ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। অর্থাৎ এই ধর্মদ্বয় ও সর্ব নিম্ন চার পাঁচ শ

---

[1] শরীয়ত ও ত্বরীকত, পৃষ্ঠাঃ ২০৪।

[2] ভূমিকা আর্থ শাস্ত্র, মাওলানা ইসমাঈল যবীহ, পৃষ্ঠাঃ ৫৯।

বছর খৃষ্টাব্দ পূর্ব থেকেই উপমহাদেশের তাহযীব তামাদ্দুন, সমাজ এবং ধর্মমতের উপর প্রভাব বিস্তার করে আসছে।

হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং জৈন ধর্ম তিনটি অদ্বৈতবাদের চিন্তধারাকে মান্য করে। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা গৌতমবৌদ্ধকে আল্লাহর অবতার মনে করে তার প্রতমিা বা মুর্তিকে পূজা করে থাকে। জৈন ধর্ম বিশ্বাসীরা মহাবীরের প্রতিমা ছাড়াও সব ধরনের শক্তি প্রকাশের উৎস যথাঃ সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পাথর, গাছ, নদী, সমুদ্র, অগ্নি এবং বাতাস ইত্যাদিকেও পূজা করে। হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা তাদের জাতির মহান ব্যক্তিত্ব (পুরুষ-মহিলা)দের প্রতিমা ছাড়াও সব ধরণের শক্তি প্রকাশের উৎসকেও পূজা করে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে এছাড়া যে সকল বস্তুকে পুজার উপযোগী বলে গণ্য করা হয়েছে, তা হলঃ গাভী (গাভীর দুধ, ঘি, মাখন, পেশাব এবং গোবর সহ) গরু, আগন, তুলসীগাছ, হাতি, সিংহ, সাপ, ইঁদুর, শুকর এবং বানর ইত্যাদি। এসব কিছুর মুর্তি ও প্রতিমা পূজার উদ্দেশ্যে মন্দিরে রাখা হয়। মহিলা-পুরুষের যৌনলিঙ্গকেও পূজার উপযোগী মনে করা হয়। যেমন শিবজী মহারাজার পূজা করা হয় তার পুরুষ লিঙ্গের পূজার মাধ্যমে। এমনিভাবে শক্তিদেবতার পুজা করা হয় তার স্ত্রী লিঙ্গের পূজার মাধ্যমে।

উপমাহাদেশের মুর্তিপূজার পুরাতন তিন ধর্মমতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর আমরা হিন্দু ধর্মের কতিপয় বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করব। যাতে করে একথা অনুমান করা সম্ভব হবে যে, পাক-ভারত উপমহাদেশে শিরকের প্রচার-প্রসারে হিন্দু ধর্মের ভূমিকা কত গভীরে।

(ক) হিন্দু ধর্মে ইবাদত-বন্দেগী ও সাধনার নিয়মনীতি

হিন্দু ধর্মের শিক্ষানুযায়ী মুক্তি পাওয়ার জন্য হিন্দুরা জঙ্গল এবং গুহায় বসবাস করে থাকে। বিভিন্ন ধরণের সাধনার মাধ্যমে নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়ে থাকে। গরম, ঠান্ডা, বৃষ্টি এবং বালুকাময় জমিনে উলঙ্গ শরীরে থাকাকে তাদের সাধনার জন্য পবিত্র কাজ মনে করে থাকে। যথায় তারা নিজেকে নিজে পাগলেন মত কষ্ট দিয়ে অগ্নি শিখায় শুয়ে, গরম সুর্যে উলঙ্গ শরীরে বসে, কাঁটা বিছানায় শুয়ে, ঘন্টার পর ঘন্টা গাছের ডালে ঝুলে থেকে, স্বীয় হাতকে বোধশুন্য করে অথবা মাথা থেকে উঁচুতে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘসময় পর্যন্ত রাখেন যেন তা বোধশুন্য হয়ে যায় এবং শুকে কাটা হয়ে যায়। শরীরকে কষ্টদায়ক এসকল সাধনার সাথে সাথে হিদু ধর্মে বিবেক ও আত্মাকে কষ্ট দেয়াকেও মুক্তির উপায় মনে করা হয়। যেমন হিন্দুরা শহরের বাইরে একাকী চিন্তাভাবনায় মগ্ন থাকে। আবার কেউ তাদের গুরুজনের হেদায়েত মতে গ্রুপ বানিয়ে স্ব স্ব স্থানে থাকে। কোন কোন গ্রুপ আবার ভিক্ষার উপরই জীবন যাপন করে থাকে। তারা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার একেবারে উলঙ্গ হয়ে থাকে আবার কেউ নেংটি পরে থাকে। ভারতের আনাচে-কানাচে এরূপ উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ ময়লায় পূর্ণ

সাধুদের বড় একটি সংখ্যা জঙ্গল, সমুদ্র, এবং পাহাড় পর্বতে অধিক হারে দেখা যায়। আর সাধারণ হিন্দু সমাজে এদের পূজাও হয়ে থাকে ? ([১])

আধ্যাত্মিক শক্তি ও নফসকে দমন করা অর্জনের জন্য সাধনার এক গুরুত্ব পূর্ণ পদ্ধতি 'ইয়োগা' সৃষ্টি করেছে। যার উপর হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং জৈন ধর্মের অনুসারীরা আমল করে। এই পদ্ধতিতে ইয়োগী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ করে রাখে। এমনকি মৃত্যুর ভয় হয়। অন্তরের নড়াচড়া তার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। ঠান্ডা, গরম তার উপর প্রভাব বিস্তার করে না। ইয়োগী দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত থেকেও জীবিত থাকে। আরথ শাস্ত্র লেখক এরূপ সাধনার উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ এসকল কথা, পশ্চিমা শরীর বিজ্ঞানীদের জন্য আশ্চর্য্যজনক হতে পারে। কিন্তু মুসলিম সূফীদের জন্য এটি আশ্চর্য্যজনক মোটেও নয়। কারণ ইসলামী তাছাওউফের অনেক ধারা বিশেষ করে নকশবন্দী ধারায় ফানা ফিল্লাহ, ফানা ফিশ শায়খ, কিংবা যিকরে কালব এর অযীফা গুলোর মধ্যে 'হাবসে দম' শ্বাসরুদ্ধ করার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে যার উপর সূফী সাধকরা আমল করে থাকেন। ([২])

ইয়োগা নিয়মে ইবাদতের একটি ভয়ানক দৃশ্য হল, সাধুগণ এবং ইয়োগীরা জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে খালী পায়ে চলা এবং না জ্বলে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসা। অতি ধারাল সুক্ষ খঞ্জর দ্বারা এক গাল থেকে অন্য গাল পর্যন্ত এবং উভয় নাক পর্যন্ত এবং উভয় ঠোটে খঞ্জর দ্বারা চিড়ে ফেলা। এমনিভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা, তাজা কাঁটা এবং পেরেকের বিছানার উপর শুয়ে থাকা অথবা দিবানিশি উভয় পা কিংবা এক পায়ের সাহায্যে দাঁড়িয়ে থাকা অথবা লাগাতার উল্টো লটকে থাকা, সারা জীবন প্রত্যেক মৌসুমে কিংবা বৃষ্টির সময় উলঙ্গ থাকা, চির কুমার হয়ে থাকা, অথবা নিজের পরিবার থেকে পৃথক হয়ে উচুঁ পাহাড়ের গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকা ইত্যাদি ইয়োগা ইবাদত পদ্ধতির বিভিন্ন পন্থা। একে হিন্দু ইয়োগীরা হিন্দু বা বেদ অর্থাৎ তাছাওউফের প্রকাশ স্তর বলে থাকেন।([৩])

হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মে তন্ত্র-মন্ত্র এবং জাদুর মাধ্যমে ইবাদতের নিয়মও চালু আছে। এরূপ নিয়মে ইবাদতকারীকে বলা হয় 'তান্ত্রিক দল'। এসব লোকেরা জাদু মন্ত্র যেমন, 'আদম মণি', 'পদমণিআউস' ইয়োগার নিয়মে ধ্যান-ধারণাকে মুক্তির কারণ মনে করা হয়ে থাকে। পুরাতন বেদিক পুস্তকাদি বলে, সাধু এবং তাদের একটি দল জাদু এবং নিম্নস্তরের কাজ সমূহে পান্ডিত্য অর্জন করার কাজ বারবার করে থাকে। এই দলের মতে খুব কড়া মদ্য পান করা, গোশত এবং মাছ খাওয়া, যৌনাচার বেশী বেশী

[১] আরথ শাস্ত্র, ভুমিকা, পৃষ্টাঃ ৯৯।

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ১২৯।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ১৩০।

করা, অপবিত্র বস্তুকে খাদ্য হিসেবে আহার করা, ধর্মীয় রসমের নামে হত্যা করা ইত্যাদি খারাপ কাজ সমূহকেও ইবাদত মনে করা হয়। ([১])

(খ) হিন্দু ধর্মগুরুদের অসাধারণ শক্তি

যেমনিভাবে মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে গাউছ, কুতুব, নজীব, আব্দাল, ওলী, ফকীর এবং দরবেশ ইত্যাদি বিভিন্ন স্তর ও পদের বুজর্গ, যাদের কাছে অসাধারণ শক্তি আছে বলে মনে করা হয়, তেমনিভাবে হিন্দুদের মধ্যেও রয়েছে ঋষি, মণি, মহাত্মা, অবতার, সাধু, শান্ত, সৈন্যাসী, ইয়োগী, শাস্ত্রী এবং চত্রবেদী ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের ও পদের ধর্মগুরু। এদের কাছেও অসাধারণ শক্তি আছে বলে মনে করা হয়। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মতে এ সকল ধর্মগুরুরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন। দৌড়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেন। দেবতাদের দরবারে অতি সম্মানের সহিত এদের কে স্বাগতম জানানো হয়। এরা এতবেশী জাদুকরী শক্তির মালিক হন যে, তারা ইচ্ছা করলে পাহাড়কে তুলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে পারেন। তারা এক নজরে শত্রুদেরকে ভস্মীভূত করে দিতে পারেন। সকল ফসল নষ্ট করে দিতে পারে। যদি তারা খুশী হন তাহলে পুরো শহরকে ধ্বংস থেকে বাঁচান। ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারেন। দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাতে পারেন। শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেন।[২]

মণি সেই পবিত্র মানব, যিনি কাপড় পরিধান করেন না। পোষাক হিসেবে বাতাসকে ব্যবহার করেন, তার খাবার হল চুপ থাকা। তিনি বাতাসে উড়তে পারেন এবং পাখীদের চেয়ে উপরে যেতে পারেন। মণিরা মানুষের গুপ্তভেদ এবং চিন্তাভাবনা জানতে পারেন। কারণ তারা এমন মদ্যপান করেছেন যা সাধারণ মানুষের জন্য বিষ।[৩]

শিবজীর ছেলে লর্ডগণেশ সম্পর্কে হিন্দুদের আকীদা বিশ্বাস হল যে, সে যে কোন সমস্যাকে সমাধান করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে কারো জন্য সমস্যা সৃষ্টিও করতে পারে। তাই কোন সন্তান যখন লেখা পড়ার বয়সে উপনিত হয় তখন সর্বপ্রথম তাকে গণেশের পূজা করা শেখানো হয়।[৪]

---

[১] আরথ শাস্ত্র, ভুমিকা, পৃষ্ঠাঃ ১১৭।

[২] আরথ শাস্ত্র, ভুমিকা, পৃষ্ঠাঃ ৯৯-১০০।

[৩] আরথ শাস্ত্র, ভুমিকা, পৃষ্ঠাঃ ৯৮।

[৪] আরথ শাস্ত্র, ভুমিকা, পৃষ্ঠাঃ ৯৯।

(গ) হিন্দু ধর্মগুরুদের কতিপয় কেরামত

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে তাদের মহাপুরুষদের কেরামতি ও চমৎকারের অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা এখানে দু'একটি ঘটন উল্লেখ করছিঃ

(১) হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'রামায়ন' এ রাম এবং তার স্ত্রীর দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। রাম তার স্ত্রী সীতাকে নিয়ে জঙ্গলে বসবাস করছিলেন। একদা লঙ্কার রাজা 'রাবণ' তার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে রাম বানরের রাজা হনুমানের সাহায্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে নিজের স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু পবিত্র নিয়মানুযায়ী তাকে পরে পৃথক করে দেন। সীতার এই দুঃখ সহ্য হয় নি, ফলে সে নিজেকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু অগ্নি দেবতা অর্থাৎ পবিত্র আগুনের মালিক অগ্নিকে আদেশ দিল যেন সে নিভে যায় এবং সীতাকে না জ্বালায়। এমনিভাবে সীতা জ্বলন্ত আগুন থেকে অক্ষত বের হয়ে আসল এবং নিজের নির্দোষের প্রমাণ দিল।[১]

(২) একদা বৌদ্ধ ধর্মের সাধক 'বক্‌শ' এক চমৎকার দেখালেন, তা হলঃ একটি পাথর থেকে একই রাত্রে তিনি হাজার ডালি বিশিষ্ট একটি আম গাছ সৃষ্টি করলেন। [আরর্থ শাস্ত্রের ভূমিকাঃ ১১৬, ১১৭]

(৩) প্রেমের দেবতা, 'কামা' এবং প্রেমের দেবী 'রতী' আর এদের বিশেষ বন্ধু বিশেষ করে বসন্তের প্রভূ এরা যখন খেলতেন, তখন কামা দেবতা নিজের ফুলের তীর শিব দেবতার উপর বর্ষণ করতেন। আর শিব দেবতা নিজের তৃতীয় চোখ দ্বারা সেই তীরগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে তীরগুলো ছাইয়ের মত ধ্বংস হয়ে যেত এবং সে প্রত্যেক রকম ধ্বংস থেকে হিফাযতে থাকত, কারণ তিনি শারীরিক আকৃতি মুক্ত ছিলেন।[২]

(৪) হিন্দুদের এক দেবতা লর্ড গণেশের পিতা শিবজীর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তার স্ত্রী পার্বতী একদিন প্রতিজ্ঞা করল যে, সে গোসল করার সময় তার স্বামী লর্ড শিব যে, দুষ্টামী করে তার গোসল খানায় প্রবেশ করে, তা বন্ধ করে দিবে। তাই মানুষের একটি পুতুল বানিয়ে তাতে প্রাণ দিয়ে গোসল খানার দরজায় দাঁড় করে দিলেন। তারপর শিবজী তার অভ্যাসমত পার্বতী দেবীকে বিরক্ত করার জন্য গোসলখানার দিকে রওয়ানা করলেন। যখন তিনি গোসলখানার দরজায় একটি সুন্দর বালককে পাহারারত দেখলেন তখন আশ্চার্যন্বিত হলেন। যখন গোসলখানায় প্রবেশ করতে চাইলেন তখন বালকটি তাঁকে বাধা দিল। বালকের বাধায় তিনি ভীষণ রাগ করলেন এবং ত্রিশুল দ্বারা

---

[১] আরথ শাস্ত্র, ভুমিকা, পৃষ্ঠাঃ ১০১, ১০২।

[২] আরথ শাস্ত্র, ভুমিকা, পৃষ্ঠাঃ ৯০।

তার মাথা কেটে শরীর থেকে পৃথক করে দিলেন। দেবী পার্বতী এই হত্যার কারণে খুবই মর্মাহত হলেন। তখন শিবজী তাঁর চাকরদের বললেন, তারা যেন অতিসত্বর কারো মাথা কেটে নিয়ে আসে। চাকররা বের হল এবং সর্বপ্রথম একটি হাতি দেখল। কাজেই তারা হাতির মাথা কেটে নিয়ে আসল। তারপর শিবজী বালকের শরীরের উপর হাতির মাথা লাগিয়ে দিলেন এবং পূণরায় প্রান দিয়ে দিলেন। পার্বতী দেবী ছেলের পূর্ণজীবনে অতিশয় খুশী হলেন।

হিন্দুধর্মের শিক্ষা অধ্যয়নের পর মুসলমানদের একটি বড় দল 'তাছাওউফ' অবলম্বীদের আকীদা ও শিক্ষার উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব কতটুকু তা অনুমান করা দুস্কর হবে না। একেশ্বরবাদের আকীদা একই রকম ইবাদত ও সাধনার নিয়মনীতি একই রকম, মহামণিষীদের অসাধারণ শক্তি ও অধিকারের ব্যাপার একই রকম এবং বুজর্গদের কেরামতের ধারাও একই রকম। শুধুমাত্র নামের পার্থক্য।

সব ব্যাপারে একতা ও সামঞ্জস্যতা দেখার পর আমাদের জন্য হিন্দুস্তানের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ খুঁজে পাওয়া আশ্চর্য্যের কিছু নয় যে, কোথাও হিন্দুরা মুসলমান পীর ফকীরের মুরীদ হয়ে যাচ্ছে আবার কোথাও মুসলমানরা হিন্দু সাধু এবং ইয়োগীদের ধ্যান-ধারণায় মগ্ন হয়ে আছে। এরূপ মেলামেশার কারণে পাক-ভারতের অধিকাংশ মুসলমানরা যে ইসলাম মেনে চলে থাকে তার উপর কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বেশী পরিলক্ষিত হয়।

৬ - শাসক বর্গ

পাক-ভারত উপমহাদেশে শিরক-বিদাতের কারণ অনুসন্ধান করতঃ অধিকতর একথা বলা হয় যে, যেহেতু প্রথম শতাব্দীর হিজরীর শেষের দিকে যখন মুহাম্মদ ইবনু কাসিম (রাহঃ) ৯৩ হিজরী সনে সিন্ধু বিজয় করলেন তখনই ইসলাম এদেশে এসেছে। আর যেহেতু মুহাম্মদ ইবনু কাসিম (রাহঃ) তার সৈন্যদল নিয়ে তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করলেন, যার কারণে প্রথমতঃ ইসলাম নির্ভেজালভাবে কুরআন-সুন্নাহের রূপে পৌঁছে নি।

দ্বিতীয়তঃ দাওয়াতটি ছিল অতিসংক্ষিপ্তকারে, সেহেতু উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানদের চিন্তা-ধারা ও কার্যসমূহে মুশরিক ও হিন্দুদের রসম-রেওয়াজের প্রভাব খুবই গভীর মনে হয়।

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে একথাটি সঠিক প্রমাণিত হয় না, বরং বাস্তব কথা হল, হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর জামানা (১৫ হিজরী) থেকেই উপমহাদেশে ছাহাবীদের আগমনে ধন্য হয়েছে। ফারুকী ও উসমানী যুগে যে সকল দেশ ইসলামের ছায়াতলে এসেছে সেগুলোর মধ্যে সিরিয়া, মিশর, ইরাক, ইয়েমেন, তুর্কিস্থান, সমরকন্দ, বুখারা, তুর্কী, আফ্রিকা এবং ভারতের মালাবার, সরন্দীপ, মালদ্বীপ, গুজরাত এবং সিন্ধু

প্রদেশের নাম সবার শীর্ষে। এই সময় ভারতে আগমনকারী ছাহাবীদের সংখ্যা হল ২৫, তাবেয়ীদের সংখ্যা হল ৩৭ এবং তাবে তাবেয়ীদের সংখ্যা হল ১৫। ([১])

মোটকথা, প্রথম শতাব্দী হিজরীর প্রারম্ভেই নির্ভেজাল কুরআন-সুন্নাহের রূপে ইসলাম ভারত উপমহাদেশে পৌঁছে গিয়েছিল। আর হিন্দুদের হাজার বছরের পুরাতন এবং গভীর প্রভাব সত্বেও ছাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ এবং তাবে তাবেয়ীদের সুপ্রচেষ্টার ফলে ইসলামের প্রচার-প্রসার হচ্ছিল। ঐতিহাসিক বাস্তবতা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, যখনই কোন তাওহীদবাদী ঈমানদার ব্যক্তি শাসনভার নিয়েছেন তখন ইসলামের মান মর্যাদা ও শান-শওকত বৃদ্ধি পেয়েছে। মুহাম্মদ ইবনু কাসিমের পর সুলতান সুবক্তগীন, সুলতান মাহমূদ গজনবী এবং সুলতান শিহাবুদ্দিন গৌরীর যুগ [৯৮৬-১১৭৫] একথার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, এসময় উপমহাদেশে ইসলাম মস্তবড় একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। পক্ষান্তরে যখন কোন বদদ্বীন ও ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি শাসনভার হাতে নেয় তখন ইসলামের পশ্চাদপদতা ও লাঞ্ছনার কারণ হয়। এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ হল আকবরী যুগ। আকবরী যুগে সরকারীভাবে মুসলমানদের জন্য কালেমা নির্ধারণ করা হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবর খলীফাতুল্লাহ', আকবরের দরবারে নিয়মিত তাকে সাজদা করা হত, নুবুওয়াত, ওহী, হাশর-নশর এবং ইসলামী নিদর্শন সমূহের উপর খোলাখুলি অভিযোগ তোলা হত, সুদ, জুয়া এবং মদ্যপানকে হালাল বলা হয়েছিল। শুকরকে পবিত্র প্রাণী আখ্যা দেয়া হয়েছে। হিন্দুদের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে গাভীর গোশতকে হারাম করা হয়েছে। দেওয়ালী, দশেরা, রাখী, পেনাম এবং শিবরাত্রী ইত্যাদি হিন্দুদের রসম ও রেওয়াজকে সরকারীভাবে পালন করা হত। ([২]) বাস্তব কথা হল, ভারতে হিন্দু ধর্মের পূর্ণজীবন এবং শিরকের প্রসারের আসল কারণ হল, এরূপ বদদ্বীন ও ক্ষমতালোভী মুসলিম শাসকরা।

ভারত বিভক্তির পরের যুগের কথা চিন্তা করলে এই বাস্তবতাটি আরো স্পষ্টাকারে ধরা পড়ে যে, শিরক, বিদআত ও বদদ্বীনিকে প্রচার করার মধ্যে শাসকদের ভূমিকা কত বেশী। আমার মতে প্রত্যেক পাকিস্তানী নাগরিককে ঠান্ডা মাথায় এই প্রশ্নের উপরে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, যে দেশটি প্রায় অর্ধ শতাব্দি পূর্বে শুধুমাত্র কালেমা তাওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর ভিত্তির উপর অস্তিত্ব লাভ করেছে সেই দেশে এখনো পর্যন্ত কালেমা তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার কোন আলামত পরিলক্ষিত হচ্ছে না কেন ? এর কারণ কি হতে পারে? যদি বলা হয়, এর কারণ হল অজ্ঞতা, তাহলে সেই ব্যবস্থা পরিবর্তন করার দায়িত্বও ছিল শাসকদের উপর। যদি বলা হয় এর কারণ হল শিক্ষা ব্যবস্থা, তা হলে সেই ব্যবস্থা পরিবর্তন করার দায়িত্বও ছিল শাসকবর্গের উপর। যদি

---

[১] একলীমের হিন্দ মে ইশাআতে ইসলাম, গাজী আযীয।

[২] তাজদীদ ও ইহয়ায়ে দ্বীন, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, পৃষ্ঠা ৮০।

বলা হয় এর কারণ হল দ্বীনে খানকাহী, তাহলে দ্বীনে খানকাহী পতাকাবাহীদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দয়িত্বও ছিল শাসকবর্গের। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, তাওহীদ প্রতিষ্ঠার পবিত্র দায়িত্ব আদায় করা তো দুরের কথা, আমাদের শাসকবর্গরা তো কুরআন-সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার রাস্তায় সব চেয়ে বড় বাধা হয়ে আছেন। সরকারীভাবে শরীয়তের শাস্তির বিধানগুলোকে, অত্যাচারমুলক বলা, কেছাছ, দিয়াত (রক্তপণ) এবং সাক্ষীর বিধানাবলীকে পুরাতন নিয়ম বলা, ইসলামী নিদর্শন গুলির বিদ্রুপ করা, সুদী ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আদালতের আশ্রয় নেয়া, পারিবারিক নিয়মনীতি ও পরিবার পরিকল্পণার মত অনৈসলামিক প্রকল্পকে জোর জবরদস্তি মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া, সাংস্কৃতিক পতিতা, কাওয়ালীকার, গায়ক, এবং মিউজিক মাষ্টার ইত্যাদি ব্যক্তিকে সুযোগ সুবিধা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রদান, [১] নববর্ষ ও স্বাধীনতা উৎসব ইত্যাদি সভার-মজলিসের নামে মদ্যপান ও নর্তকীদের মাহফিলের আয়োজন করা, আমাদের সম্মানিত শাসকদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অন্য দিকে ইসলামের যে সেবার নামে আমাদের প্রায় সকল শাসকরা যে কাজ করছেন তার শীর্ষে হল, খানকাহী ধর্মের প্রতি অতিভক্তির প্রকাশ এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা। মনে হয় আমাদের শাসকবর্গের কাছে ইসলামের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্টপূর্ণ দিক হল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ থেকে নিয়ে মরহুম যিয়াউল হক পর্যন্ত , আর হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল থেকে নিয়ে মরহুম হাফীয জালিন্দর পর্যন্ত সর্বস্তরেরর জাতীয় নেতাদের মাযারগুলো মরমর পাথর দিয়ে নির্মাণ করা এবং তথায় পাহারাদার নিযুক্ত করা। জাতীয় দিবসগুলোতে সেখানে উপস্থিত হওয়া। পুষ্পস্তবক অর্পন করা তাদেরকে সালামী দেয়া, ফাতেহা খানী এবং কুরআন খানীর মাধ্যমে তাদের জন্য ঈছালে ছাওয়াবের আয়োজন করা। এটি হল তাদের ধারণামতে ইসলামের বড় খেদমত।

মনে রাখবেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর মাযার দেখাশুনা করা এবং রক্ষণাবেক্ষণের নিয়মিত একটি পরিচালনা বোর্ড নির্ধারিত আছে। এখানের কর্মচারীরা সরকারী তহবিল থেকে বেতন পেয়ে থাকে। গত বৎসর মাযারের পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সেনিটের ষ্ট্যান্ডিং কমিটি মাযারের আশে-পাশে প্রায় ছয় মাইল এলাকার মাযারের চেয়ে উঁচু কোন বিল্ডিং নির্মাণ কড়া ভাবে নিষেধ করেছে। [দৈনিক জঙ্গ, ১৩ আগস্ট, ১৯৯১ ইং।]

১৯৭৫ ইং সালে ইরানের সম্রাট সৈয়দ আলী হাজওয়েরী মাযারের জন্য একটি স্বর্ণের দরজা মান্নত হিসেবে প্রেরণ করেছিল, যা তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নিজ হাতেই দরবারে লাগিযে দিলেন।

---

[১] এক যিয়াফতে প্রধানমন্ত্রী মহোদয় পুলিশের আকর্ষনীয় ব্যান্ড বাজনা শুনে খুশী হয়ে ব্যান্ড মাষ্টারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা উপহার দিলেন। [আল ইতিছাম, ৫ ই জুন ১৯৯২।]

১৯৮৯ ইং সালে সরকার ঝাঁঙ্গ নামক স্থানে একটি মাযার নির্মাণ করার জন্য ৬৮ লক্ষ রুপী সরকারী তহবিল থেকে অনুদান স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। ([1])

১৯৯১ ইং সালে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চল্লিশ মন গোলাপজল দিয়ে গোসল দেয়ার মাধ্যমে সৈয়দ আলী হাজওয়েরীর উরসের উদ্বোধন করেছেন। ([2])

আর এই বছর 'দাতা' সাহেবের ৯৪৮ তম উরসের উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত হন। মাযারে পুস্পস্তবক অর্পন করেন, ফাতেহা খানী করেন, মাযারের সংলগ্ন মসজিদে ইশার ছালাত আদায় করেন। দুধের সবীলের উদ্বোধন করলেন এবং দেশে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা, কাশ্মীর এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা, আফগানিস্তানে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসা এবং দেশে ঐক্য, উন্নতি ও স্বচ্ছলতার জন্য দুআ করলেন। ([3])

কিছুদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী উযবেকিস্তানে গেলেন, তথায় তিনি ইমাম বুখারীর মাযার নির্মাণের জন্য চল্লিশ লক্ষ ডলার তথা প্রায় এক কোটি রূপী অনুদান স্বরূপ দান করলেন।([4])

উপরোক্ত কয়েকটি উদাহরণের মধ্যে সুদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বোঝার জন্য অনেক কিছু রয়েছে। এমন দেশ যার শাসকবর্গরা স্বয়ং এরূপ 'ইসলামের সেবায়' নিয়োজিত থাকেন, সেখানের অধিকাংশ জনসাধারণ যদি অলি গলিতে, মহল্লায়, মহল্লায়, গ্রামে-গঞ্জে, দিবানিশী শিরকের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে মগ্ন থাকে, তাহলে তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে? বলা হয় যে, الناس علي دين ملوكهم (মানুষ তাদের শাসকদের ধর্ম মতেই চলে।)

এই যুগ তার ইব্রাহীমের তালাশে মত্তহারা, কারণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যেখানে হয়ে রয়েছে মূর্তি পূজার স্থান।

---

[1] আহলে হাদীস পত্রিকা, করাচী ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯ ইং।

[2] দৈনিক জঙ্গ, ২৩ শে জুলাই, ১৯৯১ ইং।

[3] দৈনিক জঙ্গ, ১৯ ই আগষ্ট, ১৯৯২ ইং।

[4] আদ্দওয়া ম্যাগাজিন, আগস্ট, ১৯৯২ ইং।

এখন কি করি?

যেরূপ আমরা পূর্বে বলেছি যে, মানব সমাজে প্রায় সকল ফিতনা-ফাসাদের মৌল ভিত্তি হল শিরক। শিরকের বিষ যত দ্রুত সমাজে ছড়াচ্ছে তত দ্রুত সারা সম্প্রদায় ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের দাবি হল, আকীদায়ে তাওহীদ সম্পর্কে সচেতন লোকদেরকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সর্বস্তরে শিরকের বিরূদ্ধে জিহাদ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। ব্যক্তিগত ভাবে সর্বপ্রথম প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘর-পরিবারের দিকে দৃষ্টি দিবেন।

আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ۝﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। (সুরা তাহরীমঃ ৬)

তারপর আত্মীয়-স্বজন এবং সাথী-বন্ধুদের দিকে দৃষ্টি দিবেন। তারপর ঘরে ঘরে, অলিতে-গলিতে, মহল্লায়-মহল্লায় এবং গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে মানুষের কাছে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করবেন এবং শিরকের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করবেন। সামজিকভাবে যদি দেশে কোন গ্রুফ বা দল তাওহীদের ভিত্তিতে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা করে থাকে, তা হলে তাদরে সাথে সহযোগিতা করবেন। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি এই পবিত্র দায়িত্ব আদায় করে থাকে, তাদের সাথে সহযোগিতা করবেন। কোন পত্রিকা, ম্যাগাজিন, অথবা কোন মাসিকী যদি এই কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করে তাদের সাথে সহযোগিতা করবেন। চোখের সামনে শিরক হতে দেখে তাকে বাধা দেয়া কিংবা দুলিস্যাৎ করার জন্য চেষ্টা না করা হল, আল্লাহর আযাব-গযবকে দাওয়াত দেয়ার নামান্তর।

এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, 'যখন মানুষ শরীয়ত বিরূদ্ধ কাজ হতে দেখেও তাকে বাধা না দেয়, তাহলে অচিরেই আল্লাহ তাআ'লা তাদের সবাইকে স্বীয় আযাবে নিমজ্জিত করবেন। (ইবনু মাজাহ, তিরমিযী) অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছেঃ সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দিবে। অন্যথায় অচিরেই আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। তারপর তোমরা তাঁকে ডাকবে কিন্তু তোমাদের সেই ডাকের কোন উত্তর দেয়া হবে না। (তিরমিযী।)

চিন্তা করুন, যদি সাধারণ পাপ থেকে মানুষকে বাধা না দেয়ার কারণে আল্লাহর আযাব আসতে পারে, তাহলে শিরক, যাকে আল্লাহ তাআ'লা সবচেয়ে বড় পাপ আখ্যা দিয়েছেন, তা থেকে বাধা না দেয়ার কারণে আল্লাহর আযাব আসবে না কেন? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কিংবা খারাপ কিছু দেখবে, সে যেন নিজের হাত দিয়ে তা বাধা দেয়। যদি সে হাত দিয়ে বাধা দিতে না

পারে তাহলে মুখ দিয়ে বাধা দেয়, আর যদি তাও না পারে তাহলে অন্তর দ্বারা বাধা দেয়। আর এটি হ'ল অত্যন্ত দুর্বল ঈমান। (মুসলিম।)

অতএব হে ঈমানদার! আপনি নিজেকে নিজে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচান, আর সর্বাবস্থায় শিরকের বিরূদ্ধে জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। যে জান দিয়ে পারে সে জান দিয়ে, যে মাল দিয়ে পারে সে মাল দিয়ে, যে হাত দিয়ে পারে সে হাত দিয়ে, যে মুখ দিয়ে পারে সে মুখ দিয়ে আর যে কলম দিয়ে পারে সে কলম দিয়ে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

﴿ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالاً وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ O ﴾(41:9)

অর্থাৎ, তোমরা বের হও হালকা কিংবা ভারী অবস্থায়। আর আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে জিহাদ কর। যদি তোমরা বুঝে থাক, তা হলে তোমাদের জন্য এটিই কল্যাণকর। (সুরা তাওবাঃ ৪১।)

اَلنِّيَّةُ

নিয়তের মাসায়েল

মাসআলাঃ ১ = আ'মলসমূহের প্রতিদান নিয়তের উপর নির্ভর করে।

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ اِلٰى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রঃ) বলেনঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সকল কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে সে তাই পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি লাভ উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে। -বুখারী। [১]

عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ اَبِيْهِ ﷺ قَالَ اَخَذَ الْمُشْرِكُوْنَ عَمَّارَ بْنَ يَاسَرٍ ﷺ فَلَمْ يَتْرُكُوْهُ حَتّٰى سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ وَ ذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ ثُمَّ تَرَكُوْهُ فَلَمَّا اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((مَا وَرَآءَكَ ؟)) قَالَ : شَرٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! مَا تَرَكْتُ حَتّٰى نِلْتُ مِنْكَ وَ ذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ قَالَ ((كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ ؟)) قَالَ : مُطْمَئِنًّا بِالْإِيْمَانِ قَالَ ((اِنْ عَادُوْا فَعُدْ)) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

'হযরত আবু উবায়াদা ইবনু মুহাম্মদ ইবনু ইয়াসির স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আম্মার (রাঃ) কে মুশরিকরা ধরে নিয়ে গেছিল এবং যতক্ষণ তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় নি কিংবা তাদের উপাস্যদের প্রশংসা করে নি ততক্ষণ তারা তাঁকে ছাড়ে নি। অতঃপর যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসলেন, তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কি হল? হযরত আম্মার বললেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! খুব খারাপ হয়েছে। যতক্ষণ আমি আপনার ব্যাপারে অসামঞ্জস্য কথা বলি নি কিংবা তাদের উপাস্যদের প্রশংসা করি নি ততক্ষণ তারা আমাকে ছাড়ে নি। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন? বললেনঃ

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবু বদউল ওহী।

ঈমানের উপর আস্থাশীল আছি। তারপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদি মুশরিকরা দ্বিতীয়বার এরূপ করে, তাহলে তুমিও তদ্রুপ কর"। -বায়হাকী।[১]

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِنَّ اللّٰهَ لاَ یَنْظُرُ اِلٰی صُوَرِکُمْ وَ اَمْوَالِکُمْ وَلٰکِنْ یَنْظُرُ اِلٰی قُلُوْبِکُمْ وَ اَعْمَالِکُمْ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তোমাদের রূপ আকৃতি এবং সম্পদ দেখেন না, বরং তোমাদের অন্তরের নিয়ত এবং তোমাদের আমল দেখেন। -মুসলিম।[২]

عَنْ اَبِی الدَّرْدَاءِ ﷺ یَبْلُغُ بِهِ النَّبِیَّ ﷺ قَالَ ((مَنْ اَتٰی فِرَاشَهُ وَهُوَ یَنْوِیْ اَنْ یَقُوْمَ یُصَلِّیْ مِنَ اللَّیْلِ فَغَلَبَتْهُ عَیْنَاهُ حَتّٰی اَصْبَحَ کُتِبَ لَهُ مَا نَوٰی وَ کَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ)) رَوَاهُ النَّسَائِیُّ

হযরত আবুদ্দরদা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রাত্রে এই নিয়তে ঘুমাল যে, সে উঠে তাহাজ্জুদের ছালাত পড়বে। কিন্তু ঘুমের তীব্রতার কারণে সকাল পর্যন্ত চোখ খুলে নি। তা হলে সে তার নিয়ত মত ছাওয়াব পাবে এবং ঘুমটি যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য ছদকা হল। -নাছায়ী।[৩]

---

[১] সুনানু বায়হাকী, কিতাবুল মরতাদ্দ।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াছ্ছিলাহ।

[৩] সহীহ সুনান নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হাদীস নংঃ ১৬৮৬।

فَضْلُ التَّــــوْحِيْدِ

তাওহীদের ফযীলত

মাসআলাঃ ২ = কালিমা তাওহীদকে স্বীকার করা দ্বীনে ইসলামের সর্বপ্রথম মৌলিক রূকন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا ﷺ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ((ادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَ تُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ)) رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআ'য (রাঃ) কে ইয়েমেনের গভর্নর বানিয়ে পাঠালেন এবং বললেনঃ প্রথমে লোকজনকে একথার দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই আর আমি (মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন, যদি তারা তাও মেনে নেয়, তখন তাদেরক বলবে যে আল্লাহ তাদের উপর ধন-সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং দারিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে। -বুখারী।[১]

মাসআলাঃ ৩ = কোন অমুসলিম কালিমায়ে তাওহীদকে স্বীকার করলে তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ ذٰلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((أَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ قَتَلْتَهُ)) قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ قَالَ ((أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتّٰى تَعْلَمَ أَقَالَهَا اَمْ لاَ))فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنِّىْ اَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমরা 'জুহাইনা' গোত্রের 'হুরুকাত' নামক জায়গায় সকাল সকাল হামলা করলাম। এক ব্যক্তি আমার সামনে পড়ে গেল, তখন সে

[১] সহীহ আল বুখারী,. কিতাবুয্ যাকাত।

কালিমা পড়ে ফেলল, কিন্তু আমি তাকে বল্লম দ্বারা আঘাত করলাম ফলে সে মারা গেল, পরে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হল যে, আমি কি ঠিক করলাম না ভুল করলাম। তারপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে সম্পূর্ণ কথা ব্যক্ত করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পরেও কি তুমি তাঁকে হত্যা করেছ? আমি বললামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে তো অস্ত্রের ভয়ে কালিমা পড়েছে। তিনি বললেনঃ তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছো, তার অন্তরে ইখলাছ ছিল কি না? অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাকে বার বার বলছিলেন এমনকি আমার মন চাইল যে, আমি যদি আজকেই মুসলমান হতাম তাহলে কতইনা ভাল হত। -মুসলিম।[১]

মাসআলাঃ ৪ = কালিমায়ে তাওহীদের উপর ঈমান আনলে গুণাহসমূহ ক্ষমা হয়ে যায়।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَ هُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَ قَدِ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ ((مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) قُلْتُ: وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ قَالَ ((وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ))قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ ((وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ)) ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ ((عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِىْ ذَرٍّ)) قَالَ : فَخَرَجَ اَبُوْ ذَرٍّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ وَ اِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুযর (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি একটি সাদা কাপড় গায়ে পরে শুয়ে ছিলেন। অতঃপর পুনরায় আসলাম তখনও তিনি শুয়েছিলেন তারপর যখন তিনি সজাগ হলেন তখন আমি তাঁর কাছে বসলাম। তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই' বলবে এবং এই বিশ্বাসের উপর তার মৃত্যু হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললামঃ যদিও সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং চুরি করে? বললেনঃ যদিও সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং চুরি করে। আমি বললামঃ যদিও সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং চুরি করে? বললেনঃ যদিও সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং চুরি করে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি তিন বার বললেন। অতঃপর চতূর্থবার বললেনঃ যদিও আবুযরের নাক মাটিতে মিশুক, যখন আবুযর (রাঃ) বের হলেন তখনও তিনি তা বলছিলেন, যদিও আবুযরের নাক মাটিতে মিশুক। -মুসলিম।[২]

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ((اِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ اُمَّتِىْ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ سِجِلاًّ كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ : أَ تُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا ؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِى الْحَافِظُوْنَ فَيَقُوْلُ لاَ يَا رَبِّ

---

[১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

فَيَقُوْلُ أَفَلَكَ عُذْرٌ ؟ فَيَقُوْلُ لاَ يَا رَبِّ ! فَيَقُوْلُ : بَلٰى ، اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً ، فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَيُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا : أَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَقُوْلُ : اُحْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلاَّتِ ؟ فَقَالَ : اِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ ، قَالَ : فَتُوْضَعُ السِّجِلاَّتُ فِيْ كِفَّةٍ ، وَالْبِطَاقَةُ فِيْ كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ ، وَ ثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ وَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ شَيْءٌ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
(صحيح)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা সকল সৃষ্টির সামনে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসবেন। তার সামনে নিরান্নব্বইটি দফতর খোলা হবে। প্রত্যেকটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হবে। আল্লাহ তাআ'লা তাকে বলবেনঃ তুমি কি এগুলোর মধ্যে কোন কিছু অস্বীকার কর? আমলনামা প্রস্তুতকারী আমার ফেরেশতাগণ কি তোমার সাথে কোন অন্যায় করেছে? সে বলবেঃ না প্রভু! অতঃপর বলবেনঃ আচ্ছা তোমার একটি নেকী আমার কাছে আছে। আজকে তোমার উপর কোন অন্যায় হবে না। অতঃপর একটি কাগজের টুকরা আনা হবে যাতে লিখা থাকবে -'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু'-। আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ যাও আমলনামা মাপার স্থানে। সে বলবেঃ হে আল্লাহ! এই ছোট্ট কাগজের টুকরাটি আমার অগণিত পাপের সামনে কি মর্যাদা রাখতে পারে? আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ বান্দা আজকে তোমার উপর কোন অনায় হবে না। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ পাপের সব দফতর এক পাল্লায় দেয়া হবে। আর কালিমা লিখিত কাগজের টুকরাটি আরেক পাল্লায়। পরে পাপের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কোন বস্তু আল্লাহর নামের চেয়ে বেশী ভারী হতে পারে না। -তিরমিযী।[১]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ((قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى يَا ابْنَ آدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَ رَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكَ وَ لاَ اُبَالِيْ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ اُبَالِيْ يَا ابْنَ آدَمَ اِنَّكَ لَوْ اَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لاَ تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
(حسن)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার থেকে ক্ষমার আশা করে থাকবে, ততক্ষণ আমি তোমার সব পাপ ক্ষমা করে

[১] সহীহ সুনানু তিরমিযী, ২য় খন্ড, হাদীস নংঃ ২১২৭।

দেব। আর আমি কারো পরোয়া করি না। যদি তোমার পাপ আসমান পরিমাণ হয়ে যায় অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব আর কারো পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান! যদি তুমি জমিন পরিমাণ পাপ নিয়ে আমার কাছে আস আর এমন অবস্থায় আস যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক কর নি, তাহলে আমি জমিন পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব। -তিরমিযী।[১]

মাসআলাঃ ৫ = নির্ভেজাল মনে কালিমা তাওহীদ স্বীকারকারীর জন্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করবেন।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ ((اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِصًامِنْ قَلْبِهٖ اَوْ نَفْسِهٖ)) رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশে ধন্য হবে তারাই, যারা নির্ভেজাল মনে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কে স্বীকার করবে। -বুখারী।[২]

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((لِكُلِّ نَبِیٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِیٍّ دَعْوَتَهٗ وَ اِنِّیْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِیْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَهِیَ نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِیْ لاَ یُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَیْئًا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীকে এমন এক দুআ' দেয়া হয়েছে যা অবশ্যই গ্রহণীয়। সকল নবী নিজ নিজ দুআ' করে ফেলেছেন। কিন্তু আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য রেখে দিয়েছি। অতএব প্রত্যেক সেই ব্যক্তি আমার সুপারিশে ধন্য হবে, যে এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, সে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না। অর্থাৎ তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণ করবে। -মুসলিম।[৩]

মাসআলাঃ ৬ = আকীদায়ে তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((مَنْ مَاتَ وَ هُوَ یَعْلَمُ اَنَّهٗ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[১] সহীহ সুনানু তিরমিযী, ২য় খন্ড, হাদীস নংঃ ২৮০৫।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম।

[৩] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

হযরত উসমান (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উপর পূর্ণ আস্থা রাখে, তা হলে সে জান্নাতে যাবে। -মুসলিম।[১]

মাসআলা ঃ ৭ = নির্ভেজাল মনে কালিমা তাওহীদ স্বীকার করা আল্লাহর আরশের নৈকট্য লাভের কারণ হয়।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((مَا قَالَ عَبْدٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَطُّ مُخْلِصًا اِلاَّ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰی تُفْضِیَ اِلَی الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ (صحیح)

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেছেনঃ যখন বান্দা নির্ভেজাল মনে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তখন তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলে দেয়া হয়, এমনকি আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যতক্ষণ সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। -তিরমিযী।[২]

মাসআলা ঃ ৮ = নির্ভেজাল মনে কালিমা তাওহীদের সাক্ষীদাতার জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যায়।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّ نَبِیَّ اللّٰهِ ﷺ وَ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﷺ رَدِیْفُهٗ عَلَی الرَّحْلِ قَالَ ((یَا مُعَاذُ !)) قَالَ لَبَّیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَ سَعْدَیْكَ ، قَالَ ((یَا مُعَاذُ !)) قَالَ : لَبَّیْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَ سَعْدَیْكَ ، قَالَ ((یَا مُعَاذُ !)) قَالَ : لَبَّیْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَ سَعْدَیْكَ، قَالَ ((مَا مِنْ عَبْدٍ یَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ اِلاَّ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَی النَّارِ)) قَالَ : یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! أَفَلاَ اُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَیَسْتَبْشِرُوْا . قَالَ ((اِذًا یَتَّكِلُوْا)) فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهٖ تَاَثُّمًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ একদা মুআ'য ইবনু জাবাল (রাঃ) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সওয়ারীতে বসেছিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে মুআ'য! তিনি বললেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি উপস্থিত আছি। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তিন বার) এরূপ সম্বোধন করার পর বললেনঃ যে ব্যক্তি একথার সাক্ষী দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল। আল্লাহ তাআ'লা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। মুআ'য (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি কি জনগণকে একথা বলে দিব, যাতে তারা খুশী হয়? বললেনঃ না, কারণ লোকেরা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে। অতঃপর তিনি ইন্তেকালের সময় পাপ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে হাদীসটি বর্ণনা করলেন। -মুসলিম।[৩]

---

[১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

[২] সহীহ সুনান তিরমিযী, ৩য় খন্ড, হাদীস/২৮৩৯।

[৩] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

মাসআলা ঃ ৯ = নির্ভেজাল মনে তাওহীদকে বিশ্বাসকারী জান্নাতে যাবে।

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((مَنْ مَاتَ وَ هُوَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, সে তখন সত্য মনে সাক্ষী দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তা হলে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। -আহমদ।[১]

বিঃদ্রঃ তাওহীদের ফযীলতের ব্যাপারে উপরোল্লেখিত হাদীসসমূহে তাওহীদবাদীদের জান্নাতে যাওয়ার যামানতের অর্থ এই নয় যে, তাওহীদবাদীরা যা ইচ্ছা করবে আর শাস্তি বিহীন জান্নাতে চলে যাবে। বরং এ সকল হাদীসের অর্থ এই যে, তাওহীদবাদী নিজের কর্মের শাস্তি পেয়ে পাপ মোচন হলে পরে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। আর যেমনিভাবে মুশরিকের চিরকালের ঠিকানা হবে জাহান্নাম তেমনিভাবে তাওহীদবাদীদের চিরকালের ঠিকানা হবে জান্নাত।

---

[১] সিলসিলা সহীহাঃ পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ৩৪৮।

أَهَمِيَّةُ التَّوْحِيْدِ

তাওহীদের গুরুত্ব

মাসআলাঃ ১০ = আকীদায়ে তাওহীদকে অবিশ্বাসকারী জাহান্নামে যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তখন সে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে তাহলে সে জাহান্নামে যাবে। -বুখারী।[১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ((مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, তখন সে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তখন সে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে তা হলে সে জাহান্নামে যাবে। -মুসলিম।[২]

মাসআলাঃ ১১ = তাওহীদ অস্বীকারকারীদের নবীদের সাথে আত্মীয়তাও জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْطَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ শাস্তি হবে আবু তালেবের। তাকে জাহান্নামের দু'টি জুতা পরানো হবে, যার কারণে তার মগজ ফুটতে থাকবে। -মুসলিম।[৩]

বিঃদ্রঃ দ্বিতীয় হাদীসের জন্য মাসাআলা নং ১০১ দ্রষ্টব্য।

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আই মানি ওয়ান নুযুর।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

[৩] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

মাসআলাঃ ১২ = রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআ'য (রাঃ) কে শিরক করার পরিবর্তে হত্যা হয়ে যাওয়া বা আগুনে জ্বলে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

عَنْ مُعَاذٍ ﷺ قَالَ : أَوْصَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ ((لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَ إِنْ قُتِلْتَ وَ حُرِقْتَ وَلاَ تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَ إِنْ اَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ وَ لاَ تَتْرُكَنَّ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَ لاَ تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَ إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَ إِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوْتَانٌ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَأَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَ لاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللّٰهِ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ

হযরত মুআ'য (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন এই বলে যে (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। (২) মাতা-পিতার অবাধ্য হইও না, যদিও তারা তোমাকে তোমার পরিবার ও সম্পদ থেকে পৃথক হতে বলে। (৩) জেনে শুনে ফরয ছালাত কখনো ছাড়বে না। কারণ যে ব্যক্তি জেনে শুনে ফরয ছালাত ছেড়ে দিচ্ছে সে আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ বা আল্লাহর ক্ষমা থেকে বাইরে থাকবে। (৪) মদ্য পান কর না, কারণ তা হল সব অবৈধ কাজের গোড়া। (৫) পাপ থেকে বাঁচ, কারণ পাপের কারণে আল্লাহর গযব নাযিল হয়। (৬) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করবে না যদিও মানুষ মারা যায়, (৭) যখন কোন জায়গায় অসুখ বা অন্য কোন কারনে মানুষ মারা যায় তখন তুমি যদি প্রথম থেকেই সেই জায়গার অধিবাসী হয়ে থাক তাহলে সে জায়গায়ই থাকবে। (৮) স্বীয় পরিবার পরিজনের উপর তাওফীক মত খরছ কর (৯) পরিবার-পরিজনদের দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে লাঠি ব্যবহারে কুণ্ঠাবোধ করবে না। (১০) আর আল্লাহ সম্পর্কে তাদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে থাকবে। -ত্বাবরানী। [১]

মাসআলাঃ ১৩ = যারা আক্বীদায়ে তাওহীদকে অবিশ্বাস করে কিয়ামতের দিন তাদের নেক আমলসমূহ তাদের কোন উপকার করতে পারবে না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِبْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَ يُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ ((لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, জুদআনের ছেলে জাহেলিয়াতের যুগে আত্মীয়তা বজায় রাখত এবং মিসকীনকে

---

[১] সহীহ তারগীব ও তারহীব, কিতাবুছ্ছালাত।

খানা খাওয়াত, এসকল কাজ কি তার কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেনঃ তার কোন উপকারে আসবে না। কারণ সে কখনো একথা বলে নি -হে আমার প্রভু! কিয়ামতের দিন আমার পাপ ক্ষমা কর।- মুসলিম। [১]

মাসআলাঃ ১৪ = আকীদায়ে তাওহীদকে অবিশ্বাসকারীদের জন্য মৃত্যুর পর অন্য ব্যক্তির দুআ' ও নেক আমল কোন ছাওয়াব পৌঁছাবে না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ الْعَاصَ ابْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِيْنَ بَدَنَةً وَ أَنَّ عَمْرًوا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ ((أَمَّا أَبُوْكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيْدِ فَصُمْتَ وَ تَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذٰلِكَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আছ (রাঃ) বলেনঃ আছ ইবনু ওয়ায়েল জাহেলী যুগে ১০০ টি উট জবাই করার মান্নত করেছিল। হিশাম ইবনু আছ তার অংশের ৫০ টি জবাই করে ফেলেছে। কিন্তু হযরত আমর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ যদি তোমার পিতা তাওহীদবাদী হত, তা হলে তুমি তার পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করলে ও ছদকা করলে সে ছাওয়াব পেত। -আহমদ। [২]

মাসআলাঃ ১৫ = যারা তাওহীদকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইসলামী সরকারের প্রতি আদেশ রয়েছে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ يُؤْمِنُوْا بِىْ وَ بِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাকে লোকজনের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষী দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই এবং আমার উপর ঈমান রাখে আর আমার আনিত শরীয়তের উপর ঈমান রাখে। যদি তারা তা করে তাহলে তাদের জান মাল রক্ষা হয়ে যাবে। কিন্তু কোন হকের বদলে (ভিন্ন ব্যাপার হবে)। আর তাদের হিসাব আল্লাহর উপর। -মুসলিম। [৩]

বিঃদ্রঃ (১) কিন্তু হকের বদলে কথাটির উদ্দেশ্য হল, যদি কেউ এমন কোন কাজ করে যার শাস্তি হল হত্যা করে দেয়া। যথাঃ কাউকে হত্যা করা, বিবাহিত লোকের ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া এবং দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়া। এরূপ কাজ করলে শরীয়তের বিধান মতে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। (২) তাওহীদকে অস্বীকারকারী যদি জিম্মী হয়ে থাকতে চায় তা হলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না।

---

[১] মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

[২] মুসতাকার আখবার, কিতাবুল জানায়েয।

[৩] মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

أَلتَّـــوْحِيْدُ فِيْ ضَوْءِ الْقُـــرْآنِ

কুরআনের দৃষ্টিতে তাওহীদ

মাসআলাঃ ১৬ = আল্লাহ তাআ'লা স্বয়ং তাওহীদের সাক্ষী দেন।

﴿ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ وَ الْمَلٰئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ O﴾ (18:3)

''আল্লাহ সাক্ষী দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায় নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। [সূরা আলে ইমরান - ১৮]

মাসআলাঃ ১৭ = কুরআন মজীদ মানুষদেরকে শুধু এক আল্লাহর উপাসনার দিকে আহবান করেছে।

﴿ وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ O﴾(163:2)

''হে লোক সকল! তোমাদের প্রভু শুধু একজন, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরম দয়ালু ও নেহায়েত মেহেরবান। [সূরা বাক্বারাঃ ১৬৩]

﴿ وَ لاَ تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ O﴾ (88:28)

''আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহকে ডাকিও না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তাঁর সত্ত্বা ব্যতীত প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। [সূরা কাছাছঃ ৮৮]

﴿ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَآءِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ O﴾(8:44)

''আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। আর তিনিই হলেন তোমাদের ও তোমাদের বাপ দাদাদেরও প্রভু। [সূরা দুখানঃ ৮]

মাসআলাঃ ১৮ = সকল নবী ও রসূল সর্বপ্রথম নিজের সম্প্রদায়কে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন।

১ - হযরত নূহ (আঃ)

﴿ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ O﴾(59:7)

‘‘নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছি। তিনি বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই, আমি তোমাদের জন্য একটি মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করি। [সূরা আরাফঃ ৫৯।]

২- হযরত হুদ (আঃ)

﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ ﴾
(65:7)

‘‘আর আ’দ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। তিনি বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই।[সূরা আরাফঃ ৬৫।]

৩- হযরত ছালেহ (আঃ)

﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ﴾
(73:7)

‘‘সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই ছালেহকে। তিনি বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রি। তোমাদের জন্যে প্রামণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, যেন আল্লাহর জমিনে চরে খেতে পারে। আর তোমরা তার সাথে খারাপ ব্যবহার কর না। এরূপ করলে তোমাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি ধরবে। [সূরা আ’রাফঃ ৭৩।]

৪- হযরত শুআইব (আঃ)

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ ﴾(85:7)

‘‘আমি মদায়েনের প্রতি তাদের ভাই শুআইবকে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমারদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিও না এবং ভূপৃষ্ঠের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না। এটি তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। [সূরা আরাফঃ ৮৫]

৫- হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

﴿ وَ اِبْـرَاهِيْـمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِـنْ دُوْنِ اللّٰـهِ اَوْثَانًا وَّ تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝﴾ (29:16-17)

''স্মরণ কর ইব্রাহীমকে। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেনঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। তোমরাতো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করছ তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর কাছে রিযিক তালাশ কর এবং তাঁর ইবাদত কর আর তাঁর শুকরিয়া আদায় কর। তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। [সূরা আনকাবুতঃ ১৬, ১৭।]

৬- হযরত ইউসূফ (আঃ)

﴿ مَـا تَعْبُـدُوْنَ مِـنْ دُوْنِـهٖۤ اِلَّاۤ اَسْـمَاۤءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَاۤؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنِ الْـحُـكْـمُ اِلَّا لِلّٰـهِ اَمَرَ اَلَّا تَـعْبُـدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ذٰلِكَ الـدِّيْنُ الْـقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ ﴾ (12:40)

''তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত করছ, যে গুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা সাবাস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। [সূরা ইউসূফঃ ৪০।]

৭- হযরত ঈসা (আঃ)

﴿ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝﴾(43:64)

''বাস্তাবে আল্লাহ তাআ'লা আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সোজা রাস্তা। [সূরা যুখরাফ ঃ ৬৪।]

৮- হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

﴿ قُـلْ اِنَّـمَـاۤ اَنَـا مُنْذِرٌ وَّ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ رَبُّ السَّـمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝﴾(38:65-66)

''হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন, আমি তো শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শনকারী। আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি একক ও পরাক্রমশালী। তিনি আসমান -যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী ও মার্জনাকারী [সূরা ছাদঃ ৬৫, ৬৬]

৯- অন্যান্য সব নবী ও রাসুল (আঃ)

﴿ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ ۝﴾ (25:21)

''আমি আপনার পূর্বে যত রাসুল প্রেরণ করেছি তাদের সবাইকে ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। কাজেই তোমরা আমারই ইবাদত কর। (আম্বিয়া ঃ ২৫।)

মাসআলাঃ ১৯ = কোন নবী আল্লাহ ব্যতীত নিজের বা অন্য কারো উপাসনার প্রতি আহবান করেন নি।

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۝﴾(79:3)

''কোন মানুষকে কিতাব, হেকমত ও নুবুওয়াত দান করার পর সে বলবে যে, তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও -এটা অসম্ভব। বরং তারা বলবেঃ তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে। [সূরা আল ইমরানঃ ৭৯]

মাসআলাঃ ২০ = আকীদায়ে তাওহীদ মানুষের প্রকৃতিতেই রয়েছে।

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝﴾(30:30)

''আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি। যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। [সূরা রূমঃ ৩০।]

মাসআলাঃ ২১ = নির্ভেজাল তাওহীদই দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও নিরাপত্তার বাহক।

﴿ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ لَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝﴾ (82:6)

''যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথগামী। [সূরা আনআ'মঃ ৮২।]

মাসআলাঃ ২২ = আকীদায়ে তাওহীদ বিশ্বাসকারীরা সদা সর্বদা জান্নাতে থাকবে।

﴿ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ۝﴾(122:4)

''যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব, যে গুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা চিরকাল তথায় অবস্থান

করবে। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সত্য সত্য। আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী কে?'' [সূরা নিসাঃ ১২২]

মাসআলাঃ ২৩ = আক্বীদায়ে তাওহীদের জন্য কুরআন মজীদ সারা বিশ্বের মানুষদেরকে আহবান করে।

﴿ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَ اَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ○ ﴾(46:6)

''আপনি বলুনঃ বল তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে? দেখ আমি কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে।' [সূরা আনআ'মঃ ৪৬।]

﴿ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ○ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○ ﴾(82-81:28)

''বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি দিন কে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? [সূরা ক্বাছাছঃ ৭১, ৭২।]

﴿ اَفَرَاَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ○ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ○ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ○ ﴾(70-68:56)

'তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি ? তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন না আমি বর্ষন করি। আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি। অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।' [সূরা ওয়াক্বিয়াঃ ৬৮-৭০।]

﴿ اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ○ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○ عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ○ ﴾(62-58:56)

''তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে। তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারণ করেছি এবং আমি অক্ষম নই। এ ব্যাপারে যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত লোক নিয়ে আসি এবং তোমাদের এমন

করে দেই যা তোমরা জান না। তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?' [সূরা ওয়াক্বিয়াঃ ৫৮-৬২]

﴿ اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ۝ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝ ﴾(67-63:56)

''তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর না আমি উৎপন্ন করি? আমি ইচ্ছা করলে তা খড়খুটা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা হয়ে যাবে বিস্ময়াবিষ্ট। বলবেঃ আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম। বরং আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়লাম। [সূরা ওয়াক্বিয়াঃ ৬৩-৬৭।]

﴿ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝ ﴾ (66:16)

''তোমাদের মধ্যে চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তু সমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।'' [সূরা নাহলঃ ৬৬।]

﴿ فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۝ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۝ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ۝ فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ۝ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ ﴾(87-83:56)

''অতঃপর যখন কারোও প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না, যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?' [সূরা ওয়াক্বিয়াঃ ৮৩-৮৭।]

تَعْـرِيْفُ التَّـــوْحِيْدِ وَ أَنْوَاعُهُ

তাওহীদের সংজ্ঞা ও প্রকারসমূহ

মাসআলাঃ ২৪ = তাওহীদ তিন প্রকারঃ (১) তাওহীদ ফিয্ যাত, সত্ত্বাগত একত্ববাদ। (২) তাওহীদ ফিল ইবাদাত, উপাসনায় একত্ববাদ (৩) তাওহীদ ফিস্ সিফাত, গুণাবলীর একত্ববাদ।

মাসআলাঃ ২৫ = আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সত্ত্বা হিসেবে এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর স্ত্রীও নেই সন্তানও নেই। মাও নেই বাপও নেই। এই আকীদা বিশ্বাসকে তাওহীদ ফিযযাত বলা হয়।

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَـالَ ((قَـالَ اللّٰهُ كَذَّبَنِی ابْنُ آدَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِکَ وَ شَتَمَنِیْ وَلَـمْ يَـكُـنْ لَـهُ ذٰلِکَ فَـاَمَّـا تَكْذِيْبُهُ اِيَّایَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيْدَنِیْ كَمَا بَدَأَنِیْ وَ لَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْوَنَ عَلَیَّ مِنْ اِعَـادَتِـهٖ وَ اَمَّـا شَتْـمُهُ اِيَّایَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَ اَنَا الْاَحَدُ الصَّـمَدُ لَمْ اَلِدْ وَ لَمْ اُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لِیْ كُفُوًا اَحَدٌ)) رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেনঃ আদম সন্তান আমাকে মিথ্যারোপ করেছে অথচ তার জন্য তা ঠিক হয় নি। আদম সন্তান আমাকে গালি দিয়েছে অথচ তার জন্য তা ঠিক হয় নি। সে যে আমাকে মিথ্যারোপ করেছে তাহল, সে বলেছেঃ 'আমাকে যেরূপ প্রথমে সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয়বার আর সৃষ্টি করবেন না। অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করা দ্বিতীয়বারের চেয়ে সহজ নয়। আর সে যে আমাকে গালি দিল তা হল এই যে, সে বলেছেঃ আল্লাহর সন্তান আছে, অথচ আমি একক, অমুখাপেক্ষী, সন্তানবিহীন, পিতা-মাতা বিহীন এবং আমার কোন সমকক্ষও নেই'। -বুখারী।[1]

মাসআলাঃ ২৬ = প্রত্যেক রকমের ইবাদত যথাঃ দুআ', মান্নত করা, সাহায্য প্রার্থনা করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা, সাজদা করা এবং আনুগত্য করা ইত্যাদি সবকিছু একমাত্র আল্লাহর জন্যই করতে হবে বরং আল্লাহই সব কিছুর উপযুক্ত। এই আকীদা বিশ্বাসকে তাওহীদ ফিল ইবাদত বলে।

عَنْ مُعَاذٍ ﷺ قَـالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِیِّ ﷺ عَـلـی حِـمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ، فَقَالَ ((يَا مُعَاذُ ! هَلْ تَدْرِیْ حَقَّ اللّٰهِ عَلٰی عِبَادِهٖ وَ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَی اللّٰهِ ؟)) قُلْتُ : اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ (فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَی الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَ لَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَی اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِکُ

[1] সহীহ আল বুখারী, কিতাবত তাফসীর।

بِهِ شَيْئًا)) فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! اَفَلاَ اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ ؟ قَالَ ((لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا)) رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত মুআ'য ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী করীম রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে 'উপাইর' নামক গাধার উপর সওয়ার ছিলাম, তিনি বললেনঃ হে মুআ'য! তুকি কি জান আল্লাহর হক বান্দাদের উপর কি? আর বান্দাদের হক আল্লাহর উপর কি? আমি বললামঃ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হল এই যে তারা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দাদের হক হল এই যে, যে ব্যক্তি শিরক করবে না তাকে তিনি শাস্তি দিবেন না। আমি (মুআয) বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি লোকজনকে এই সুসংবাদ দিয়ে দিব। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এরূপ কর না, কারণ লোকেরা এর ভরসায় বসে থাকবে, কাজ করবে না। -বুখারী।

মাসআলাঃ ২৭ = আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় পবিত্র গুণাবলী হিসেবেও একক ও অসাদৃশ। এগুলোতে কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই, এই আকীদা-বিশ্বাসকে তাওহীদ ফিস্ সিফাত বলে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ اِسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর নিরান্নব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি স্মরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। আল্লাহ বেজোড় এবং বেজোড় পছন্দ করেন। -মুসলিম

বিঃ দ্রঃ স্মরণ করার অর্থ হল, মুখস্ত করা অথবা সেই নামসমূহের ওসীলায় দুআ' করা অথবা এগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আনুগত্য করা।

اَلتَّــــوْحِيْدُ فِى الذَّاتِ

সত্ত্বাগত তাওহীদ

মাসআলাঃ ২৮ = আল্লাহ তাআ'লা সত্ত্বাগত ভাবে একক ও অসাদৃশ। তিনি স্ত্রী বিহীন, সন্তান বিহীন এবং পিতা-মাতা বিহীন।

মাসআলাঃ ২৯ = আল্লাহ তাআ'লা সৃষ্টির কোন প্রাণী ও অপ্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান নন, কিংবা তিনি কারো অংশও নন। তদ্রুপ সৃষ্টির কোন প্রাণী ও জড় আল্লাহর ভিতরে নেই এবং কেউ তাঁর অংশও নয়।

﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ ○ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ○ ﴾ (4-1:112)

''বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। [সূরা ইখলাসঃ ১-৪।]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((قَالَ اللّٰهُ كَذَّبَنِى ابْنُ آدَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَ شَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ فَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَّاىَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيْدَنِىْ كَمَا بَدَأَنِىْ وَ لَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ اِعَادَتِهِ وَ اَمَّا شَتْمُهُ اِيَّاىَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَ اَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ اَلِدْ وَ لَمْ اُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لِىْ كُفُوًا اَحَدٌ)) رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেনঃ আদম সন্তান আমাকে মিথ্যারোপ করেছে অথচ তার জন্য তা ঠিক হয় নি। আদম সন্তান আমাকে গালি দেয়েছে অথচ তার জন্য তা ঠিক হয় নি। সে যে আমাকে মিথ্যারোপ করেছে তাহল, সে বলেছে ''আমাকে যেরূপ প্রথমে সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয়বার আর সৃষ্টি করবেন না। অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করা দ্বিতীয়বারের চেয়ে সহজ নয়। আর সে যে, আমাকে গালি দিল তাহল এই যে, সে বলেছে আল্লাহর সন্তান আছে, অথচ আমি একক, অমুখাপেক্ষী, সন্তানবিহীন, মাতাপিতা বিহীন এবং আমার কোন সমকক্ষও কেউ নেই'। -বুখারী।[1]

মাসআলাঃ ৩০ = আল্লাহর সত্ত্বা সর্বস্থায়ী ও চিরন্তন। এতে কোন সময় অন্তিমতা আসবে না।

মাসআলাঃ ৩১ = আল্লাহ তাআ'লা বাহ্যিক দৃষ্টির আওতাভূক্ত নন। কিন্তু তাঁর কুদরত প্রত্যেক বস্তু দ্বারা উদ্ভাসিত।

﴿ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○ ﴾ (3:57)

---

[1] সহীহ আল বুখারী, কিতাবত তাফসীর।

'তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, দৃশ্যও তিনি আবার অদৃশ্যও তিনি। প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান রাখেন।' (সূরা হাদীদঃ ৩।)

عَنْ سُهَيْلٍ ﷺ قَالَ كَانَ اَبُوْ صَالِحٍ يَاْمُرُنَا اِذَا اَرَادَ اَحَدُنَا اَنْ يَنَامَ اَنْ يَضْطَجِعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَ مُنْزِلَ التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرقَانِ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَ اَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَ اَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَ اَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَ اَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ وَ كَانَ يَرْوِىْ ذٰلِكَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত সুহাইল (রাঃ) বলেনঃ যখন আমাদের মধ্য থেকে কেউ ঘুমাতে চায় তখন হযরত আবুছালেহ বলতেনঃ ডান পার্শ্বে শোও এবং এই দুআ' পড়- ''আল্লাহুম্মা রাব্বাচ্ছামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরদ্বি ওয়া রাব্বাল আরশিল আযীম রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ফালিকাল হাব্বি ওয়ান্নাওয়া ওয়া মুন্‌যিলাত্ তাওরাতি ওয়াল্ ইঞ্জিল ওয়াল ফুরক্বান। আউযু বিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়িন আন্‌তা আখিযুন্ বিনাছিয়াতিহী, আল্লাহুম্মা আন্‌তাল্ আওয়ালু ফালাইছা ক্বাবলাকা শাইয়ুন, ওয়া আন্‌তাল্ আখিরু ফালাইছা বা'দাকা শাইয়ুন, ওয়া আন্‌তায্ যাহিরু ফালাইছা ফাওক্বাকা শাইয়ুন, ওয়া আন্‌তাল্ বাত্বিনু ফালাইছা দুনাকা শাইয়ুন, ইক্বদ্বি আ'ন্নাদ্ দীইনা ওয়া আগনিনা মিনাল্ ফাক্বরি। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশ মন্ডলীর প্রভূ! ওহা মহীয়ান আরশের প্রভূ এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রভূ হে আল্লাহ! বীজ ও আটি চিরে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি! তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের নাযিলকারী তুমি! আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে তোমার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমার হাতে রয়েছে সকল বস্তুর ভাগ্য। হে আল্লাহ! তুমি অনাদি, তোমার পূর্বে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তুমি অনন্ত, তোমার পরে কোন কিছুই থাকবেনা। তুমি প্রকাশমান, তোমার উপরে কিছুই নেই। তুমি অপ্রকাশ্য, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই। প্রভূ! তুমি আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দাও, আর আমাকে দরিদ্রতা থেকে মুক্ত রাখ।

মাসআলাঃ ৩২ = আল্লাহ তাআ'লা আরশে আযীমে অবস্থান করছেন।

﴿ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ ﴾(4:32)

''আল্লাহ যিনি, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল ও এদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নাই, এর পরও কি তোমরা বুঝবে না? [সাজদাঃ ৪।]

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((یَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالٰی كُلَّ لَیْلَةٍ اِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا حِیْنَ یَبْقٰی ثُلُثُ اللَّیْلِ الْآخِرُ فَیَقُوْلُ مَنْ یَدْعُوْنِیْ فَأَسْتَجِیْبَ لَهُ مَنْ یَسْأَلُنِیْ فَأُعْطِیَهُ مَنْ یَسْتَغْفِرُنِیْ فَأَغْفِرَلَهُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন রাত্রের তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেনঃ কে আছ যে, আমার কাছে দুআ' করবে? আমি তার দুআ' গ্রহন করব। কে আছ যে আমার কাছে প্রয়োজনাদি প্রার্থনা করবে? আমি তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিব। কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। -বুখারী।

বিঃ দ্রঃ আল্লাহ তাআ'লা তাঁর জ্ঞান, শক্তি এবং ইচ্ছা হিসেবে সর্বস্থানে বিরাজমান।

﴿ وُجُوْهٌ یَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ○ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ○﴾(23-22:75)

''সে দিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। [সূরা ক্বিয়ামাহঃ ২২-২৩।]

عَنْ جَرِیْرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِیِّ ﷺ اِذْ نَظَرَ اِلَی الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ ، لاَ تُضَامُّوْنَ فِیْ رُؤْیَتِهِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

'হযরত জরীর ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বসেছিলাম। তখন তিনি চৌদ্দ তারিখের চাঁদের দিকে দেখলেন এবং বললেনঃ জান্নাতে তোমরা নিজের রবকে এভাবে দেখবে যেভাবে এই চাঁদকে দেখছ। আল্লাহ তাআ'লাকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। -বুখারী।

বিঃদ্রঃ এই পৃথিবীতে কোন মানুষ আল্লাহর দীদারে সক্ষম হবে না। এমনকি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্তও পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখতে পারেন নি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি বলে যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের রবের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, সে মিথ্যাবাদী। (বুখারী, মুসলিম) কুরআন মজীদে হযরত মুসা (আঃ) এর ঘটনাটিও একথারই প্রমাণ। বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আরাফ, আয়াত নং ১৪৩ দ্রষ্টব্য।

তাওহীদে যাত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি ঃ

১- কোন ফেরেশতা, নবী কিংবা অন্য কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর ছেলে বা মেয়ে মনে করা, কিংবা আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্ট মনে করা শিরক। (মাসআলাঃ ২৯ দ্রষ্টব্য।)

২- আল্লাহ তাআ'লার সম্পর্কে তিনের মধ্যে থেকে এক এবং একের মধ্যে তিন মনে করা শিরক। (মাসআলাঃ ২৮ দ্রষ্টব্য।)

৩- আল্লাহ তাআ'লার সত্তাতে সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুতে বিরাজমান মনে করা, যাকে 'একেশ্বরবাদ' বলা হয়, এরূপ বিশ্বাস করাও শিরক। (মাসআলাঃ ২৮, ২৯ দ্রষ্টব্য।)

৪- আল্লাহর সত্তার মধ্যে বান্দার অস্তিত্ব হওয়ার চিন্তাভাবনা করাকে নশ্বরবাদ বলে, এরূপ বিশ্বাস রাখাও শিরক। (মাসআলা নং ২৮, ২৯ দ্রষ্টব্য।)

৫- আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদের যাতের ভিতর বিদ্যমান থাকার আকীদা কে 'হুলুল' বলা হয়। এর উপর বিশ্বাস করাও শিরক। (মাসআলা নং ২৮, ২৯ দ্রষ্টব্য।)

أَلتَّــــوْحِيْدُ فِي الْعِبَادَاتِ

ইবাদতের তাওহীদ

মাসআলাঃ ৩৮ = সকল প্রকারের ইবাদত [মৌখিক, আর্থিক এবং শারীরিক] শুধু আল্লাহর জন্যই।

﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○ ﴾(6:162-163)

আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। ইম তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। [সূরা আনআমঃ ১৬২, ১৬৩।]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُوْلُ ((اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

‘‘হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরআন মজীদের সূরার ন্যায় তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেনঃ ‘সকল প্রকারের বরকতপূর্ণ মৌখিক ইবাদত, সকল প্রকারের আর্থিক ইবাদত এবং সকল প্রকারের শারীরিক ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই। হে নবী আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত এবং বরকত নাযিল হোক। আমার উপরও শান্তি বর্ষণ হোক এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরও হোক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল। -মুসলিম।

মাসআলাঃ ৩৫ = ছালাতের মত কিয়াম কিংবা নড়াচড়া বিহীন আদবের সহিত হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

﴿ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطٰى وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ○ ﴾(2:238)

সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সহিত দাঁড়াও। [সূরা বাক্বারাঃ ২৩৮।]

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

হযরত মুআ'বিয়া' (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট থাকে যে, লোক তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকবে, তাহলে সে যেন জাহান্নামে নিজের জন্য স্থান করে নেয়। -তিরমিযী।

মাসআলাঃ ৩৬ = রুকু এবং সাজদা শুধু আল্লাহর জন্যই বিশেষ।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝﴾ (77:22)

"হে ঈমানদারগণ তোমরা রুকু কর, সাজদা কর, এবং স্বীয় প্রভুর ইবাদত কর ও ভাল কাজ কর। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। [সূরা হজ্জঃ ২২।]

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ ((أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ)) قَالَ : قُلْتُ لاَ ، قَالَ ((فَلاَ تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

'হযরত কায়স ইবনু সাআ'দ (রাঃ) বলেনঃ আমি 'হিয়ারা'তে [ইয়েমেনের একটি শহর] এসে সেখানকার লোকদেরকে তাদের শাসকের সামনে সাজদা করতে দেখলাম। মনে মনে ভাবলাম, রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসকল শাসকের তুলনায় সাজদার অধিক অধিকারী। যখন রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হলাম তখন আরয করলাম হে আল্লাহর রাসুল! আমি হিয়ারার লোকদেরকে তাদের শাসকের সামনে সাজদা করতে দেখেছি। অথচ আপনিই তো সাজদার বেশী অধিকারী। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আচ্ছা! বলতো যদি তুমি আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাত্রা কর, তাহলে কি তুমি আমার কবরকে সাজদা করবে? আমি বললামঃ কখনো না। অতঃপর রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাহলে আমি জীবিত থাকাবস্থায়ও তুমি আমাকে সাজদা করবে না। যদি আমি (আল্লাহ ব্যতীত) অন্য কাউকে সাজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে মহিলাদেরকে তাদের স্বামীকে সাজদা করতে বলতাম। কারণ মহিলাদের উপর পুরুষদের (আল্লাহ প্রদত্ত) অনেক অধিকার রয়েছে। -আবুদাউদ।(১)

১ সহীহ সুনাসু আবি দাউদ: দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ১৮৭৩।

মাসআলাঃ ৩৭ = তাওয়াফ (ছাওয়াবের নিয়তে কোন জায়গার চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা) এবং ই'তিকাফ (ছাওয়াবের নিয়তে কোন জায়গায় অবস্থান করা) শুধু আল্লাহর জন্যই বিশেষ।

﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾

(125:2)

'আমি ইব্রাহীম ও ঈসমাঈল(আঃ)কে তাগীদ করেছি যেন তারা তাওয়াফকারী, ইতিকাফ কারী ও রুকু-সাজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখেন। [বাক্বারাঃ ১২৫।]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلٰى جِلْدِهٖ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ .)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন কবরে বসার চেয়ে এমন অগ্নিকুন্ডে বসা অধিক উত্তম যা তার কাপড় ও চামড়া জ্বালিয়ে ফেলে। -মুসলিম ([১])

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ .)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ততক্ষণ কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না দাউস গোত্রের মহিলারা 'যুল খালাছা'র তাওয়াফ করবে। -বুখারী, মুসলিম। ([২])

বিঃদ্রঃ 'যুল খালাছা' জাহেলী যুগের দাউস গোত্রের মুর্তির নাম। মুশরিকরা এর চতুর্পার্শ্বে তাওয়াফ করত।

মাসআলাঃ ৩৮ = নযর-নেয়ায ও মান্নত ইত্যাদি শুধু আল্লাহর নামেই করতে হবে।

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ﴾(173:2)

'নিশ্চই আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত, রক্ত, শোকরের গোস্ত এবং যে বস্তুকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে করে দেয়া হয়।'[সূরা বাক্বারাঃ ১৭৩।]

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابٍ وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابٍ)) قَالُوْا : وَكَيْفَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ﷺ) قَالَ ((مَرَّ رَجُلَانِ عَلٰى قَوْمٍ لَّهُمْ صَنَمٌ لَا

[১] মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, কবরে বসা অধ্যায়।

[২] মুসলিম, কিতাবুল ফিতান।

يُجَاوِزُهُ اَحَدًا حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا فَقَالُوْا لِاَحَدِهِمَا قَرِّبْ قَالَ لَيْسَ عِنْدِىْ شَىْءٌ اُقَرِّبُ قَالُوْا لَهُ قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَدَخَلَ النَّارَ وَقَالُوْا لِلْاٰخَرِ : قَرِّبْ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِاُقَرِّبَ لِاَحَدٍ شَيْئًا دُوْنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ

''হযরত ত্বারেক ইবনু শিহাব (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক ব্যক্তি শুধু মাছির কারণে জান্নাতে চলে গেছে অন্য এক ব্যক্তি জাহান্নামে চলে গেছে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! তা কি ভাবে? নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ দুই ব্যক্তি এক গোত্রের পার্শ্ব থেকে যাচ্ছিল, সেই গোত্রের একটি মূর্তি ছিল, যার নামে কিছু জীব না দিয়ে কেউ সেই গোত্রের স্থান অতিক্রম করতে পারত না। গোত্রের লোকেরা দুই জনের এক জনকে বললঃ তুমি কিছু দাও। সে বললঃ আমার কাছে দেওয়ার মত কিছু নেই। তখন তারা বললঃ অন্ততঃ একটি মাছি হলেও দিয়ে যাও। সেই ব্যক্তি একটি মাছি মূর্তির নামে দিল, তখন লোকেরা তার রাস্তা ছেড়ে দিল। এমনিভাবে মূর্তির পূজা করার কারণে সে জাহান্নামে চলে গেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও তারা বললঃ তুমিও কিছু না কিছু মূর্তির নামে দিয়ে যাও। তখন লোকটি বললঃ আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কোন কিছু কুরবানী করব না। তখন তারা তাকে হত্যা করে দিল। আর এমনিভাবে (শিরক থেকে মুক্ত থাকার কারণে) সে জান্নাতে চলে গেল। -আহমদ। ([1])

মাসআলাঃ ৩৯ = কুরবানী শুধু আল্লাহর নামেই করতে হবে।

﴿ وَ لَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّهٗ لَفِسْقٌ وَ اِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـِٕهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَ اِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۝﴾(121:6)

''আর যে জন্তুকে আল্লাহর নামের উপর জবাই করা হয় নি, তার গোস্ত তোমরা খাবে না। কেননা এরূপ করা ফাসেকী কাজ। শয়তানরা তাদের সাথীদের অন্তরে সন্দেহ, সংশয় সৃষ্টি করে থাকে যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করে। আর যদি তোমরা তাদের কথার অনুসরণ কর তা হলে তোমরাও মুশরিক হবে। [সূরা আনআমঃ ১২১।]

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْاَرْضِ وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক। যে ব্যক্তি জমির সীমা পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক, যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিল তার উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক। আর যে

[1] কিতাবুত তাওহীদ, শায়খ মুহাম্মদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব।

ব্যক্তি কোন বিদাত পন্থীকে আশ্রয় দেয় তার উপরও আল্লাহর অভিশাপ হোক। -মুসলিম। ([1])

মাসআলাঃ ৪০ = শুধু আল্লাহর কাছেই দুআ' প্রার্থনা করতে হবে।

﴿ وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝ ﴾(186:2)

''হে নবী! আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তখন আপনি তাদের বলুন যে, আমি অতি নিকটে যখনই কোন ব্যক্তি আমার কাছে চায় তখনই আমি তার দুআ' কবুল করি। অতএব তাদের উচিত যেন তারা আমার আদেশ পালন করে এবং আমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে, তাহলে তারা সোজা রাস্তা পাবে। [সূরা বাকারাঃ ১৪৬।]

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ سَمِعْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۝ ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (صحيح)

হযরত নূমান ইবনু বশীর (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুআ' হল ইবাদত। অতঃপর একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ হল, ''তোমার প্রভূ বলেছেনঃ আমার কাছে দুআ' প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের দুআ' কবুল করব। যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরাবে তাদেরকে আমি তাড়াতাড়ি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। -তিরমিযী। ([2])

বিঃদ্রঃ দ্বিতীয় হাদীসের জন্য মাসআলা নং ৫৮ দেখুন।

মাসআলা ৪১ = শুধু আল্লাহর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ ﴾(6-1:114)

''বলুন! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি মানুষের পালনকর্তা, মানুষের অধিপতি এবং মানুষের উপাস্যের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে। [সূরা নাস।]

[1] মুসলিম, কিতাবুল আযাহী।

[2] সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ২৬৮৫।

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ((مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذٰلِكَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন জায়গায় অবস্থান করতে গিয়ে প্রথমে এই দুআ' পড়বে -- 'আউযু বি-কালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক, - সেই জায়গা থেকে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত তাকে কোন কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। -মুসলিম। ([১])

মাসআলাঃ ৪২ = তাওয়াক্কুল ও ভরসা শুধু আল্লাহর উপরই করতে হবে।

﴿اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَ اِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝﴾(160:3)

''যদি আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের সাহায্য করে তা হলে অন্য কেউ তোমাদের উপর প্রধান্য পাবে না। আর যদি আল্লাহ তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়, তাহলে কে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? অতএব সত্য মুসলমানদেরকে শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা করতে হবে। [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬০।]

عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ((لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَ تَرُوْحُ بِطَانًا)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি তোমরা আল্লাহর উপর এমনভাবে ভরসা কর, যেমনভাবে করা দরকার, তা হলে আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে এমনভাবে রিযিক দান করবেন যেমনভাবে তিনি রিযিক দিয়ে থাকেন পাখিদের। পাখিরা ভোর বেলায় খালি পেটে বের হয় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে প্রত্যাবর্তন করে। -ইবনু মাজাহ। ([২])

মাসআলাঃ ৪৩ = শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কাম্য হওয়া উচিত।

﴿فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝﴾(38:30)

''আত্মীয়, মিসকীন এবং মুসাফিরকে তাদের অধিকার দাও, এটি তাদের জন্য উত্তম পন্থা, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে থাকেন। আর এরাই হলেন সফলকাম। [সূরা রুমঃ৩৮।]

---

[১] মুসলিম, বাবুররুক্কাতি বিতুরবাতিল আরাদি।

[২] সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ৩৩৫৯।

كَتَبَ مُعَاوِيَةُ ﷺ اِلٰى عَـائِشَةَ اُمِّ الْـمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنِ اكْتُبِيْ اِلَيَّ كِتَابًا تُوْصِيْنِيْ فِيْهِ وَ لاَ تُـكْثِرِيْ عَـلَـيَّ قَـالَ فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اِلٰى مُعَاوِيَةَ ﷺ سَلاَمٌ عَـلَيْكَ اَمَّـا بَعْدُ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَـقُـوْلُ ((مَـنِ الْتَـمَـسَ رِضَـا اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَ مَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ)) وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (صحيح)

‘‘হযরত মুআ’বিয়া (রাঃ) উম্মতমাতা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে পত্র লেখলেন যে, আমাকে সংক্ষেপে উপদেশ দিন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) লিখলেনঃ আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহর প্রশংসার পরবার্তা এই যে, আমি রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি তোয়াক্কা না করে আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে, আল্লাহ তাআ’লা তাকে মানুষের মুখাপেক্ষী রাখেন না। আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনার্থে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে ফেলে, আল্লাহ তাআ’লা তাকে মানুষের কাছে সোপর্দ করে দেন। ওয়াসসালামু আলাইকুম। -তিরমিযী ([১])

মাসআলাঃ ৪৪ = আল্লাহর ভালাবাসাই সর্বাধিক হওয়া উচিত।

﴿ وَ مِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يَّتَّـخِـذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ○﴾

(165:2)

‘‘কিছু লোকেরা এমন আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দী মনে করে, আর তাদের সাথে এমন ভালবাসা স্থাপন করে যেমনটি শুধু আল্লাহর সাথেই হওয়া উচিত। অথচ ঈমানদারেরা শুধু আল্লাহকেই প্রাণ ভরে ভালবাসেন। [সূরা বাকারাঃ ১৬৫।]

عَنْ اَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ ((ثَلاَثٌ مَـنْ كُـنَّ فِيْـهِ وَجَـدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَ رَسُـوْلُـهُ اَحَـبَّ اِلَيْـهِ مِـمَّـا سِوَاهُمَا وَ اَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَ اَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যার মধ্যে এই তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের সত্যিকার স্বাদ পাবে। প্রথমঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালবাসা সর্বাধিক হওয়া। দ্বিতীয়ঃ কোন লোককে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা। তৃতীয়ঃ যে কুফর থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন তার দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে অগ্নিতে পড়ার মত অপছন্দ করা। -মুসলিম। ([২])

বিঃদ্রঃ হাদীসের জন্য মাসআলা নং ৭২ দ্রষ্টব্য।

[১] সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ১৯৬৭।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

মাসআলাঃ ৪৬ = দ্বীন-দুনিয়ার সকল বিষয়ে শুধু আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে।

﴿ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○﴾(13:9)

'তোমরা কি কাফিরদের ভয় করছ? অথচ আল্লাহ তাআ'লাকেই ভয় করা উচিত। যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হয়ে থাক। [সুরা তাওবাঃ ১৩।]

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ ○﴾(36:16)

''আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে একজন রাসুল প্রেরণ করেছি এবং তার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, শুধু আল্লাহরই আনুগত্য কর এবং তাগুতের আনুগত্য ছেড়ে দাও। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহ তাআ'লা হিদায়েত দিয়েছেন আবার অন্য কাউকে গোমরাহ করেছেন। [সূরা নাহালঃ ৩৬।]

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ فِيْ عُنُقِيْ صَلِيْبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ ((يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هٰذَا الْوَثَنَ)) وَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِيْ سُوْرَةِ بَرَاءَةٌ ﴿ اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ قَالَ ((أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا أَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوْهُ وَ إِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

হযরত আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন আমার গলায় স্বর্ণের একটি ক্রুসেড চিহ্ন ছিল। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আদী! মূর্তি ফেলে দাও। তখন তিনি সূরা বারাআতের এই আয়াতটি পড়লেন (যার অর্থ হল) 'তারা নিজেদের উলামা মাশায়েখদেরকে আল্লাহ ব্যতীত নিজের রব (প্রভু) বানিয়ে নিয়েছে।'' তখন হযরত আদী (রাঃ) এর প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আহলে কিতাব প্রকাশ্যে তাদের উলামা- মাশায়েখের ইবাদত করত না। কিন্তু যখন আলেমরা কোন বস্তুকে হালাল বলত তখন তারাও তাকে হালাল মনে করত। আর যখন আলেমরা কোন বস্তুকে হারাম বলত তখন তারাও তাকে হারাম মনে করত। -তিরমিযী। ([1])

<u>তাওহীদের ইবাদতের বেলায় কতিপয় শিরকী বিষয়ঃ</u>

১। আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত অন্য কোন জীবিত কিংবা মৃত নবী, ওলী, গাউস, কুতুব অথবা আবদালের সামনে নড়া-চড়া বিহীন আদবের সহিত হাত বেধে দাঁড়িয়ে থাকা শিরক। [মাসআলা নং ৩৫ দ্রষ্টব্য।]

[1] সহীহ সুনান তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ২৪৭১।

২। আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত কোন জীবিত বা মৃত নবী, ওলী, গাউস, কুতুব অথবা আবদালের সামনে রুকুর মত ঝুঁকা অথবা সাজদা করা শিরক। [মাসআলা নং ৩৬ দ্রষ্টব্য।]

৩। কোন মাযারে ছাওয়াবের নিয়তে দাঁড়িয়ে থাকা, অথবা খাদেম/মুজাবের বনে বসে থাকা অথবা তাওয়াফ করা শিরক। [মাসাআলা নং ৩৭ দ্রষ্টব্য।]

৪। আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত কোন জীবিত বা মৃত নবী, ওলী, গাউস কুতুব ও আবদালের নিকট দুআ' প্রার্থনা করা কিংবা দুআ'তে তাদেরকে ওসীলা বানানো শিরক। [মাসআলা নং ৪০ দ্রষ্টব্য।]

৫। মুছিবত বা দুঃখের সময় আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত কোন জীবিত বা মৃত নবী, ওলী, গাউস কুতুব ও আবদালকে ডাকা এবং তাদের কাছে ফরিয়াদ করা শিরক। [মাসআলা নং ৪১ দ্রষ্টব্য।]

৬। আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত কোন জীবিত বা মৃত নবী, ওলী, গাউস কুতুব ও আবদালের নামে কোন জানোয়ার জবাই করা কিংবা তাদের নামে নযর-নেয়ায ও মান্নত করা শিরক। [মাসআলা নং ৩৯ দ্রষ্টব্য।]

৭। দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতির বেলায় আল্লাহর পরিবর্তে কোন জীবিত বা মৃত নবী, ওলী, গাউস কুতুব ও আবদালকে ভয় করা শিরক। [মাসআলা নং ৪৫ দ্রষ্টব্য।]

৮। দুনিয়া ও আখেরাতে উন্নতি অর্জনের বেলায় আল্লাহর পরিবর্তে কোন জীবিত বা মৃত নবী, ওলী, গাউস কুতুব ও আবদালের সন্তুষ্টি অর্জন করা শিরক। [মাসআলা নং ৪৩ দ্রষ্টব্য।]

৯। আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত অন্য কোন জীবিত বা মৃত নবী, ওলী, গাউস কুতুব ও আবদালকে আল্লাহর চেয়ে বেশী ভালবাসা শিরক। [মাসআলা নং ৪৪ দ্রষ্টব্য।]

১০। আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত অন্য কোন জীবিত বা মৃত নবী, ওলী, গাউস কুতুব ও আবদালের উপর আল্লাহর চেয়ে বেশী ভরসা করা শিরক। [মাসআলা নং ৪২ দ্রষ্টব্য।]

১১। আল্লাহ তাআ'লা কর্তৃক নির্দিষ্ট হালাল-হারামের পরিবর্তে অন্য কোন ওলী, গাউস কুতুব, আবদাল, মুর্শিদ, ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা অথবা কোন পার্লামেন্ট কিংবা লোকসভা ইত্যাদির নির্ধারিত হালাল-হারামের উপর আমল করা শিরক। [মাসআলা নং ৪৬ দ্রষ্টব্য।]

اَلتَّـــوْحِيْدُ فِى الصِّفَاتِ
তাওহীদে ছিফাত

মাসআলাঃ ৪৭ = পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর বাস্তব অধিপতি এবং মালিক হলেন, একমাত্র আল্লাহ তাআ'লা।

﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ O﴾(23:59)

তিনিই আল্লাহ তাআলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু ও অসীম দাতা। [সূরা হাশরঃ ২৩।]

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((يَطْوِى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ السَّمٰوٰتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ؟ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ؟ ثُمَّ يَطْوِى الْاَرْضِيْنَ بِشِمَالِهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা আসমানসমূহকে একত্র করে ডান হাতে নিবেন। তারপর বলবেনঃ আমি হলাম বাদশা! আজকে পৃথিবীর বড় লোকেরা অহংকারী ব্যক্তিরা কোথায়? অতঃপর জমিনকে স্বীয় বাম হাতে একত্র করে নিবেন। -মুসলিম। ([১])

মাসআলাঃ ৪৮ = পৃথিবীর মধ্যে শাসন ও আদেশ দেয়ার সম্পূর্ণ অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্যই ।

﴿اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ O﴾ (40:12)

''আদেশ দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্যই। তিনিই আদেশ দান করেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো যেন উপাসনা করা না হয়। এটিই সোজা রাস্তা। কিন্তু অনেক লোকেরা তা জানে না। [সূরা ইউসূফঃ ৪০।]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ((يَا جِبْرِيْلُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا؟)) فَنَزَلَتْ ﴿وَ مَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ قَالَ كَانَ هٰذَا الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ)) رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ (صحيح)

---

[১] মিশকাত, কিতাবুল ফিতান।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবরীল (আঃ) কে বললেনঃ আপনি যতবার আমার কাছে আসেন তার চেয়ে বেশী পরিমাণে আসেন না কেন? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল। হে নবী! আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত আসতে পারি না। যা কিছু আমাদের পূর্বে ও পরে আছে এবং যা কিছু এর মধ্যবর্তী স্থানে আছে সব কিছুর এক মাত্র মালিক তিনিই। এটি ছিল রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিজ্ঞাসার জবাব। -বুখারী। ([১])

বিঃদ্রঃ উক্ত আয়াতটি হল সূরা মারইয়ামের ৬৪ নম্বর আয়াত।

মাসআলাঃ ৪৯ = বিশ্বব্যবাস্থার নিখুঁত পরিচালনা একমাত্র আল্লাহরই কাজ।

﴿اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝﴾ (2:13)

‘‘আল্লাহ, তিনিই যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা যেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। [সূরা রা’দঃ ২।]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ((قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ وَ اَنَا الدَّهْرُ بِيَدِىَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ মানব সন্তান সময়কে গালি দেয় অথচ আমিই হলাম সময়। দিন রাত আমারই হাতের মুঠোয়। -মুসলিম। ([২])

মাসআলাঃ ৫০ = আসমান জমিনের সকল ভান্ডারের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ তাআ’লা।

﴿قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝﴾ (50:6)

‘আপনি বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলিনা যে, আমি ফেরেশতা।

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাব আলফাযুম মিনাল আদাব।

আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিনঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না? [আনআ'মঃ ৫০]

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((یَدُ اللّٰهِ مَلْأَى لاَ یَغِیْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ)) وَ قَالَ ((أَ رَأَیْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ یَغِضْ مَا فِیْ یَدِهٖ.)) رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ, খরচ করার কারণে তাতে কোন কম হয় না। রাত দিন তিনি অনবরত দান করছেন। তিনি আবার বললেনঃ একটু চিন্তা করুনঃ আসমান জমিনের সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তাআ'লা কত বেশী খরচ করেছেন। কিন্তু তার অফুরন্ত ভান্ডারে কোন কিছু কম হয় নি। -বুখারী। ([1])

মাসআলাঃ ৫১ = কিয়ামতের দিনে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া বা না দেয়া এবং সুপারিশ গ্রহণ করা বা না করার সমূহ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই।

﴿اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لاَ یَمْلِكُوْنَ شَیْئًا وَّلاَ یَعْقِلُوْنَ ○ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیْعًا لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ○﴾ (44-43:39)

'তারা কি আল্লাহ ব্যতীত সুফারিশকারী গ্রহণ করেছে? বলুনঃ তাদের কোন এখতিয়ার না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও? বলুনঃ সমস্ত সুফারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। [সূরা ঝুমারঃ ৪৩ - ৪৪।]

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((یَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیَقُوْلُوْنَ لَوِاسْتَشْفَعْنَا عَلٰی رَبِّنَا حَتّٰی یُرِیْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَیَاْتُوْنَ آدَمَ (ﷺ) فَیَقُوْلُوْنَ اَنْتَ الَّذِیْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِیَدِهٖ وَنَفَخَ فِیْكَ مِنْ رُّوْحِهٖ وَاَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَیَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَیَذْكُرُ خَطِیْئَتَهٗ وَیَقُوْلُ ائْتُوْا نُوْحًا (ﷺ) اَوَّلَ رَسُوْلٍ اللّٰهِ بَعَثَهٗ فَیَاْتُوْنَهٗ فَیَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَیَذْكُرُ خَطِیْئَتَهٗ ائْتُوْا اِبْرَاهِیْمَ (ﷺ) الَّذِیْ اتَّخَذَهُ اللّٰهُ خَلِیْلاً فَیَاْتُوْنَهٗ فَیَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَیَذْكُرُ خَطِیْئَتَهٗ ائْتُوْا مُوْسٰی (ﷺ) الَّذِیْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ فَیَاْتُوْنَهٗ فَیَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَیَذْكُرُ خَطِیْئَتَهٗ ائْتُوْا عِیْسٰی (ﷺ) فَیَاْتُوْنَهٗ فَیَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوْا مُحَمَّدًا (ﷺ) فَقَدْ غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ فَیَاْتُوْنِیْ فَاَسْتَاذِنُ عَلٰی رَبِّیْ فَاِذَا رَاَیْتُهٗ وَقَعْتُ لَهٗ سَاجِدًا فَیَدَعُنِیْ مَا شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ یُقَالُ لِیْ ارْفَعْ رَاْسَكَ وَ سَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ یُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَارْفَعُ رَاْسِیْ فَاَحْمَدُ رَبِّیْ بِتَحْمِیْدٍ یُعَلِّمُنِیْ ثُمَّ اَشْفَعُ فَیَحُدُّلِیْ حَدًّا ثُمَّ اُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمْ

[1] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ।

الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَقَعُ سَاجِدًا مِّثْلَهُ فِيْ الثَّالِثَةِ اَوِالرَّابِعَةِ حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন সকল লোককে একত্র করবেন। লোকেরা বলবেঃ আমাদের প্রতিপালকের কাছে কারো মাধ্যমে সুপারিশ করানো দরকার। যেন আমরা এই কষ্টদায়ক স্থান থেকে মুক্তি পেতে পারি। অতএব প্রথমে লোকেরা আদম (আঃ) এর কাছে যাবেন এবং বলবেনঃ আপনাকে তো আল্লাহ তাআ'লা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর রূহ প্রদান করেছেন। ফেরেশতাদেরকে আপনাকে সাজদা করার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন। আদম (আঃ) বলবেনঃ আমি এর উপযুক্ততা রাখি না। তিনি নিজের ভুল স্মরণ করবেন এবং লোকজনকে বলবেন তোমরা নূহের কাছে যাও, সে ছিল প্রথম রসূল যাকে আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন। লোকেরা নূহ (আঃ) এর কাছে যাবেন। তিনি বলবেনঃ আমি এর উপযুক্ত নই। তিনি তাঁর ভুলের কথা স্মরণ করে বলবেনঃ তোমরা ইব্রাহীম (আঃ) এর কাছে যাও, তাঁকে আল্লাহ বন্ধু বানিয়েছিলেন। লোকেরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কাছে যাবেন। কিন্তু তিনিও বলবেনঃ আমি এর উপযুক্ত নই। তিনি তাঁর ভুলের কথা স্মরণ করে বলবেনঃ তোমরা মূসা (আঃ) এর কাছে যাও, তাঁর সাথে তো আল্লাহ তাআ'লা কথা বলেছেন। লোকেরা মুসা (আঃ) এর কাছে আসবেন। তিনি বলবেনঃ আমি এর উপযুক্ত নই। তিনিও তাঁর ভুলের কথা স্মরণ করে বলবেনঃ তোমরা হযরত ঈসা (আঃ) এর কাছে যাও, লোকেরা হযরত ঈসা (আঃ) এর কাছে আসবেন। কিন্তু তিনিও বলবেনঃ আমি এর উপযুক্ত নই। তবে তোমরা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যাও, তাঁর পূর্বে ও পরের সকল ভুল ত্রুটি আল্লাহ তাআ'লা ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর লোকেরা আমার কাছে আসবে এবং আমি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইব। যখন আমি আল্লাহকে দেখব তখন সাজদায় পতিত হব। আল্লাহ তাআ'লা ইচ্ছামত আমাকে সাজদায় পড়ে থাকতে দিবেন। অতঃপর বলবেনঃ হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান, আপনি যা প্রার্থনা করবেন তা আপনাকে দেয়া হবে। যা বলবেন শুনা হবে, সুপারিশ করলে গ্রহণ করা হবে। অতঃপর আমি মাথা উঠাব এবং আল্লাহর এমনভাবে প্রশংসা করব যা তখন আমাকে শিখিয়ে দেয়া হবে। তারপর আমি লোকজনের জন্য সুপারিশ করব। এ ব্যাপারে আমার জন্য সীমা নির্ধারিণ করে দেয়া হবে। সেই সীমার ভিতরে যারা থাকবে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাব। তার পর আমি দ্বিতীয়বার গিয়ে সাজদা করব। এমনিভাবে কয়েকবার যাব। তৃতীয় বা চতুর্থবারে

বলব, হে আল্লাহ! এখন জাহান্নামে শুধু সেই লোকেরা আছে যারা কুরআনের মীমাংসা মতে সদা সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। অর্থাৎ কাফির ও মুশরিক। - বুখারী ([1])

মাসআলাঃ ৫২ = কিয়ামতে প্রতিদান কিংবা শাস্তি দানের একমাত্র অধিকার আল্লাহরই।

﴿ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاتَ نُوْحٍ وَّامْرَاتَ لُوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ ○﴾

(10:66)

"আল্লাহ তাআলা কাফেরদের জন্যে নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই ধর্মপরায়ন বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ তাআলার কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হলঃ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। [সূরা তাহরীমঃ ১০]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ) قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ لاَ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَّ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لاَ اُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَّالِيْ لاَ اُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যখন কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হল وانذر عشيرتك الخ হে মুহাম্মদ ! আপনি আপনার নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনকে ভীতি প্রদর্শন করুন। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে কুরাইশের লোকেরা! (অথবা এরূপ অন্য কোন সম্বোধন বাক্য বললেন) তোমরা নিজেরা নিজকে বাচাঁনোর চেষ্টা কর। কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে আব্দু মানাফের বংশধর, কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে আব্বাস! কিয়ামতের দিন আমি আপনার কোন উপকার করতে পারব না। হে রাসূলের ফুফু ছাফিয়া! আমি কিয়ামতের দিন আপনার কোন উপকার করতে পারব না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা! আমার যা সম্পদ তুমি নিতে চাও নিতে পার, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। -বুখারী। ([2])

---

[1] সহীহ আলবুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু ছিফতিল জান্নাতি।

[2] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তাফসীর।

﴿ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ○ ﴾(80:9)

তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তা এড়ন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুত আল্লাহ না-ফরমানদেরকে পথ দেখান না। [সূরা তাওবাঃ ৮০]

عَنْ اُمِّ الْعَلاَءِ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ وَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِىْ))رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত উম্মুল আ'লা আনছারী (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি জানিনা কাল কিয়ামতে আমার সাথে কি করা হবে, অথচ আমি আল্লাহর রাসূল। -বুখারী। ([১])

মাসআলাঃ ৫৪ = ইচ্ছা ও চাওয়াকে পরিপূর্ণ করার সম্পূর্ণ অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

মাসআলাঃ ৫৫ = আল্লাহ তাআ'লা নিজের চাওয়া ও ইচ্ছা পূর্ণ করার ব্যাপারে অন্য কারো মুখাপেক্ষী নন।

﴿اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ ﴾(82:36)

''আল্লাহ তাআ'লা যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন তখন তাঁর আদেশ হলেই কাজটি হয়ে যায়। [সূরা ইয়াসীনঃ ৮২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرَاجَعَهٗ فِىْ بَعْضِ الْكَلاَمِ فَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَ شِئْتَ ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اَجَعَلْتَنِىْ مَعَ اللّٰهِ عَدْلاً (وَفِىْ لَفْظٍ نِدًّا) لاَ بَلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ)) رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الْاَدَبِ الْمُفْرَدِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং কথা বলতে বলতে বললেনঃ 'যা আপনি চান এবং আল্লাহ চান, রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে ফেলেছ? অতঃপর বললেনঃ এরূপ বল না। বরং বল যা আল্লাহ চান। -বুখারী ([২])

মাসআলাঃ ৫৬ = শরীয়ত বানানো, হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধ নির্ণয়ের অধিকার একমাত্র আল্লাহরই।

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জানায়িয।

[২] সিলসিলা ছহীহা -- আলবানী, (১/১৩৯)।

﴿ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ﴾ (1:66)

হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশী করার জন্যে হরাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। [সূরা তাহরীমঃ ১]

বিঃ দ্রঃ হাদীসের জন্য মাসআলা নং ৪৮ দ্রষ্টব্য।

মাসআলাঃ ৫৭ = গায়বী ইলম একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে।

﴿ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ مَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ ﴾ (188:7)

আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কলনও হতে পারত না। আমি একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। [আ'রাফঃ ১৮৮]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ ((مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ سَاُحَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَ اِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوْسُ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَ اِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِيْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ)) ثُمَّ تَلَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ একদা রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীদের সাথে বসেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! কিয়ামত কখন হবে? রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানে না। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের কিছু নিদর্শনাবলী বলে দিচ্ছি। যখন মায়ের পেট থেকে তার মালিক জন্ম নিবে। যখন জুতাবিহীন ও কাপড় বিহীন চলাফেরা কারী ব্যক্তিগণ সরদার হয়ে যাবে। যখন ছাগল চরানোর লোকেরা বড় বড় দালান তৈরী করবে। তারপর বললেনঃ কিয়ামত তো সে পাঁচ বিষয়ের একটি যার ইলম (জ্ঞান) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে নেই। অতঃপর রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আয়াত ان الله عنده علم الساعة পাঠ করলেন, যার অর্থ হল (১) কিয়ামতের সময় শুধু আল্লাহই জানেন। (২) তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। (৩) তিনিই জানেন মায়ের জরায়ুতে কি রয়েছে। (৪) কোন ব্যক্তি কাল

কি করবে তা জানে না। (৫) কোন ব্যক্তি জানে না সে কোথায় মৃত্যু বরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন। -মুসলিম। ([১])

বিঃ দ্রঃ 'মায়ের পেট থেকে তার মালিক জন্ম নিবে' কথাটির অর্থ হল, সন্তানরা পিতা-মাতার এতই অবাধ্য হবে যে, তাদের সাথে দাস-দাসীর ন্যায় আচরণ করবে।

মাসআলাঃ ৫৮ = সব সময় ও সর্বস্থানে বান্দাদের দুআ' একমাত্র আল্লাহই শুনেন।

মাসআলাঃ ৫৯ = সর্বস্থানে বিরাজমান ও সর্বদশী (আপন শক্তি ও ইলমের সাথে) একমাত্র আল্লাহই।

﴿ وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝﴾(186:2)

'হে নবী! যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। [সূরা বাক্বারাঃ ১৮৬]

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝﴾(4:57)

তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। [সূরা হাদীদঃ ৪]

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُوْنَ بِالتَّكْبِيْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ((اَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَ لاَ غَائِبًا اِنَّكُمْ تَدْعُوْنَهُ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَ هُوَ مَعَكُمْ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু মুছা (রাঃ) বলেনঃ আমরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক সফরে ছিলাম। লোকেরা উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে লাগল। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা নিজের উপর নম্র ব্যবহার কর [অর্থাৎ স্বর ছোট কর] কারণ, তোমরা কোন বধীর বা অনুপস্থিতকে ডাকছ না, বরং তোমরা যাকে ডাকছ তিনি তো প্রত্যেক স্থানে শুনেন, তোমাদের নিকটে এবং (স্বীয় জ্ঞান ও কুদরাতের সহিত) সর্বদা তোমাদের সাথে আছেন। -মুসলিম। ([২])

মাসআলাঃ ৬০ = অন্তরের ভেদ শুধু আল্লাহই জানেন।

---

[১] মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ঈমান।

[২] মুসলিম শরীফ, কিতাবুয যিকর।

﴿وَ اَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○﴾ (14-13:67)

তেমরা তোমাদের কথা গোপনে বল আথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত। [সূরা মুলকঃ ১৩, ১৪।]

عَنْ اَنَسٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ قَالَ بَعَثَ اَرْبَعِيْنَ اَوْ سَبْعِيْنَ يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْقُرَّاءِ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَعَرَضَ لَهُمْ هٰؤُلَاءِ فَقَتَلُوْهُمْ وَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَمَا رَاَيْتُهٗ وَجَدَ عَلٰى اَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ এক মাস রুকুর পর কুনূত পড়লেন। যাতে সুলাইম গোত্রের লোকদের জন্য বদ দুআ' করেছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ/সত্তুর জন আলেমকে মুশরিকদের কাছে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সুলাইম গোত্রের লোকেরা তাদের বিরূদ্ধে লেগে পড়ে তাদের কে হত্যা করে ফেলল। অথচ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সুলাইম গোত্রের চুক্তি ছিল। কিন্তু তারা চুক্তি ভঙ্গ করে দিল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসময় যত দুঃখিত দেখা গেছে অন্য কোন সময় দেখা যায় নি। -বুখারী।

মাসআলাঃ ৬১ = দ্বীন দুনিয়ার সমুহ কল্যাণ একমাত্র আল্লাহরই হাতে। তিনি যাকে চান দিয়ে থাকেন এবং যার থেকে ইচ্ছা করেন ছিনিয়ে নেন।

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○﴾(26:3)

'বলুন, হে আল্লাহ! তুমি মহা রাজ্যের মালিক। যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দিয়ে থাক আর যার থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নাও। আর যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অসম্মান কর। তোমারই হাতে হল, কল্যাণ নিশ্চয় আপনি সর্ব শক্তিমান। [সূরা আলে ইমরানঃ ২৬]

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ ((اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী বেশী এই দুআ' পাঠ করতেন। হে আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতেও কল্যাণ দান করুন এবং

আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। -বুখারী ও মুসলিম। ([1])

মাসআলাঃ ৬২ = অন্তরকে ফিরানোর মালিক একমাত্র আল্লাহই।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ O﴾(24:8)

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সেই কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান।বস্তুত তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে। [সূরা আনফালঃ ২৪।]

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ﷺ قَالَ : قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ (يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ) .قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَكْثَرُ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ قَالَ ((يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ .رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত শাহর ইবনু হাউশাব (রাঃ) বলেনঃ আমি উম্মুল মু'মিনীণ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলামঃ রাসূলুল্লাহ ল্লাল্লাহু লাইহি য়াসাল্লাম খন আপনার কাছে হতেন তখন কোন দুআ'টি সব চেয়ে বেশী পড়তেন? উম্মে সালমা (রাঃ) বলেনঃ তিনি বেশীর ভাগ এই দুআ' পড়তেন ? ''ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলুবি, ছাব্বিত ক্বালবী আ'লা দ্বীনিকা,'' অর্থাৎ হে অন্তর ফিরানোর মালিক, আমার অন্তরকে তোমরা দ্বীনের উপর অটল রাখ।' আমি (উম্মে সালমা) জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বেশীর ভাগ সময়ে এই দুআ'টি পড়েন কেন? তিনি বললেনঃ সকল লোকের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যখানে। যাকে আল্লাহ তাআ'লা চান দ্বীনে হকের উপর স্থির রাখেন আবার যাকে চান সোজা রাস্তা থেকে দুরে সরিয়ে দেন। তিরমিযী। ([2])।

মাসআলাঃ ৬৩ = রিযিকে কম-বেশী করার মালিক একমাত্র আল্লাহই।

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا O﴾(31:17)

[1] মিশকাত, বাবু জামিউদ্দুআ।

[2] সহীহ সুনাসুত তিরমিযী, আলবানী, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ২৭৯২।

দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরবে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্নক অপরাধ। [সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৩১।]

﴿قُلْ اِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ۝﴾(36:34)

বলুনঃ আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত করে দেন। অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না। [সূরা সাবাঃ ৩৬।]

عَنْ اَبِى ذَرٍ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْمَا رَوٰى عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهُ قَالَ((يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুযর (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ হে আমার বান্দারা! আমি যাকে খাওয়াই সে ব্যতীত তোমরা সব ক্ষুধার্থ, তোমরা আমার কাছে খানা চাও আমি তোমাদের খানা দেব । আমি যাকে কাপড় পরাব সে ব্যতীত সব উলঙ্গ, তোমরা আমার কাছে পোষাক চাও আমি তোমাদেরকে তাও দেব । -মুসলিম । ([১])

মাসআলাঃ ৬৫ = ছেলে কিংবা মেয়ে দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই।

﴿وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ ۝ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝﴾ (50-49:42)

আল্লাহই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের একমাত্র মালিক। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা মেয়ে সন্তান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা ছেলে সন্তান দিয়ে থাকেন। কিংবা কাউকে ছেলে-মেয়ে উভয় দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও ক্ষমতাশীল। [সূরা শুরাঃ ৪৯, ৫০]

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ﷺ قَالَ وَاَمَّا اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَزَوَّجَهَا اَيْضًا عُثْمَانُ ابْنِ عَفَّانَ بَعْدَ اُخْتِهَا رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ تَلِدْ لَهُ شَيْئًا .رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ

ইবনু শিহাব বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা হযরত রুকাইয়া (রাঃ) এরপর তাঁর অন্য কন্যা উম্মু কুলছুমকে হযরত উসমান (রাঃ) এর বিবাহ বন্ধনে

[১] মুসলিম, কিতাবুল গানাম।

দিলেন। হযরত রুকাইয়া (রাঃ) হযরত উসমানের বিবাহ বন্ধনে থাকা কালীন ইন্তেকাল করলেন কিন্তু কোন সন্তান তাঁদের হল না। -ত্বাবরানী।

মাসআলাঃ ৬৭ = সুস্থতা ও রোগারোগ্য দাতা একমাত্র আল্লাহই।

﴿الَّذِیْ خَلَقَنِیْ فَهُوَ یَهْدِیْنِ ○ وَالَّذِیْ هُوَ یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِ ○ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِیْنِ ○ وَالَّذِیْ یُمِیْتُنِیْ ثُمَّ یُحْیِیْنِ ○ وَالَّذِیْ اَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَلِیْ خَطِیْئَتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ ○﴾ (82-78:26)

'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন, আর তিনিই আমাকে খাবার ও পানীয় দান করে থাকেন, আর যখন আমি অসুস্থ হই তখন তিনিই আমাকে রোগারোগ্য দান করেন, তিনিই আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং পনরুজ্জীবিত করবেন, আর যাঁর কাছে আমি পূর্ণ আশাবাদী যে, তিনি কিয়ামতের দিন আমার পাপ ক্ষমা করে দিবেন। [সূরা শুআ'রাঃ ৭৮ - ৮২।]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ یُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ یَمْسَحُهٗ بِیَمِیْنِهٖ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِیْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَائُكَ شِفَاءً لَّا یُغَادِرُ سَقَمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন অসুস্থ ব্যক্তির উপর ডান হাত ফিরাতেন এবং এই দুআ' বলতেন ''আযহিবিল বা'সা রাব্বান্নাস, ওয়াশ্‌ফি আন্‌তাশ শাফী লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইয়ুগাদিরু সাকমান। -বুখারী ([1])

মাসআলাঃ ৬৮ = হিদায়েত দান করা শুধু আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে।

﴿اِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِیْنَ○﴾ (56:28)

'নিশ্চয় আপনি যাকে চান হিদায়েত দিতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ যাঁকে চান তাঁকে হিদায়েত দিতে পারেন। আর তিনি হিদায়েতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ। [সূরা কাছাছঃ ৫৬]

عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ ﷺ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ فِیْمَا رَوٰی عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰی اَنَّهٗ قَالَ ((یَا عِبَادِیْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَیْتُهٗ فَاسْتَهْدُوْنِیْ اَهْدِكُمْ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআ'লা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ হে আমার বান্দারা তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট শুধু সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাকে আমি হিদায়েত করেছি। অতএব

---

[1] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত্তিব্ব, বাবু মাসহিবরাকী।

তোমরা আমার কাছে হিদায়েত চাও কর আমি তোমাদেরকে হিদায়েত দেব। -মুসলিম ([1])

মাসআলাঃ ৬৯ = সৎকাজ করা এবং পাপ থেকে বাঁচার তৌফিক দাতা শুধু আল্লাহই।

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوْفِيقِيْ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ ۝﴾ (88:11)

'আমি তো যথা সাধ্য শুধরাতে চাই আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই। [সূরা হুদঃ ৮৮।]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَ قَالَ ((يَا مُعَاذُ ! وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ فَقَالَ أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ)) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ (صحيح)

হযরত মুআ'য ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেনঃ হে মুআ'য! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালবাসি, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে ভালবাসি, তারপর বললেনঃ হে মুআ'য! আমি তোমাকে তাকিদের সহিত বলছি যে, যে কোন ফরয ছালাতের পর এই দুআ' পড়তে ভুলবে না ''আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আ'লা যিকরিকা, ওয়া শুকরিকা, ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা। -আবুদাউদ। ([2])

মাসআলাঃ ৭০ = লাভ-ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহই।

মাসআলাঃ ৭১ = তাকদীরের মালিক শুধুমাত্র আল্লাহই।

﴿ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝﴾ (11:48)

'বলুন, আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে, কে তাঁকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। [সূরা ফাতহঃ ১১।]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ ((يَا غُلَامُ إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَ إِنِ اجْتَمَعُوْا

[1] মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইলম, বাবু তাহরীমিল ইলম।

[2] সহীহ সুনানু আবি দাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং

عَلٰى اَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلاَمُ وَ جُفَّتِ الصُّحُفُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ একদা আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সাওয়ার ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে ছেলে! আমি তোমাকে কিছু বিষয় শিক্ষা দিচ্ছি। তা হল যদি তুমি আল্লাহর আহকামের হিফাযত কর আল্লাহ তোমার হিফাযত করবেন। আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহকে তুমি সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইতে হয় তখন শুধু আল্লাহর কাছেই চাও, যখন সাহায্য প্রার্থনা করতে হয় তখন শুধু আল্লাহর থেকেই কর। আর জেনে রাখ, যদি সকল লোক মিলে তোমার উপকার করতে চায় তাহলে আল্লাহ তাআ'লা যা (তাকদীরে) লিখেছেন তা ব্যতীত অন্য কোন উপকার করতে পারবে না, আর যদি সকল লোক মিলে তোমরা ক্ষতি করতে চায় তাহলে ও আল্লাহ তাআ'লা যা (তাকদীরে) লিখেছেন তা ব্যতীত অন্য কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (তাকদীরের) কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং সেই খাতাটি ও শুকিয়ে গেছে। -তিরমিযী। ([১])

বিঃ দ্রঃ তাকদীর দুই প্রকার (১) তাকদীরে মুবরাম, অর্থাৎ মীমাংসিত তাকদীর, এটি কখনো পরিবর্তন হয় না। (২) তাকদীরে মুআ'ল্লাক, এটি দুআ' করার কারণে পরিবর্তন হয়। এ সম্পর্কেও আল্লাহর কাছে লিখা আছে যে অমুক ব্যক্তির অমুক তাক্বদীর দুআ' করার কারণে পরিবর্তন হয়ে যাবে, তাকদীরে মুআ'ল্লাক সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ لايرد القضاء إلا الدعاء. অর্থাৎ তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না তবে দুআ'র মাধ্যমে।

মাসআলাঃ ৭২ = জীবন, মরণ একমাত্র আল্লাহরই হাতে।

﴿ هُوَ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ فَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ ﴾(68:40)

'আর আল্লাহই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু বলেনঃ হয়ে যাও, আর তা সাথে সাথে হয়ে যায়।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَاِذَا اَتَيْنَا عَلٰى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ سَيْفُ النَّبِيِّ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ تَخَافُنِيْ قَالَ ((لاَ)) فَقَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ ؟ قَالَ : ((اَللّٰهُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ...... وَ فِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ بَكْرٍ الْاِسْمَاعِيْلِيْ فِيْ صَحِيْحِهٖ فَقَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ ؟ قَالَ ((اَللّٰهُ)) ! فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهٖ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّيْفَ فَقَالَ ((مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ)) فَقَالَ : كُنْ خَيْرَ آخِذٍ اَوْرَدَهُ النَّوَوِيُّ

[১] সহীহ সুনানুত তিরমীযি।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ যাতুররিক্কা যুদ্ধে আমরা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। একটি ছায়াবান বৃক্ষ পেলে তা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ছেড়ে দেই। এমন সময় এক মুশরিক আগমন করে। তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরবারী গাছে লটকানো ছিল। লোকটি তরবারী নিয়ে বললঃ আপনি কি আমাকে ভয় করেন? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না। মুশরিক বললঃ তাহলে আমার থেকে আপনাকে কে বাঁচাবে? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ। তারপর মুশরিকের হাত থেকে তরবারী পড়ে যায়। তারপর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারী হতে নিয়ে বললেনঃ এখন তোমাকে কে বাঁচাবে? লোকটি বললঃ আপনি উত্তম তরবারীধারী হোন, অর্থাৎ আমাকে ক্ষমা করুন। -বুখারী ([1])

তাওহীদে ছিফাতের বেলায় শিরকী বিষয়সমূহঃ

১- বিশ্ববাবস্থার নিখুঁত পরিচালনায় আল্লাহর সাথে অন্য কোন নবী, ওলী, গাউস, কুতুব অথবা আবদালকে শরীক মনে করা শিরক। [মাসআলাঃ ৪৯ দ্রষ্টব্য।]

২- আসমান-জমিনের সকল ভান্ডার পরিচালনার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। এতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন নবী, ওলী, গাউস, কুতুব অথবা আবদালকে তাঁর অংশীদার মনে করা শিরক। [মাসআলাঃ ৫০ দ্রষ্টব্য।]

৩ - কিয়ামতের দিন কাউকে সুপারিশের অনুমতি দেয়া বা না দেয়া, কারো সুপারিশ গ্রহন করা বা না করা, কাউকে ছাওয়াব কিংবা শাস্তি দেয়া বা না দেয়া এবং কাউকে ধরা বা ছাড়ার একমাত্র অধিকার আল্লাহর। তাঁর এই অধিকারে কোন নবী, ওলী, গাউস, কুতুব অথবা আবদালকে শরীক মনে করা শিরক। [মাসআলাঃ ৪৯ দ্রষ্টব্য।]

৪ - গায়বী ইলম একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে। আর সর্বস্থানে বিরাজমান ও সর্বদর্শী একমাত্র আল্লাহ তাআ'লা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন নবী, ওলী, গাউস, কুতুব অথবা আবদাল ও অন্যান্যকে গায়েবী ইলম সম্পন্ন কিংবা সর্বস্থানে বিরাজমান ও সর্বদর্শী মনে করা শিরক। [মাসআলাঃ ৫৭ দ্রষ্টব্য।]

৫ - অন্তরকে ফিরানোর মালিক, হিদায়েতের মালিক, পূণ্যের তাওফীকদাতা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআ'লা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন নবী, ওলী, গাউস, কুতুব অথবা আবদালকে এরূপ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা শিরক। [মাসআলাঃ ৬২, ৬৮, ৬৯ দ্রষ্টব্য।]

[1] রিয়াদুচ্ছলেহীন, বাবুন ফিল ইয়াক্বীন।

৬ - রিযিকে কম-বেশী করা, সুস্থতা ও অসুস্থতা, লাভ-ক্ষতি এবং জীবন-মরণের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তাআ'লা। কোন নবী, ওলী, গাউস, কুতুব অথবা আবদালকে এরূপ শক্তিশালী মনে করা শিরক। [মাসআলাঃ ৬৩, ৬৪, ৬৭, ৭০, ৭২ দ্রষ্টব্য।]

৭ - সন্তান দেয়া না দেয়া এবং ছেলে-মেয়ে দানকারী একমাত্র আল্লাহ্ তাআ'লা। কোন নবী, ওলী, গাউস, কুতুব অথবা আবদালকে এরূপ শক্তিশালী মনে করা শিরক। [মাসআলাঃ ৬৫, ৬৬ দ্রষ্টব্য।]

৮ - দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে। কোন নবী, ওলী, গাউস, কুতুব অথবা আবদালকে এতে তাঁর অংশীদার মনে করা শিরক। [মাসআলাঃ ৬১, দ্রষ্টব্য।]

৯ - অন্তরের ভেদ শুধু আল্লাহই জানেন। কোন নবী, ওলী, গাউস, কুতুব অথবা আবদাল সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস রাখা শিরক। [মাসআলাঃ ৬০ দ্রষ্টব্য।]

تَعْرِيفُ الشِّرْكِ وَأَنْوَاعُهُ

শিরক এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

মাসআলাঃ ৭৩ = শিরক দুই প্রকার। (১) শিরকে আকবার তথা বড় শিরক, (২) শিরকে আছগার তথা ছোট শিরক।

মাসআলাঃ ৭৪ = আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় সত্ত্বা, ইবাদত এবং গুণাবলীর ব্যাপারে একক ও অসাদৃশ্য। কোন প্রাণী-অপ্রাণী, জীবিত বা মৃত সৃষ্টিকে আল্লাহর সত্ত্বা, ইবাদত ও গুণাবলীতে অংশীদার মনে করা, কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করা বড় শিরক।

মাসআলাঃ ৭৫ = বড় শিরক যারা করবে, তারা সর্বদা জাহান্নামে থাকবে।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا اُدْخِلَ النَّارَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে যে, সে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, তাহলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। -বুখারী। ([১])

মাসআলাঃ ৭৬ = যাত, ছিফাত এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক ব্যতীত কতিপয় আরো বিষয় সম্পর্কে শিরকের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যথাঃ লোক দেখানো কিংবা গায়রুল্লাহর নামে শপথ ইত্যাদি। এগুলোকে শিরকে আছগর তথা ছোট শিরক বলা হয়।

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((اِنَّ أَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ)) قَالُوْا : وَمَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ ((اَلرِّيَاءُ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ

হযরত মাহমুদ ইবনু লবীদ (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের ব্যাপারে যে সকল বিষয়কে আমি ভয় করছি তার মধ্যে সর্ববৃহৎ হল ছোট শিরক, ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছোট শিরক আবার কি? বললেনঃ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা। -আহমদ।[২]

বিঃদ্রঃ (১) ছোট শিরকের অন্যান্য উদাহরণ 'ছোট শিরক' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। (২) শিরকে আকবরে লিপ্ত ব্যক্তি ইসলামের গন্ডির বাইরে চলে যায়। আর সদা সর্বদা জাহান্নামে

---

[১] সহীহ অল বুখারী, কিতাবুল আইমানি ওয়ান নুযূর।

[২] মিশকাত, বাবুর রিয়া ওয়াসসুমআতি।

থাকে। অথচ শিরকে আছগারে লিপ্ত ব্যক্তি ইসলামের গন্ডির বাইরে যায় না, তবে কবীরা গুণাহে লিপ্ত হয়। এর শাস্তি হল জাহান্নাম (যত দিন আল্লাহ চান)।

মনে রাখবেন, শিরকে আছগার থেকে তাওবা না করা কখনো 'শিরকে আকবারের কারণ হতে পারে।

মাসআলাঃ ৭৭ = শিরকে খাফী অর্থাৎ গুপ্ত শিরক যা মানুষের মধ্যে গোপন একটি ধরণের নাম। শিরকে খাফী শিরকে আছাগরও হতে পারে। যেমন রিয়াকারীর শিরক। আবার শিরকে আকবরও হতে পারে। যেমন, মুনাফিরের শিরক।

عَنْ اَبِیْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ نَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِیْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟)) قَالَ : قُلْنَا بَلٰى ! فَقَالَ ((أَلشِّرْكُ الْخَفِيُّ اَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّىْ فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهٗ لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ)) رَوَاهُ اِبْنِ مَاجَةَ (صحيح)

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন, তখন আমরা দাজ্জালের ব্যাপারে কথোপকথনে রত ছিলাম। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি কি তোমাদের এমন বস্তুর কথা বলব, যাকে আমি তোমাদের জন্য মসীহ দাজ্জালের চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর মনে করি? ছাহাবীগণ বললেনঃ অবশ্যই বলুন। তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তা হল, গুপ্ত শিরক। যেমন, কেউ ছালাতে দাঁড়াল। কিন্তু কেউ তার ছালাতের প্রতি লক্ষ্য করতেছে উপলব্ধি করতে পেরে ছালাতকে লম্বা করল। -ইবনু মাজাহ। ([১])

[১] সহীহ সুনানুত তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ৩৩৮৯।

أَلشِّرْكُ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْآنِ

কুরআনের দৃষ্টিতে শিরক

মাসআলাঃ ৭৮ = শিরক হল সব চেয়ে বড় জাহেলিয়াত তথা মূর্খতা।

মাসআলাঃ ৭৯ = শিরক সকল সৎকাজকে ধ্বংস করে দেয়, যদিও তিনি নবী হন।

﴿ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ○ وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ ﴾(65-64:39)

'বলুন, হে মুর্খরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছ?। আপনার প্রতি এবং আপনার পুর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তা হলে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের একজন হবেন। [সূরা ঝুমারঃ ৬৪, ৬৫।]

মাসআলাঃ ৮০ = শিরক মানুষকে আসমানের উচ্চতা থেকে জমিনের নিম্নস্তরে ফেলে দেয়। যথায় সে বিভিন্ন পথভ্রষ্টতার গহবরে পতিত হয়। এমনকি সে ধ্বংস হয়ে যায়।

﴿ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ○ ﴾ (31:22)

'আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল। সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। অতঃপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দুরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। [সূরা হজ্জঃ ৩১]

মাসআলাঃ ৮১ = মুশরিকের কাছে তাওহীদের আলোচনা খুব অপছন্দনীয় মনে হয়।

﴿ وَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○ ﴾(45:39)

'যখন খাঁটি ভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সঙ্কোচিত হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের উচ্চারণ করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠে। [সূরা ঝুমারঃ ৪৫।]

মাসআলাঃ ৮২ = শিরকের বেলায় পিতা-মাতা, কোন আলেম, পীর বা ওলী, দরবেশ ও মুর্শিদের কথা মান্য করা হারাম।

﴿ وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ ﴾(8:29)

আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেষ দিয়েছি। যদি তারা আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য কর না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে। [সূরা আনকাবুতঃ ৮।]

মাসআলাঃ ৮৩ = তাওহীদাবাদী নর-নারীর জন্য মুশরিক নর নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবৈধ।

﴿ وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ ۝ ﴾(221:2)

আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম। যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। [সূরা বাকারাঃ ২২১]

মাসআলাঃ ৮৪ = শিরক অবস্থায় যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ' করা নিষিদ্ধ।

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْا اُوْلِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝ ﴾(113:9)

নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরিকের মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক, একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী। [সূরা তাওবাঃ ১১৩।]

মাসআলা ঃ ৮৫ = মুশরিকদের জন্য জান্নাত হারাম, তারা সর্বদা জাহান্নামে থাকবে।

﴿ وَ قَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝ ﴾(72:5)

তারা কাফের যারা বলে যে মরিয়ম তনয় মসীহ-ই আল্লাহ। অথচ মসীহ বলেনঃ হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হরাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। [সূরা মায়েদাঃ ৭২।]

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اُوْلٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ○ ﴾(6:98)

আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ী ভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম। [সূরা বায়্যিনাহঃ ৬।]

মাসআলাঃ ৮৬ = শিরকের হাকীকত বুঝানোর জন্য কুরআনের কতিপয় হেকমত পূর্ণ উদাহরণঃ-

① ﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○ ﴾(41:29)

১. 'যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সা। সে ঘর বানায়, আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত। [সূরা আনকাবুতঃ ৪১]

② ﴿ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ ○ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○ ﴾(74-73:22)

২. হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হল, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়ই শক্তিহীন। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশীল। [সূরা হজ্জঃ ৭৩, ৭৪]

③ ﴿ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○ ﴾(14:13)

৩. তাকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের কোন কাজে আসে না; ওদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ দু'হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যাতে পানি তার মুখে পৌছে যায়; অথচ পানি কোন সময় পৌছবে না। কাফিরদের সব দুআ' বেকার হয়ে যাবে। [সূরা রাআ'দ ঃ ১৪।]

④ ﴿ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُوْنَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ ﴾(29:39)

৪. 'আল্লাহ তাআ'লা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভূ মাত্র একজন- তাদের উভয়ের

অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। [সূরা ঝুমারঃ ২৯।]

⑤ ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ○﴾

(28:30)

৫. আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেনঃ তোমাদের আমি যে রুযী দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ নিজেদের রোকদেরকে ভয় কর? এমনিভাবে আমি সমঝদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি। [সূরা রুমঃ ২৮।]

⑥ ﴿ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ مَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّ جَهْرًا هَلْ يَسْتَوُوْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○﴾(75:16)

৬. আল্লাহ তাআ'লা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের মালিকানাধীন গোলামের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন একজন যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে চমৎকার রুযী দিয়েছি। অতএব সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। উভয়ে কি সমান হয়? সকল প্রশংসা আল্লাহর, কিন্তু অনেক লোকেরা জানে না। [সূরা নাহলঃ ৭৫।]

মাসআলাঃ ৮৭ = কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সকল ফেরেশতা, নবী-রাসূল ও ওলী-বুযুর্গরা সেসব মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন, যারা তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করত।

মাসআলাঃ ৮৮ = কিয়ামতের দিন মুশরিকদের উপাস্যরা তাদের কোন উপকার করতে পারবে না।

(ক) ফেরেশতাগণ!

﴿وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ○ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ○﴾(41-40:37)

'যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদের বলবেনঃ এরা কি তোমাদেরই পুজা করত? ফেরেশতারা বলবেঃ আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই, বরং তারা জ্বিনের পুজা করত। তাদের অধিকাংশই হল, শয়তানে বিশ্বাসী। [সূরা সাবাঃ ৪০, ৪১।]

(খ) নবী ও রসূলগণ!

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَا ذَا اُجِبْتُمْ قَالُوْا لاَ عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○﴾ (109:5)

যে দিন আল্লাহ তাআ'লা রসুলদেরকে একত্রিত করবেন অতঃপর বলবেনঃ তোমরা কি উত্তর পেয়েছ? তারা বলবেনঃ আমাদের তো জানা নেই। নিশ্চয় আপনিই তো অদৃশ্য সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। [সূরা মায়েদাঃ ১০৯।

﴿وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلاَ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِيْ بِهِ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○﴾ (116-117:5)

'যখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ হে ঈসা ইবনু মারইয়াম! তুমি কি লোকদের বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহ কে ছেড়ে আমাকে এবং আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেনঃ আপনি পবিত্র। আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি তা হলে আপনি অবশ্যই জানেন, আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি শুধু সেকথাই বলেছি, যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর।-যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত। [সূরা মায়েদা ঃ ১১৬, ১১৭।]

(গ) ওলী ও বুজুর্গগণ!

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَ اَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰؤُلاَءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ○ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا ○﴾ (18-17:25)

'সেদিন আল্লাহ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, সেদিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেনঃ তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রান্ত করেছিলে না তারা নিজেরাহা পথভ্রান্ত হয়েছিল? তারা বলবেঃ আপনি পবিত্র আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বি রূপে গ্রহন করতে পারতাম না। কিন্তু আপনি তো তাদের এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন।

কিন্তু তারা আপনাকে ভুলে গিয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংস প্রাপ্ত জাতি। [সূরা ফুরকানঃ ১৭, ১৮।]

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ○ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ○﴾

(28-27:10)

'আর যে দিন আমি তাদের সবাইকে সমবেত করব, অতঃপর মুশরিকদের বলবঃ তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও। তারপর দাদেরকে পাস্পরিক বিচ্ছিন্ন করে দেব, তখন তাদের শরীকরা বলবেঃ তোমরা তো আমাদের উপসনা-বন্দেগী করনি। বস্তুতঃ আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। আমরা তোমাদের বন্দেগী সম্পর্কে জানতাম না। [সূরা ইউনুসঃ ২৮, ২৯।]

মাসআলাঃ ৮৯ = কিয়ামতের দিন মুশরিক এবং শরীকদের খারাপ পরিণতির উপর কুরআন মজীদের এক ব্যাঙ্গ্যাত্মক আলোচনা।

﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ○ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ○ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ○ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ○ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ○﴾

(26-22:37)

'একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের ইবাদত তারা করত আল্লাহ ব্যতীত। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে। এবং তাদেরকে থামাও তারা জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? বরং তারা আজকের দিনে আত্মসমর্পনকারী। [সূরা ছাফফাতঃ ২২- ২৬।]

মাসআলাঃ ৯০ = কিয়ামতের দিন মুশরিকরা কষ্ট দেখে শিরকের কথা অস্বীকার করবে এবং তাওহীদকে স্বীকার করবে, কিন্তু সে সময় তাওহীদের স্বীকার তাদের কোন কাজে আসবে না।

﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ○ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ○﴾

(85-84:40)

'তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে পরিহার করলাম। অতঃপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহর এই নিয়মই পূর্ব থেকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। [সূরা মুমিনঃ ৮৪, ৮৫।]

মাসআলাঃ ৯১ = মুশরিকদের জন্য কুরআন মজীদের চিন্তা-চেতনার আহবানঃ

① ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ○﴾
(64-63:6)

'আপনি বলুন, কে তোমাদের স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন? যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহবান কর যে, যদি আপনি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। আপনি বলে দিনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দেন এবং সব দুঃখ-বিপদ থেকে। তথাপি তোমরা শিরক কর। [সূরা আনআমঃ ৬৩, ৬৪।]

② ﴿قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○ قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ○﴾
(89-84:23)

'বলুন, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে তারা কার? যদি তোমরা জান তা হলে বল। এখন তারা বলবেঃ সবই আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না?। বলুন, সপ্তাকাশ ও মহ আরশের মালিক কে? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?। বলুন, তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে অন্য কেউ রক্ষা করতে পারে না?। এখন তারা বলবেঃ আল্লাহর। বলুন, তা হলে কোথা থেকে তোমাদেরকে যাদু করা হচ্ছে?। [সূরা আল মু'মিনুনঃ ৮৪ - ৮৯।]

③ ﴿اَمِ اتَّخَذُوْا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ○ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○﴾(22-21:21)

'তারা কি মৃত্তিকা দ্বারা তৈরী উপাস্য গ্রহন করেছে, যে তারা তাদেরকে জীবিত করবে?, যদি আসমান-জমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয় ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।[আম্বিয়াঃ ২১, ২২।]

④ ﴿اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○﴾(61:27)

'বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থির রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। [সূরা নামলঃ ৬১।]

أَلشِّرْكُ فِيْ ضَوْءِ السُّنَّةِ

হাদীসের দৃষ্টিতে শিরক্

মাসআলাঃ ৯২ = কবীরা গুণাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হল শিরক।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ ؟ قَالَ ((اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ)) قَالَ : قُلْتُ لَهُ اِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ ، قَالَ : قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ؟ قَالَ ((ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ)) قَالَ : قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহর নিকট সব চেয়ে বড় গোনাহ কোন টি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর সাথে শিরক্ করা। অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। ইবনু মাসউদ বললেনঃ হাঁ এটি তো অবশ্যই বড়। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলাম, শিরকের পর কোন পাপ সবচেয়ে বড়? তিনি বললেনঃ তুমি তোমার ছেলেকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে খাবে। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম তারপর কোনটি বড়? তিনি বললেনঃ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। -মুসলিম।([1])

মাসআলাঃ ৯৩ = শিরক সবচেয়ে বড় গুণাহ।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ ﴿ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ اِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِنَّهُ لَيْسَ بِذٰكَ اَلاَ تَسْمَعُ اِلٰى قَوْلِ لُقْمَانَ لِاِبْنِهِ ﴿ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ সূরা আনআ'মের আয়াত الذين آمنوا ولم يلبسو الـخ যখন অবতীর্ণ হল, তখন ছাহাবীদের জন্য এটি খুবই শক্ত মনে হল। তাঁরা বললেনঃ আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যার ঈমানের সাথে যুলমের সংমিশ্রণ হয় নি? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এখানে যুলম অর্থ সাধারণ পাপ নয় যা তোমরা মনে করছ, তোমরা কি লুকমানের কথা শুননি? সে নিজের ছেলে কি বলেছেঃ নিশ্চই শিরক্ বড় যুলম। -বুখারী ([2])

মাসআলাঃ ৯৪ = শিরক হল আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী কষ্টদায়ক পাপ।

---

[1] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

[2] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তাফসীর।

عَنْ اَبِیْ مُوْسَی الْاَشْعَرِیِّ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِیُّ ﷺ ((مَا اَحَدٌ اَصْبَرَ عَلٰی اَذًی سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ یَدَّعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ یُعَافِیْهِمْ وَ یَرْزُقُهُمْ)) رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

হযরত আবুমূসা আশআ'রী (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কষ্টদায়ক কথার উপর আল্লাহর চেয়ে বেশী ধৈর্য্যধারণকারী আর কেউ নেই। মুশরিকরা বলে যে, আল্লাহর সন্তান আছে, তারপরও তিনি তাদেরকে সুস্থতা ও রিযিক দান করে থাকেন। -বুখারী ([১])।

মাসআলাঃ ৯৫ = শিরক্ করা মানে আল্লাহকে গালি দেয়া।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং ২৯ দ্রষ্টব্য।

মাসআলাঃ ৯৬ = কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা মুশরিকদেরকে তাদের ভাল কাজের বদলা দিতে অস্বীকার করবেন।

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِیْدٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((اِنَّ أَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَیْکُمُ الشِّرْکُ الْاَصْغَرُ)) قَالُوْا : وَ مَا الشِّرْکُ الْاَصْغَرُ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ ((اَلرِّیَاءُ یَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِذَا جُزِیَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا اِلَی الَّذِیْنَ کُنْتُمْ تَرَاءُوْنَ فِی الدُّنْیَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً ؟)) رَوَاهُ اَحْمَدُ

হযরত মাহমূদ ইবনু লবীদ (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের ব্যাপারে আমি যে বস্তুকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হল ছোট শিরক। ছাহাবীগণ আরয করলেনঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ! ছোট শিরক কি? তিনি বললেনঃ রিয়া। অর্থাৎ লোক দেখানো উদ্দেশ্যে কাজ করা। কিয়ামতের দিন যখন মানুষকে তাদের আমলের বদলা দেয়া হবে, তখন আল্লাহ তাআ'লা রিয়াকারী লোকজনকে বলবেনঃ যাও তোমরা যে সকল লোককে দেখানোর জন্য কাজ করেছ তাদের কাছে গিয়ে এর প্রতিদান গ্রহণ কর। -আহমদ ([২])।

মাসআলাঃ ৯৭ = শিরক মানুষকে ধ্বংসকারী মহাপাপ।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ)) قِیْلَ : یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَ مَا هُنَّ ؟ قَالَ ((اَلشِّرْکُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَکْلُ مَالِ الْیَتِیْمِ وَ اَکْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّیْ یَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ।

[২] সিলসিলা সহীহা ২ঃ ৯৫১।

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বিরত থাক। ছাহাবীগণ আরয করলেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! সেই সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ কি? তিনি বললেনঃ (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা (২) জাদু করা। (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ তাআ'লা হারাম করেছেন। (৪) ইয়াতীমদের মাল খাওয়া। (৫) সুদ খাওয়া (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া (৭) নিরিহ মুসলিম নারীদের উপর অপবাদ দেয়া। -মুসলিম ([1])

মাসআলাঃ ৯৮ = রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের জন্য বদ দুআ' করেছেন।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ﷺ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ فَدَعَا عَلٰى سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِيْهِمْ اَبُوْجَهْلٍ وَ اُمَيَّةُ بْنِ خَلَفٍ وَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَ شَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ مُعِيْطٍ فَاُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُهُمْ صَرْعٰى عَلٰى بَدْرٍ قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَ كَانَ يَوْمًا حَارًّا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে কুরাইশের ছয় ব্যক্তির জন্য বদ দুআ' করেছিলেন। যাদের মধ্যে ছিল আবু জাহল, উমাইয়া ইবনু খালাফ, উতবাহ ইবনু রবীয়াহ, শায়বা ইবনু রবীআহ এবং উকবা ইবনু আবি মুআইত শামিল ছিল। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমি তাদের সবাইকে বদরের যুদ্ধে মরে পচে যেতে দেখেছি। -মুসলিম ([2])।

মাসআলাঃ ৯৯ = মুশরিককে ইছালে ছাওয়াবের কোন কাজ উপকার দিবে না।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং ১৪ দ্রষ্টব্য।

মাসআলাঃ ১০০ = মুশরিক নিশ্চয় জাহান্নামী।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا اُدْخِلَ النَّارَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে শরীক মনে করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। -বুখারী। ([3])।

[1] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবুল কাবায়ির।

[2] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ।

[3] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ঈমান।

মাসআলাঃ ১০১ = কোন নবী বা ওলীর সাথে নিকটাত্মীয়তাও মুশরিককে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ ((یَلْقٰی اِبْرَاهِیْمُ اَبَاهُ آزَرَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَعَلٰی وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَ غَبَرَةٌ فَیَقُوْلُ لَهُ اِبْرَاهِیْمُ اَلَمْ اَقُلْ لَکَ لاَ تَعْصِنِیْ فَیَقُوْلُ اَبُوْهُ فَالْیَوْمَ لاَ اَعْصِیْکَ فَیَقُوْلُ اِبْرَاهِیْمُ یَا رَبِّ اِنَّکَ وَعَدْتَنِیْ اَنْ لاَ تُخْزِیَنِیْ یَوْمَ یُبْعَثُوْنَ فَاَیُّ خِزْیٍ اَخْزٰی مِنْ اَبِی الْاَبْعَدِ؟ فَیَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰی اِنِّیْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَی الْکَافِرِیْنَ ثُمَّ یُقَالُ یَا اِبْرَاهِیْمُ مَا تَحْتَ رِجْلَیْکَ فَیَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ بِذِیْخٍ مُلْتَطِخٍ فَیُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَیُلْقٰی فِی النَّارِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন ইব্রহীম (আঃ) নিজের পিতা আযরকে দেখবেন যে, তার চেহারা কালি ও মাটি আবৃত থাকবে। তারপর ইব্রাহীম (আঃ) বলবেনঃ আমি কি আপনাকে বলেছিলাম না যে, আমার নাফরমানি করবেন না? তখন আযর বলবেঃ আচ্ছা আজকে আমি তোমার নাফরমানি করব না তখন ইব্রাহীম (আঃ) বলবেনঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, আপনি আমাকে কিয়ামতের দিন অসম্মান করবেন না। যদি আমার আব্বা আপনার দয়া থেকে মাহরুম হয়ে যায় তাহলে তার চেয়ে বড় অসম্মানি আর কি হবে? আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করবেনঃ আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। অতঃপর বলবেন হে ইব্রাহীম! তোমরা পায়ের নীচে কি? তখন তিনি দেখবেন যে, একটি জন্তু পড়ে আছে, যাকে ফেরেশতারা টেনে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছেন। -বুখারী। ([১])

মাসআলাঃ ১০২ = কিয়ামতের দিন মুশরিকরা সারা পৃথিবীর সম্পদ দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাইবে। কিন্তু তার পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِکٍ ﷺ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ ((یَقُوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰی لِاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَوْ اَنَّ لَکَ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَیْءٍ اَ کُنْتَ تَفْتَدِیْ بِهِ ؟ فَیَقُوْلُ نَعَمْ ! فَیَقُوْلُ اَرَدْتُ مِنْکَ اَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَ اَنْتَ فِیْ صُلْبِ آدَمَ اَنْ لاَ تُشْرِکَ بِیْ شَیْئًا فَاَبَیْتَ اِلاَّ اَنْ تُشْرِکَ بِیْ)) رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা সেই জাহান্নামীকে বলবেন যাকে সহজ শাস্তি দেয়া হচ্ছেঃ যদি তোমাকে সারা পৃথিবীর সম্পদ দেয়া হয়, তাহলে তুমি কি সব দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে চাইবে? সে বলবেঃ হ্যাঁ, আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ পৃথিবীতে তোমার কাছে এর তুলনায় অনেক সহজ বস্তু চাওয়া হয়েছিল, তাহল, তুমি

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল খালাকি।

যেন আমার সাথে কাউকে শরীক না কর। কিন্তু তুমি আমার কথা মান নি বরং আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করেছ। -বুখারী। ([1])

মাসআলাঃ ১০৩ = মুশরিকের সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা নিষিদ্ধ যাতে করে ধর্মীয় বিষয়ে কোন প্রভাব পড়তে পারে।

عَنْ جَرِيْرٍ ﷺ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ هُوَ يُبَايِعُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! اُبْسُطْ يَدَكَ حَتّٰى اُبَايِعَكَ وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ فَاَنْتَ اَعْلَمُ قَالَ ((اُبَايِعُكَ عَلٰى اَنْ تَعْبُدَاللّٰهَ وَ تُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَ تُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ وَ تُنَاصِحَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ تُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ)) رَوَاهُ النِّسَائِيُّ (صحيح)

হযরত জরীর (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি লোকজন থেকে বাইয়াত গ্রহণ করছিলেন। তখন আমি বললামঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ, হাত বাড়ান। আমি বাইয়াত গ্রহণ করব। আর আমার জন্য শর্ত রাখবেন। কেননা আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি তোমাকে কয়েকটি শর্তের উপর বাইয়াত করব। শর্তগুলি হলঃ আল্লাহ তাআ'লার ইবাদত করা, ছালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা এবং মুশরিকদের থেকে দুরে থাকা। -নাসায়ী।([2])

মাসআলাঃ ১০৪ = যে স্থানে শিরকী কাজ করা হয় সে স্থানে বৈধ ইবাদতও নিষিদ্ধ।

عَنْ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ ﷺ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَنْحَرَ اِبِلاً بِبُوَانَةَ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ نَذَرْتُ اَنْ اَنْحَرَ اِبِلاً بِبُوَانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ اَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ ؟)) قَالُوْا : لاَ ، قَالَ ((هَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ اَعْيَادِهِمْ ؟)) قَالُوْا : لاَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَ لاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)) رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

হযরত ছাবিত ইবনু যাহহাক (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় কালে 'বুয়ানা' নামক স্থানে উট জবাই করার মান্নত মেনে ছিল। সে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, আমি বুয়ানা নামক স্থানে উট জবাই করার মান্নত করেছি। উত্তরে সখানে কি জাহেলী যুগের কোন মুর্তির পূজা হয়? ছাহাবীগণ বললেনঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ তাহলে সে স্থানে কি মুশরিকদের কোন মেলা হয়? ছাহাবীগণ বললেনঃ না। তারপর বললেনঃ তুমি তোমার মান্নত পূরণ করতে পার। মনে রাখবে, যে মান্নতে আল্লাহর নাফরমানী হয় সে মান্নত পূরণ করা অবৈধ। এমনিভাবে যে মান্নত মানুষের সাধ্যের বাইরে তাকেও পূর্ণ করতে হয় না। -আবু দাউদ। ([3])

---

[1] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুর রিকাক,

[2] সহীহ সুনানু নাসায়ী, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং ৩৮৯৩।

[3] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ১৮৩৪।

اَلشِّرْکُ الْاَصْغَـــرِ
ছোট শিরক

মাসআলাঃ ১০৫ = বদনজর কিংবা রোগারোগ্যের জন্য তাবীজ, তোমার, মনকা, চুল্লা, সিকল, কড়া অথবা বালা ইত্যাদি পড়া শিরক। ([1])।

মাসআলাঃ ১০৬ = বদনজর কিংবা দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার জন্য গাড়ী, ঘর কিংবা দোকান ইত্যাদিতে ঘোড়ার জুতা ঝুলানো অথবা মাটির কাল বাসন ঝুলানো শিরক।

মাসআলাঃ ১০৭ = নবজাত শিশুকে বদনজর থেকে বাঁচানোর জন্য ঘরের দরজায় বিশেষ কোন গাছের ডাল ঝুলানো শিরক।

মাসআলাঃ ১০৮ = দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ইমাম যামিনের তাবীজ বাঁধা শিরক।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْبَلَ اِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَ اَمْسَکَ عَنْ وَاحِدٍ ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! بَايَعْتَ تِسْعَةً وَ تَرَکْتَ هٰذَا؟ قَالَ ((اِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً فَاَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا)) فَبَايَعَهُ ، وَ قَالَ ((مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَکَ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ

হযরত উকবা ইবনু আমির জুহানী (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একদল আসল ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে। তাদের মধ্য থেকে নয় জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন কিন্তু দশম ব্যক্তির বাইয়াত থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন তখন তারা বললঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! নয় জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন আর এক জনের বাইয়াত নিলেন না? তিনি বললেনঃ সে তো তাগা পরে আছে। তারপর সে হাত ঢুকিয়ে তাগাটি ছিড়ে দিল। তারপর বাইয়াত করলেন। তারপর বললেনঃ যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলাল সে শিরক করল। -আহমদ ([2])।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ((اِنَّ الرُّقٰى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْکٌ)) رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঝাড় ফুঁক, তাবিজ-কবচ এবং তিওয়ালা অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালাবাসার উদ্রেকের জন্য নাহক কোন তদবীর শিরকের অন্তর্ভুক্ত। -আবু দাউদ ([3])।

---

[1] কোন কোন আলেমদের মতে কুরআনী আয়াত ও মাসনূন দুআ' সমৃদ্ধ তাবীজ ব্যবহার বৈধ।

[2] সিলসিলা সহীহা, হাদীস নং ৪৯৩।

[3] সিলসিলা সহীহা, হাদীসন নং ৩৩১।

عَنْ اَبِیْ بَشِیْرِ الْاَنْصَارِیِّ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِیْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَسُوْلاً قَالَ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ اَبِیْ بَكْرٍ : حَسِبْتُ اَنَّهٗ قَالَ وَالنَّاسُ فِیْ مَبِیْتِهِمْ ((لاَ تُبْقَیَنَّ فِیْ رَقَبَةِ بَعِیْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ اَوْ قِلاَدَةٌ اِلاَّ قُطِعَتْ)) قَالَ مَالِكٌ اُرٰی ذٰلِكَ مِنَ الْعَیْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুবশীর (রাঃ) বলেনঃ তিনি এক সফরে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন দুত প্রেরণ করলেন লোকালয়ে। তিনি ঘোষণা করলেনঃ কোন উটের গলায় যেন কোন ধনুক বা তৎসদৃশ কোন বস্তু অথবা কোন প্রকার হার ঝুলান না থাকে এবং যদি থাকে তবে তা যেন ছিড়ে ফেলা হয়। -মুসলিম। ([1])।

মাসআলাঃ ১০৯ = অলক্ষী বলা বা কুলক্ষণ মনে করা শিরক।

عَنْ فُضَالَةَ ابْنِ عُبَیْدِ الْاَنْصَارِیِّ ﷺ صَاحِبُ النَّبِیِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ ((مَنْ رَدَّتْهُ الطِّیَرَةُ فَقَدْ قَارَفَ الشِّرْكَ)) رَوَاهُ ابْنُ وَهَبٍ فِی الْجَامِعِ

হযরত ফুযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তিকে অলক্ষী বা কুলক্ষণ তার কাজ থেকে বিরত রাখে সে শিরক করল। -ইবনু ওয়াহাব। ([2])।

মাসআলাঃ ১১০ = গায়রুল্লাহ যথাঃ পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, কুরআন অথবা কাবা শরীফ ইত্যাদির শপথ করা ও শিরক।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((مَنْ حَلَفَ بِغَیْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ

হযরত ইবনু উমর (রাঃ)বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো শপথ করে সে কুফরি কিংবা শিরক করল। ([3])।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِیْ حِلْفِهٖ بِاللاَّتِ فَلْیَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهٖ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْیَتَصَدَّقْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শপথ করার সময় 'লাতের শপথ' বলেছে সে যেন বলে 'লা

---

[1] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল্লিবাস।

[2] সিলসিলা সহীহা, হাদীস নং ১০৬৫।

[3] সহীহ সুনানু তিরমিযী। হাদীস নং ১২৪১।

ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর যে ব্যক্তি কাউকে বলেছে, 'এসো জুয়া খেলি' সে যেন ছদকা করে। -মুসলিম ([1])।

মাসআলাঃ ১১১ = লোক দেখানো উদ্দেশ্যে কাজ করা শিরক।

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ ﷺ قَالَ خَرَجَ عَلَیْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ نَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِیْحَ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ ((اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِیْ مِنَ الْمَسِیْحِ الدَّجَّالِ ؟)) قَالَ : قُلْنَا بَلٰی! فَقَالَ ((اَلشِّرْكُ الْخَفِیُّ اَنْ یَقُوْمَ الرَّجُلُ یُصَلِّیْ فَیُزَیِّنُ صَلاَتَهٗ لِمَا یَرٰی مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

হযরত আবুসাঈদ (রাঃ) বলেনঃ আমরা একদা মসীহে দাজ্জালের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করছিলাম এমন সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হলেন এবং বললেনঃ আমি কি তোমাদের এমন বস্তু বলে দিব, যাকে আমি তোমাদের জন্য দাজ্জালের চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর মনে করি? আমরা বললামঃ হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ গুপ্ত শিরক। তা হল যেমন কেউ ছালাতে দাঁড়াল কিন্তু কেউ তাকে লক্ষ্য করছে এবিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে সে তার ছালাতকে সুন্দর করে। -ইবনু মাজাহ। ([2])।

মাসআলাঃ ১১২ = ছালাত ছেড়ে দেয়া কুফরী এবং শিরক।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ﷺ يَقُوْلُ ((بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত জাবির (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কুফরী ও শিরক এবং মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য হল ছালাত ছেড়ে দেয়া। -মুসলিম। ([3])।

মাসআলাঃ ১১৩ = অদৃশ্যের খবর জানা তথা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য কাউকে হাত দেখানো শিরক।

عَنْ صَفِيَّةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِیِّ ﷺ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ ((مَنْ اَتٰی عَرَّافًا فَسَأَلَهٗ عَنْ شَیْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهٗ صَلاَةٌ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ছাফিয়্যাহ (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে যাবে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত গ্রহণ হবে না -মুসলিম। ([1])।

---

[1] মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

[2] সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৩৩৮৯।

[3] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

মাসআলাঃ ১১৪ = নক্ষত্রের প্রভাবের উপর বিশ্বাস রাখা শিরক।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ بَرَكَةٍ اِلَّا اَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِيْنَ يُنْزِلُ اللّٰهُ الْغَيْثَ فَيَقُوْلُوْنَ الْكَوْكَبُ كَذَا وَ كَذَا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন আল্লাহ তাআ'লা আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন তখন কিছু লোকেরা তার কারণে কাফের হয়ে গেছে৷ বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন আল্লাহ তাআ'লা অথচ তারা বলে সেই নক্ষত্রের কারনে বৃষ্টি হয়েছে৷ -মুসলিম ([১])।

মাসআলাঃ ১১৫ = নবী-রসূলগণ, ওলীগণ ও সৎলোকদের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা শিরক।

عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ((لَا تُطْرُوْنِىْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارٰى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا اَنَا عَبْدُهٗ فَقُوْلُوْا عَبْدُاللّٰهِ وَ رَسُوْلُهٗ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত উমর (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমনভাবে অতিরঞ্জিত করো না যেমনভাবে করেছে খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ) সম্পর্কে। আমি তো আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। -বুখারী ও মুসলিম। ([৩])।

[১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

[৩] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া।

اَلْاَحَادِيْثُ الضَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوْعَةُ

দূর্বল ও জাল হাদীস সমূহ

① ((كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ))

'আমি গুপ্ত ভান্ডার ছিলাম আমার মন চাইল আমি পরিচিত হই, তাই আমি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করলাম।

আলোচনাঃ এ হাদীসটি জ্বাল। [সিলসিলা যয়ীফাহঃ হাদীস/ ৬৬।]

② ((مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ)) 'যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে সে আল্লাহকে চিনেছে।'

আলোচনাঃ এই হাদীসটি ভিত্তিহীন। [সিলসিলা যয়ীফাহঃ হাদীস/ ৬৬]

③ ((مَنْ عَرَفَنِيْ فَقَدْ عَرَفَ الْحَقَّ وَ مَنْ رَآنِيْ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ))

'যে ব্যক্তি আমাকে চিনতে পেরেছে সে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে। [রিয়াদুস সালেকীন, হাদীস নং ৯০]।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [শরীয়ত ও তরীকত, পৃষ্ঠা ৪৬৭।]

④ ((قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى :خَلَقْتُ مُحَمَّدًا مِّنْ نُّوْرِ وَجْهِيَ وَالْمُرَادُ مِنَ الْوَجْهِ ذَاتُ الْمُقَدَّسَةِ))

'আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ আমি মুহাম্মদকে স্বীয় চেহারার নূর থেকে সৃষ্টি করেছি। চেহারা অর্থ পবিত্র স্বত্ত্বা [রিয়াদুস সালেকীন, পৃষ্ঠাঃ ৯০।]

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [শরীয়ত ও তুরীকত, পৃষ্ঠা ৪৬৩।]

⑤ ((يَا جَابِرُ! اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُّوْرِهٖ))

''হে জাবের! সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নূর থেকে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন।'

আলোচনাঃ এই হাদীসটি ভিত্তিহীন। [সিরাতুন্নবী - সৈয়দ সুলাইমান নদভী।]

⑥ ((خَلَقَنِيَ اللّٰهُ مِنْ نُّوْرِهٖ وَخَلَقَ اَبَا بَكْرٍ مِنْ نُّوْرِيْ وَخَلَقَ عُمَرَ مِنْ نُّوْرِ اَبِيْ بَكْرٍ وَخَلَقَ اُمَّتِيْ مِنْ نُّوْرِ عُمَرَ وَعُمَرُ سِرَاجُ اَهْلِ الْجَنَّةِ))

'আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নূর থেকে আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার নূর থেকে আবু বকরকে, আবু বকরের নূর থেকে উমরকে আর উমরের নূর থেকে আমার উম্মতকে সৃষ্টি করেছেন। আর উমর হল জান্নাতিদের চেরাগ।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [মীযানুল ই'তিদালঃ প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৬৬।]

⑦ ((اتانِیْ جِبْرِیْلُ فقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ یَقُوْلُ لَوْ لاکَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْ لاکَ مَا خَلَقْتُ النَّارِ))

'আমার কাছে জিবরীল (আঃ) এসে বললঃ আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ যদি আপনি না হতেন তাহলে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করতেন না।'

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [আল আছারুল মারফূআহঃ ৪৪]

⑧ ((لَوْلاکَ یَا مُحَمَّدُ مَا خَلَقْتُ الدُّنْیَا)) হে মুহাম্মদ! যদি আপনি না হতেন তা হলে আমরা পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [মাওযুআতঃ ৯৮২।]

⑨ ((لَوْلاکَ مَا خلقتُ الْاَفْلاکَ)) 'যদি আপনি (মুহাম্মদ) না হতেন তা হলে আমি আকাশমন্ডলীকেও সৃষ্টি করতাম না।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [সিলসিলা যয়ীফাঃ ১ম খন্ড, হাদীস/ ২৮২]

⑩ ((قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی :یَا مُحَمَّدُ ﷺ اَنْتَ اَنَا وَاَنَا اَنْتَ))

'আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ হে মুহাম্মদ! আপনি আমি এবং আমি আপনি।
আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল [শরীয়ত ও তরীকাতঃ ৪৬৩]

⑪ ((اَیُّ الْخَلْقِ اَعْجَبُ اِلَیْکُمْ اِیْمَانًا ؟ قَالُوْا : اَلْمَلاَئِکَةُ قَالَ : وَمَا لَهُمْ لاَ یُؤْمِنُوْنَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ عَزَّوَجَلَّ ؟ قَالُوْا فَالنَّبِیُّوْنَ قَالَ : وَمَا لَهُمْ لاَ یُؤْمِنُوْنَ وَالْوَحْیُ یَنْزِلُ عَلَیْهِمْ ؟ قَالُوْا : فَنَحْنُ قَالَ: وَمَا لَکُمْ لاَ تُؤْمِنُوْنَ وَاَنَا بَیْنَ اَظْهُرِکُمْ ؟ قَالَ ؟: فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ:اَلاَ اِنَّ اَعْجَبَ الْخَلْقِ اِلَیَّ اِیْمَانًا لَقَوْمٌ یَکُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِکُمْ یَجِدُوْنَ صُحُفًا فِیْهَا کِتَابٌ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا فِیْهَا .))

'ঈমান আনার ব্যাপারে তোমাদের কাছে সর্বোত্তম কে? তাঁরা বললেনঃ ফেরেশতাগণ। তিনি বললেনঃ তাঁরা ঈমান আনবে না কেন? তাঁরা তো আল্লাহর কাছে আছে। ছাহাবীগণ বলেনঃ তা হলে নবীগণ। তিনি বললেনঃ তাদের কাছে ওহী আসে তারা ঈমান আনেব না কেন? ছাহাবীগণ বললেনঃ তা হলে আমরা। তিনি বললেনঃ তোমরা ঈমান আনবে না কেন ? আমি তো তোমাদের সামনেই আছি। তারপর তিনি বললেনঃ মনে রেখ, ঈমান আনার ব্যাপারে সর্বোত্তম হল তারাই, যারা তোমাদের পরে আসবে। তারা শুধু কিতাবের লেখা দেখেই ঈমান আনবে।'

আলোচনাঃ এই হাদীসটি দূর্বল। [সিলসিলা সহীহঃ ২য় খন্ড, হাদীস/ ৬৪৭।]

⑫ ((عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ : كَمَا لاَ يَنْفَعُ مَعَ الشِّرْكِ شَيْئٌ كَذٰلِكَ لاَ يَضُرُّ مَعَ الْإِيْمَانِ شَيْئٌ))

'হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যেরূপ ভাবে শিরক থাকাবস্থায় কোন নেক আমল কাজে আসে না, তেমনি ঈমানের সাথে কোন বদ আমল ক্ষতি করে না।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি ভিত্তিহীন। [আল মাওযুআতঃ ইবনুল জাওযী]

⑬ ((مَنْ قَالَ الْإِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ وَمَنْ قَالَ اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَيْسَ لَهُ فِيْ الْإِسْلاَمِ نَصِيْبٌ))

'যে ব্যক্তি বললঃ ঈমান বৃদ্ধি হয় ও হ্রাস পায় সে আল্লাহর আদেশ থেকে বের হল আর যে ব্যক্তি বলল আমি ইনশাআল্লাহ ঈমানদার, তাহলে ইসলামে তার কোন অংশ নেই।'

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুআহঃ হাদীস/ ১২৯৪।]

⑭ ((اَلْإِيْمَانُ مُثْبَتٌ فِيْ الْقَلْبِ كَالْجِبَالِ الرَّوَاسِيَ وَزِيَادَتُهُ وَنَقْصُهُ كُفْرٌ))

'ঈমান মজবুত পাহাড়ের মত অন্তরে জমে থাকে তার বৃদ্ধি বা হ্রাসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কুফর।'

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [সিলসিলা যয়ীফাহঃ হাদীস/ ৪৬৪।]

⑮ ((اَلْإِيْمَانُ نِصْفَانِ نِصْفٌ فِيْ الصَّبْرِ نِصْفٌ فِيْ الشُّكْرِ))

'ঈমান দুই ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক ধৈর্য্য ও অন্য অর্ধেক শুক্র।'

আলোচনাঃ এই হাদীসটি যয়ীফ। [সিলসিলা যয়ীফাঃ হাদীস নং ৬২৫।]

১৬ -((حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ)) ⑯ 'দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ।'

আলোচনাঃ এই হাদীসটি মওযু। [সিলসিলা সহীহাঃ হাদীস/ ৩৬]

⑰ ((عَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصُّوْفِ تَجِدُوْا حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ فِيْ قُلُوْبِكُمْ))

'তোমরা পশমের পোষাক অবশ্যই ব্যবহার কর। এতে করে তোমরা ঈমানের স্বাদ গ্রহন করতে পারবে।'

আলোচনাঃ এই হাদীসটি মওযু। [সিলসিলা যয়ীফাহঃ হাদীস নং ৯০।]

১৮ - . قال الله تعالى: أوليائى تحت قبائى لايعرفهم غيرى ‘আল্লাহ তাআ’লা বলেছেনঃ ‘আমার ওলীগণ আমার জুব্বায় আছেন আমি ব্যতীত অন্য কেউ তাদের জানে না।’ আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [শরীয়ত ও ত্বরীকতঃ ৪৬৬।]

১৯ - . قال الله تعالى : ألا إن أولياء الله تلاميذ الرحمن

‘আল্লাহ তাআ’লা বলেছেনঃ ‘শুন, নিঃসন্দেহে ওলীয়াল্লাহগণ রহমানের শাগরিদ।’ আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [শরীয়ত ও ত্বরীকতঃ ৪৬৬।]

২০ - . الأبدال فى أمتى ثلاثون بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون

‘আমার উম্মতে আব্দাল ত্রিশজন। তাদের কারণেই জমি স্থির রয়েছে এবং তাদের কারণেই বৃষ্টি হয় এবং তোমাদের সাহায্য করা হয়।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [যয়ীফুল জামেঃ হাদীস/ ২২৬৭।]